মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

নভেম্বর ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **দরসে কুরআন :** ০৩

♦ আত্মাকে কলুষমুক্ত করার উপায় সমূহ
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

✡ **প্রবন্ধ :**

♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(৮ম কিস্তি)* ০৮
-হাফেয আব্দুল মতীন

♦ বিদ'আত ও তার পরিণতি *(২য় কিস্তি)* ১৩
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

♦ আকাঙ্ক্ষা : গুরুত্ব ও ফযীলত ২০
-রফীক আহমাদ

♦ আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৫

✡ **হক-এর পথে যত বাধা** ২৭

✡ **ভ্রমণস্মৃতি :**
রিয়াদ সফরে অশ্রুসিক্ত সাংগঠনিক ভালবাসা ২৯

✡ **হাদীছের গল্প :**
সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ৩২

✡ **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
বিরোধীদের প্রতি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ক্ষমা সুন্দর আচরণ ৩৬

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** একজন বড় ছাহেব ৩৮

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯
♦ কোলেস্টেরল কমাতে মধু ও বাদাম ♦ ডালিমের পুষ্টিকথা

✡ **ক্ষেত-খামার :** ♦ মরিচ চাষ ৪০

✡ **কবিতা :** ৪২
♦ ক্লান্ত জীবন প্রান্তে এসে ♦ ভুলের লোকমা
♦ প্রার্থনা ♦ সত্যের সন্ধানে

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

✡ **পাঠকের মতামত** ৪৯

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সমূহ ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। নাস্তিক ও সেক্যুলারদের মুকাবিলা করার নামে ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ইসলামী নেতারা একে একে যেসব কৌশল নিচ্ছেন, তাতে ইসলামের কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ বেশী হচ্ছে। সেই সাথে সাধারণ মুসলমানদের দুর্ভোগ বাড়ছে ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধীদের অপপ্রচারের সুযোগ মিলে যাচ্ছে।

'শত্রু যে পথে হামলা করবে সে পথেই তাকে প্রতিহত করতে হবে' এই যুক্তিতে ইসলামী নেতারা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ধোঁকা প্রচলিত গণতন্ত্রের মুকাবিলা গণতন্ত্রের মাধ্যমে করতে গেলেন। দেখা গেল, সাধারণ গণতন্ত্রীদের চাইতে তারা এক কাটা বেড়ে গেলেন তথাকথিত হেকমতের নামে। বাহ্যিক পোষাকটুকুর পার্থক্যও ঘুচে গেল। দাড়িও প্রায় হারিয়ে গেল। এমনকি ফরয ইবাদত ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ-যাকাত 'মুবাহে' পরিণত হ'ল। কারণ 'বড় ইবাদত' হুকুমত অর্থাৎ শাসনক্ষমতা দখল এখনও সম্ভব হয়নি। তিউনিসিয়া ও মিসরে আরব বসন্তের নামে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রপন্থী ইসলামী নেতারা খুশীতে বলতে লাগলেন এ শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী। এক বছরও যায়নি মিসর ও তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থী সরকারগুলির পতন হয়েছে। ব্যালট হৌক বুলেট হৌক 'শাসনক্ষমতা দখল করা ব্যতীত ইসলাম কায়েম হবে না' দ্বীন কায়েমের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণেই দেশে দেশে ইসলামের নামে জঙ্গী তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিছু ব্যক্তি জিহাদের নামে তরুণদের সশস্ত্র যুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। এর পিছনে শত্রুদের যেমন ইন্ধন রয়েছে, তেমনি ইসলামী নেতাদের ভুল ব্যাখ্যাও কাজ করছে। মিসর ও পাকিস্তানের প্রভাবশালী দুই ইসলামী নেতা তো তাদের সমস্ত লেখনী ও সাংগঠনিক তৎপরতা এর পিছনেই ব্যয় করেছেন। তাঁদের অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে তাদের ভুল আক্বীদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং শাসনক্ষমতা দখলের জন্য সব রকম হীন তৎপরতা চালাচ্ছে ইসলামের নামে। সিরিয়াতে তাদের অনুসারীরা প্রতিপক্ষের কলিজা বের করে চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে তাদের ফৎওয়া অনুযায়ী সিরিয়া ও মিসরের ইসলামপন্থী যোদ্ধা ও দলীয় ক্যাডারদের তৃপ্তির জন্য 'যৌন জিহাদে' পাঠাচ্ছে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে ইসলামের নামে

(নাঊযুবিল্লাহ)। বনু ইস্রাঈলের প্রসিদ্ধ আলেম বাল'আম বাঊরা যেভাবে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখলকারী আমালেক্বা নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিল তাদের সুন্দরী মেয়েদের পাঠিয়ে বনু ইস্রাঈলীদের কাবু করার জন্য। ফলে সে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। যার প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৭৫)*। অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রে স্বীকৃত বৈধ পন্থার নামে হরতাল, গাড়ী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, প্রতিপক্ষকে হত্যা, যখম ইত্যাদি চালানো হচ্ছে ইসলামের নামে এবং 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী' মন্ত্র শুনিয়ে। এভাবে তাদের শহীদের তালিকা প্রকাশ করছে ইন্টারনেটে ও তাদের ডায়েরীতে।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য। বর্তমানে তো বড় বড় পীরদের একেকটি রাজনৈতিক দল। তারা মাঝে-মধ্যে যিকিরের সাথে রাজধানীতে এসে বিরাট বিরাট শোডাউন করেন ও নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে কিছু ইসলামী দাবী নিয়ে কিছু অরাজনৈতিক আলেম কঠিন রাজনৈতিক কায়দায় উত্থান করে ঢাকায় লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। পরিণতি হয়েছে মর্মান্তিক। ফলাফল হয়েছে শূন্য। এদেশের মানুষ ইসলামপ্রিয়, একথা সবাই জানেন। গুটিকতক 'গণজাগরণী' ও নাস্তিক্যবাদীরাও তা ভালোভাবে জানে। কিন্তু তার জন্য শোডাউন, হরতাল বা অবরোধের কি প্রয়োজন? মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম তরুণদের সশস্ত্র যুদ্ধের উস্কানী দেওয়া কি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নয়? ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজনীতি করার হিম্মত এদেশে কার আছে? কিন্তু সমস্যা হ'ল একখানে। আর তা হ'ল নেতৃত্ব আমার হ'তে হবে। ক্ষমতা দখলের এই অন্ধ নেশাই দুধে গো-চেনা ঢেলে দিচ্ছে। ফলে আদর্শের লড়াই পরিণত হয়েছে ক্ষমতার লড়াইয়ে। এই লড়াইয়ে কোন মুসলিম 'শহীদ' বা 'গাযী' হবে না। কারণ এ লড়াইয়ের লক্ষ্য হ'ল 'দুনিয়া'।

প্রশ্ন হ'ল, ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম হবে, না জনগণের হৃদয়ে দ্বীন কায়েম হওয়ার পর ক্ষমতা দখল হবে? প্রথম পন্থাটি হ'ল বর্তমানে কথিত ইসলামী রাজনীতির দাবীদারদের। আর দ্বিতীয়টি হ'ল নবীগণের তরীকা। নবীগণের তরীকায় একজন মানুষ ইসলাম কবুল করলে তার পুরো জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। সে ব্যবসা করলে সূদ-ঘুষ-মওজুদদারী থেকে বিরত হয়। পারিবারিক জীবনে সে হয় একজন আল্লাহভীরু ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ। রাজনীতি করলে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। এজন্য ইসলামী রাজনীতির নামে আলাদা পরিভাষা চালু করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হ'ল মানুষকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপটা বুঝানো। অধিকাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রাখে না। তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বুঝে না। ইসলামী নেতাদের কর্তব্য ছিল সবার আগে মানুষকে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। চেতনাহীন ও আদর্শহীন মুসলিমের ভোট নিয়ে ইসলামী আইন চালু করতে গেলে ঐসব ভোটাররাই একদিন বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাই দলবৃদ্ধির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে জনগণের ঈমানবৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। তবেই 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে মুসলমান তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। আর শ্রেষ্ঠ উম্মতের দায়িত্ব হিসাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। আর মা'রূফ ও মুনকার তথা ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যার বুঝ হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। পরবর্তী যুগের কোন চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর-মাশায়েখের বুঝ অনুযায়ী নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামপন্থী উভয় দলের মুসলিম নেতাদের তাই সর্বাগ্রে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর তার আলোকে নিজেদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষের অন্তরকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করতে হবে। তাদের মধ্যে আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। কোন আদম সন্তান যেন জাহান্নামের আগুনে পুড়ে শাস্তি না পায়, সেই দরদ নিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম কায়েম হলে রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হবে। তখন যদি ক্ষমতায় অন্য কেউ থাকে, তবুও তারা মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান করবে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমনকি নাজাশীর মত নিজেরাই ইসলাম কবুল করবে। ইসলামের এই শান্ত-সুনিবিড় ও সুন্দর তরীকা ছেড়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে জীবনপাত করা কোন ইসলামী পথ নয়। নবীগণের পথও নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের সোনালী ভবিষ্যৎ নবীগণের পথেই নিহিত। অন্যপথে নয়। আমরা মানুষকে সেপথেই আহ্বান করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন *(স.স.)*।

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার উপায় সমূহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا- (الشمس ٩-١٠)

'সফল হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে'। 'এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে' *(শাম্স ৯১/৯-১০)*।

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূর্য, চন্দ্র, দিবস, রাত্রি, আকাশ, পৃথিবী ও মানুষসহ আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করার পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার লোকেরাই পৃথিবীতে সফলকাম এবং কলুষিত আত্মার লোকেরা সর্বদা ব্যর্থকাম। তাদের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ যতই পবিত্র হৌক এবং সামাজিক মর্যাদা যতই উন্নত হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে'।[১]

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'তাযকিয়া' (التزكية) অর্থ التزكية من الشرك وشوائب المعاصي 'শিরক ও পাপের কালিমাসমূহ হ'তে পবিত্র হওয়া'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। মূলতঃ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হ'তে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আর তিনি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল'। 'এবং এটা তাদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(জুম'আহ ৬২/২-৩)*।

অত্র আয়াতদ্বয়ে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদম সন্তানের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর সেই আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আর তার ভিত্তিতে যথার্থ ইলম ও আমলের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুদ্ধিতা অর্জন করা।

দ্বিতীয় আয়াতে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে যে, ব্যর্থকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে'। অর্থাৎ যারা কুরআন ও সুন্নাহ্র বাইরে গিয়ে সাফল্য তালাশ করে, তারা শয়তানের খপপরে পড়ে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, خاب من دس نفسه في المعاصي 'ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, যার আত্মা পাপে ডুবে গেছে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ও সে পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*।

আত্মশুদ্ধির উপায় সমূহ :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ মানুষের ও বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনিই আমাদের রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। তিনি যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এ আকাংখা ও ভয় সর্বদা লালন করা। সাথে সাথে প্রতিটি কর্মের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে, সর্বদা এ দায়িত্বানুভূতি জাগরুক থাকা। আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(রহমান ৫৫/৪৬)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল' *(নাহল ১৬/১২৮)*। অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

(২) সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলা : আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো' *(হাশর ৫৯/৭)*। আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহ্র 'অহি' ব্যতীত *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। বস্তুতঃ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত

১. *মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ।*

রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِه، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلا بِطَاعَتِه 'হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি 'অহি' করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না'।[২]

অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ছালাত-ছিয়াম-হজ্জের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন, যাকাত আদায় ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে মালশুদ্ধি অর্জন ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের মনগড়া ছয় লতীফার যিকর বা ক্বলব ছাফ করার নামে নানাবিধ মা'রেফতী কলা-কৌশলের মাধ্যমে নয়। এগুলি মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বের করে শয়তানের আনুগত্যে বন্দী করে। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত ঐসব বন্দীশালা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!

যদি মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় না করে, তাহ'লে তার কাছে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ থাকে না। সে হয় স্রেফ প্রবৃত্তিপূজারী একটি বস্তুবাদী জীব মাত্র। আল্লাহ বলেন, فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় হঠকারী এবং তারা হয় গর্বোদ্ধত' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে' 'এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়' 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রাখে' 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

(৩) মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা : আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। সবল শ্রেণী পাপ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে তারা আরও পাপে উৎসাহিত হয়। দুর্বল শ্রেণী লঘু পাপে গুরুদণ্ড পায়। আবার অনেক সময় বিনা পাপে দণ্ড ভোগ করে। ফলে মন্দ কাজের শাস্তি না পেয়ে সবল শ্রেণী যেমন উদ্ধত হয়। তেমনি বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে দুর্বল শ্রেণী হতাশ হয় এবং প্রায়ই তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে। তাই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেখানে যালেম তার যথাযথ শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে।

কিয়ামতের দিন মন্দ কাজের শাস্তি কিরূপ হবে, সে বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে

২. *বায়হাক্বী- শু'আব; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২০৮৫।*

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝে দেয়া হবে'।[৩]

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[৪]

২. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উপরে (মি'রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনু আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম। সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল'।[৫] ইনি হলেন বনু খুযা'আর নেতা আমর বিন লুহাই বিন আমের, যিনি প্রথম শাম (সিরিয়া) থেকে 'হোবল' মূর্তি কিনে এনে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদী দ্বীনের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরকের প্রবর্তন করেন।

৩. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে আগুনে পুড়ে তার নাড়ি–ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং গাধা যেমন গম পেষার সময় ঘানির চারপাশে ঘুরতে থাকে, অনুরূপভাবে সেও তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় জাহান্নামবাসীরা সেখানে জমা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে? জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম'[৬]

৪. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ 'যে আলেম মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেয় এবং নিজে সেটা ভুলে যায়, তার তুলনা ঐ প্রদীপের মত যা মানুষকে আলো দেয়, অথচ নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়'।[৭] অর্থাৎ আমলহীন আলেম জাহান্নামী হবে।

৫. হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু'জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম (১) একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই-ই করে (এই ভাবে একবার এগাল একবার ওগাল চিরতে থাকে)। আমি বললাম এটা কি? তারা দু'জন বলল, সামনে চল। (২) অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি একটা ভারি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথর ছুঁড়ে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর পাথরটি দূরে গড়িয়ে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়। ইতিমধ্যে তার মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায়। তখন পুনরায় সে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৩) আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে একটা গর্তের নিকটে এলাম। যা ছিল বড় একটা চুলার মত। যার উপরাংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। যার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা আছে, তারাও উপরের দিকে উঠে আসত এবং তারা গর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার উপক্রম হ'ত। আবার যখন আগুন নীচে নামত, তখন তারাও নীচে নেমে যেত। এর মধ্যে ছিল একদল উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৪) অতঃপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটা রক্তের নদীর কিনারে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ও নদীর কিনারে একজন দাঁড়িয়ে। যার সামনে রয়েছে একটি পাথরের খণ্ড। অতঃপর নদীর মধ্যের লোকটি যখনই তীরে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখনই তীরে দাঁড়ানো

৩. *মুসলিম হা/৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭-২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*
৪. *বুখারী হা/৫১; মিশকাত হা/৫১২৬।*
৫. *মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/৫৩৪১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
৭. *ত্বাবারাণী; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৩১।*

লোকটি তার চেহারা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে লোকটি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে সে পূর্বে ছিল। এভাবে যখনই লোকটি তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই কিনারে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি বললাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

... অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা দিল যে, (১) প্রথম ব্যক্তি যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল, ওটা হ'ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হ'ত। এমনকি তা সর্বত্র পৌঁছে যেত। ফলে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (২) যে ব্যক্তির মাথা পাথর ছুঁড়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ'ল সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও সে অনুযায়ী আমল করত না। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (৩) আগুনের চুলার গর্তে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল যেনাকার। আর (৪) রক্তের নদীর মধ্যে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল সূদখোর'। ... আর আমি হ'লাম জিবরীল এবং ইনি হ'লেন মীকাঈল'।[৮]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার অবাধ্য (অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী) সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও নিয়মিত মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৯] 'তাদেরকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করানো হবে'।[১০]

৩. ছগীরা গোনাহ সমূহ পরিত্যাগ করা :

ছগীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটা করলে তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কেননা ছগীরা গোনাহ মানুষকে কবীরা গোনাহের দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে, নেশাকর বস্তু বিষয়ে এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিষয়ে এক পা বাড়ালেই তা চুম্বকের মত মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসবের সামান্যতম সুড়সুড়ি পেলেই ওটাকে শয়তানী ধোঁকা মনে করে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম* বলে ছুটে পালাতে হবে। যুক্তি-তর্কের কবলে পড়লেই শয়তানের ফাঁদে আটকে যেতে হবে। অতএব খালেছ তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে ও সকল ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে সঁপে দিতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দার কোন অমঙ্গল করেন না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/৩)*।

মনে রাখতে হবে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। বলা হয়ে থাকে, لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار 'ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা ছগীরা থাকে না এবং তওবা করলে আর কবীরা থাকে না'। কবি ইবনুল মু'তায বলেন, لاَ تُحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً + إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى 'ছোট গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। নিশ্চয়ই পাহাড় গড়ে কংকর দ্বারা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছে'[১১] হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ '(হে লোকসকল!) তোমরা এমনামন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম'।[১২]

৪. সর্বদা কবর ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করা :

(ক) হযরত ওছমান গণী (রাঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে আপনি কাঁদেন না। অথচ এ থেকে কাঁদেন। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ- قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صـــ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ 'নিশ্চয়ই কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তীগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে এর পরেরগুলি অধিকতর কঠিন হবে'। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখিনি'।[১৩]

---

৮. *বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়।*
৯. *দারেমী, ছহীহাহ হা/৬৭৩; মিশকাত হা/৩৬৫৩ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।*
১০. *তিরমিযী হা/১৮৬২; মিশকাত হা/৩৬৪৩-৪৪।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৫৬।*
১২. *বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।*

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো'।[১৪]

(গ) আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا- ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ওটা (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে না। আর এটি তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত'। 'অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের সেখান থেকে উদ্ধার করব এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে রেখে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জাহান্নামের উপর পুলছিলাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমিই রাসূলগণের মধ্যে প্রথম যিনি তার উম্মতকে নিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করবেন। আর সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কথা বলবেন না। তারা কেবল বলবেন, হে আল্লাহ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সা'দান কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের আংটাসমূহ থাকবে। সেগুলি যে কত বড় বড় তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। ঐ আংটাগুলি মানুষকে ধরে নিবে তাদের আমল অনুযায়ী। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে, কেউ শাস্তিতে পিষ্ট হবে। অতঃপর মুক্তি পাবে'।[১৫] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ জাহান্নামের কিনারায় আসবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। কেউ চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের গতিতে বেরিয়ে যাবে। কেউ ঘোড়দৌড়ের গতিতে, কেউ সাধারণ আরোহীর গতিতে। কেউ পায়ে চলার গতিতে অতিক্রম করবে'।[১৬]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা খারেজী নেতা নাফে' বিন আযরাক্বকে বলেন, আমি ও তুমি অবশ্যই পুলছিরাতে হাযির হব। অতঃপর আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে নাজাত দিবেন। কিন্তু তুমি! আমি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিবেন। কেননা তুমি এটা মিথ্যা মনে করে থাক *(কুরতুবী)*। মু'তা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার আগে কাঁদতে কাঁদতে অত্র আয়াতটি পাঠ করে বলেন, لا أدري أنجو منها أم لا؟ 'আমি জানি না পুলছিরাত থেকে আমি মুক্তি পাব কি-না' *(ইবনু কাছীর)*। অতএব হে মানুষ! মৃত্যু ও জাহান্নামকে ভয় করো।

৫. সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে'। 'সেই মহা দিবসে'? 'যেদিন সকল মানুষ জগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে'? *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)*। এই আয়াত পর্যন্ত এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি ক্রন্দন করতেন। অতঃপর কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্বলিত হাদীছ শুনাতেন। তাছাড়া তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাবধান করতেন *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক'। 'অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় আনছারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তি। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হ'ল বিচক্ষণ ব্যক্তি'।[১৭] এরপরেও সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা তাঁর রহমত ভিন্ন নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না।

উপরোক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করলে মুমিনগণ তাদের অন্তরজগতকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১৪. *তিরমিযী হা/২৩০৭; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬০৭ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃত্যু কামনা ও তার স্মরণ' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।*
১৬. *দারেমী হা/২৭০৬; তিরমিযী হা/৩১৫৯; ছহীহাহ হা/৩১১।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।*

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৮ম কিস্তি)

১৫. ইলম অর্জন করা :

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য আবশ্যক। দুনিয়াতে চলার জন্য ও ইবাদত করার জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। অপরপক্ষে দ্বীনের খেদমত করার জন্য এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কারণ একজন প্রকৃত আলেম একটি জাতি বা দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। আর কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং তার প্রমাণে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।[১৮] তিনি আরো বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হ'তে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞান) যা সে জানতো না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। মানুষ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ যারা জানে এবং যারা জানে না তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান'? *(যুমার ৩৯/৯)*। যে ব্যক্তি যত বেশী জানবে সে তত বেশী আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতে সচেষ্ট হবে এবং অহংকার করা থেকে দূরে থাকবে। সাথে সাথে প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহকে বেশী-বেশী ভয় করবে। এটাই একজন আলেমের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরক্রমশালী ক্ষমাশীল' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। তিনি আরো বলেন, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوْا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণও (সাক্ষ্য প্রদান করেন) তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*।

বর্তমানে অনেক আলেম ও সাধারণ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিতে চান না। এটা অতি পরিতাপের বিষয় বৈ কি? কেননা দ্বীনী ইলম না থাকলে, দ্বীনের খিদমতে এগিয়ে আসবে কিভাবে? এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ 'সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হ'তে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর যাতে তারা নিজ কওমকে (নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়' *(তওবাহ ৯/১২২)*। সেকারণ কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয'।[১৯]

ইলম অর্জন দ্বারাই ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

ইলম অর্জন করা কল্যাণ লাভের উপায়। আল্লাহ যার কল্যাণ চান সে ব্যক্তিই এ পথের পথিক হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনের ইলম দান করেন'।[২০]

ইলম অর্জন করলে জান্নাতে যাবার পথ সহজ হয়। আর যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন'।[২১] ইলম অর্জনের মাধ্যমে নবীগণের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'আলেমগণই হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না। নিশ্চয়ই তাঁরা ইলমের

* *লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১৮. *বুখারী পৃঃ ১৬।*

১৯. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪, সনদ ছহীহ।*

২০. *বুখারী হা/৭১।*

২১. *বুখারী, 'ইলম' অধ্যায় পৃঃ ১৬।*

উত্তরাধিকারী করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল'।[২২]

ইলম অর্জন করে অপরকে শিক্ষা দিলে, সে অনুযায়ী আমলকারী যে নেকী পাবে, শিক্ষাদাতাও অনুরূপ নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করল। কিন্তু আমলকারীর ছওয়াব থেকে একটুকুও কমানো হবে না'।[২৩]

জ্ঞান অর্জনকারীর উপর আল্লাহ রহম করেন। আর ফেরেশতাগণ, আসমান যমীনের অধিবাসীগণ, পিপিলিকা এমনকি সমুদ্রের মাছও দো'আ করতে থাকে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

আবু উমাম বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। তাদের একজন আলেম, অপরজন আবেদ। তখন তিনি বললেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঐরূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান যমীনের অধিবাসী, এমনকি পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে'।[২৪]

দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়ে গেলে মৃত্যুর পরেও তার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল ব্যতিক্রম (অর্থাৎ ঐ আমলগুলির ছওয়াব মরণের পরেও পেতে থাকবে)। ঐ তিনটি আমল হ'ল প্রবাহমান দান-ছাদাক্বা, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[২৫] অতএব সবার উচিত সন্তান-সন্ততিদের ছোট থেকেই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। দ্বীনী ইলম শিক্ষা লাভ না করলে পৃথিবী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ফলে মানুষ দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞদের নিকট থেকে ফৎওয়া নিয়ে গোমরাহ হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নেন না। বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। তখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে, তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না জেনে ফৎওয়া প্রদান করবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[২৬]

১৬. বিনয় ও নম্র হওয়া :

বিনয়ী ব্যক্তিকে সবাই ভালবাসে। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে। সুতরাং আমাদের সবার উচিত বিনয়ী ও নম্র হওয়া। আর শালীনতা বজায় রেখে কথা বলা। প্রয়োজন হ'লে উত্তম কথা বলা নচেৎ বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرِضُوْنَ 'আর যখন আমরা বাণী ইসরাঈল হ'তে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়, অনাথ ও মিসকীনদের সঙ্গে (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং ছালাত প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; তৎপর তোমাদের মধ্যে হ'তে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। কাফির ব্যক্তি হ'লেও তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলা প্রয়োজন, যাতে তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ দেখে

২২. *আবু দাউদ হা/৩১৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; তিরমিযী হা/২৬০৬; সনদ ছহীহ।*
২৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪০, হাসান।*
২৪. *ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২১৩, হাদীছটির শাহেদ সুনানে ইবনু মাজাহ হা/২২৩, সনদ ছহীহ।*
২৫. *মুসলিম হা/১৬৩১।*
২৬. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।*

ইসলামে প্রবেশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى– 'তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্ব-হা ২০/৪৩-৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ 'তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি বিনম্র হও' *(শু'আরা ২১৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'তুমি মুমিনদের প্রতি বিনম্র হও' *(হিজর ৮৮)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ 'আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছ। অন্যথা যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হ'তে তাহ'লে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

ভাল কথা ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শত্রুর মন জয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ 'ভাল এবং মন্দ সমান হ'তে পারে না। অতএব মন্দকে উত্তম (ব্যবহার) দ্বারা প্রতিহত কর। ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা রয়েছে, (অচিরেই) সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। বিনম্র ব্যবহার ও ভদ্র আচরণ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ. قَالَ وَعَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ. قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا، قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِى فِيْهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِىَّ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা একদল ইহুদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আস-সামু আলাইকা! তোমার মরণ হোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত ও গযব পড়ুক। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! থামো। নম্রতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। রূঢ় ও অশালীনতা বর্জন করো। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তারা যা বলেছে তা কি আপনি শুনেননি? তিনি বললেন, আমি যা বললাম, তুমি কি তা শুননি? কথাটি তাদের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্র কাছে) আমার কথাই কবুল হবে আর আমার সম্পর্কে তাদের কথা কবুল হবে না'।[২৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَامُوْا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُزْرِمُوْهُ. ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা উঠে তার দিকে গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার পেশাব করায় বাধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন।[২৮]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ. فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِىْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ حِيْنَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِىْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِى فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক ও সমাজের দুষ্ট সন্তান। এরপর সে যখন এসে বসল, তখন নবী করীম (ছাঃ) আনন্দ সহকারে তার সাথে কথা বললেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার ব্যাপারে এমন বললেন, পরে তার সাথে আনন্দ চিত্তে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখন আমাকে অশালীন দেখেছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি, যার খারাপ ব্যবহারের কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে'।[২৯]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তিকে যেমন আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, তেমনি সমাজের সকল মানুষও তাকে পসন্দ করে ও ভালবাসে। তাই পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছাত্র-শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, সকল

২৭. *বুখারী হা/৬৪০১; মিশকাত হা/৪৬৩৮।*
২৮. *বুখারী হা/৬০২৫;* মিশকাত হা/৪৯২।
২৯. *বুখারী হা/৬০৩২;* মিশকাত হা/৪৮২৯।

মুসলমান, এমনকি অমুসলিমদের সাথেও নম্র ব্যবহার করতে হবে। যাতে অমুসলিমরা মুসলিমদের আচার-ব্যবহার দেখে ইসলাম গ্রহণ করে। বিশেষ করে হকের পথের দাঈদের অবশ্যই বিনয়ী হ'তে হবে। নচেৎ মানুষ তার পাশ থেকে দূরে সরে যাবে।

১৭. সত্যবাদী হওয়া :

সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের পথে এবং কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। তাই মিথ্যা কথা বলা ও প্রচার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো' *(তাওবা ৯/১১৯)*। সত্য কথা জান্নাতের পথে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা কথা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

'সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে ছিদ্দীকের মর্যাদা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য হয়'।[৩০]

মিথ্যাবাদীকে মুনাফিক বলা হয়। তাকে কেউ ভালবাসে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, সে ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার কাছে আমানত রাখা হ'লে তাতে খিয়ানত করে'।[৩১] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দু'জন লোককে দেখলাম। তারা বলল, আপনি যে লোকটির গাল চিরে ফেলতে দেখলেন, সে বড়ই মিথ্যাচারী। সে এমন মিথ্যা বলত যে, দুনিয়ার সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ত। ফলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে এ রকম ব্যবহার চলতে থাকবে'।[৩২]

১৮. ধৈর্যধারণ করা :

কোন বিপদ-আপদ বা মুছীবতে পতিত হ'লে প্রত্যেকের উচিত হবে ধৈর্যধারণ করা। এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন সকল নবী-রাসূল। মুমিনদেরকে নবী-রাসূলগণের গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, দৃঢ়তা প্রদর্শন কর, নিজেদের প্রতিরক্ষা কল্পে পারস্পরিক বন্ধন মযবূত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। পার্থিব জীবনের সকল রোগ-শোক, দুঃখ-যাতনা, বিপদাপদ, ফল-ফসলের ক্ষতি, সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল-শস্যের অভাবের কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করব এবং ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের মহান আল্লাহ মহা পুরস্কার দিবেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অগনিত দেওয়া হয়ে থাকে' *(যুমার ৩৯/১০)*। তিনি আরো বলেন, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ 'আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে দেয়, তা অবশ্যই দৃঢ়চিত্ততার কাজ' *(শূরা ৪৩)*। মানব জাতি আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তোমার পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তাতে নিজেও অবিচল থাক' *(ত্ব-হা ২০/১৩২)*।

মানুষকে সকল পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহ'লে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভ করতে পারবে। আর আল্লাহ্র ফায়ছালা মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ 'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য ধৈর্যধারণ কর' *(দাহর ৭৬/২৪)*। নবী-রাসূলগণের জীবনীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা কতই না বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। এর পরেও তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوْا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্যে (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াহুড়া করো না' *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*।

৩০. *বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।*
৩১. *বুখারী হা/৬০৯৫।*
৩২. *বুখারী হা/৬০৯৬।*

আর বড় বিপদেই রয়েছে বড় পুরস্কার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ 'অবশ্যই (বান্দার) বড় বিপদে বড় প্রতিদান রয়েছে। আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসলে তাকে পরীক্ষা করেন (বিভিন্ন প্রকার অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ দিয়ে)। যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লে তার জন্য সন্তোষ। অপরপক্ষে সে যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহ'লে তার জন্য অসন্তোষ'।[১৬]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ نَفِدَ كُلُّ شَىْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ لاَ أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আনছারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সাহায্য চাইল। তাদের যে যা চাইল, তিনি তাই দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাতে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্যই যে নিজেকে চাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হ'তে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশী প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদেরকে দান করা হবে না'।[১৭]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ– 'মুমিন ব্যক্তির কাজ-কর্ম অবলোকন করলে খুব আশ্চর্য লাগে। কেননা তার সমস্ত কাজ তার জন্য কল্যাণকর। আর এটি হয়ে থাকে শুধু মুমিনদের জন্য, অন্যের জন্য নয়। যখন সে কল্যাণকর কিছু লাভ করে তখন সে (আল্লাহ্র) শুকরিয়া আদায় করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন কোন বিপদে পতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে। সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[১৮]

[চলবে]

১৬. *তরমিযী হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; সিলসিলাহ ছহীহা হা/১৪৬; মিশকাত হা/১৫৬৬।*

১৭. *বুখারী হা/৬৪৭০।*

১৮. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু :
১০ ডিসেম্বর ২০১৩।
ভর্তি পরীক্ষা :
০৫ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ১০টা।

আমাদের সাফল্য :
২০১০ সালে বৃত্তি সহ শতভাগ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ
২০১১ সালে এ প্লাস সহ শতভাগ পাশ
২০১২ সালে শতভাগ এ প্লাস

বিস্তারিত জানতে :
০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭১৬-৪৭৬৪৩২
০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- ক্লাসের পর কোচিং এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম' এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত করণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

ইবাদত সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

(ক) অহি-র বিধানের অনুসরণই আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের একমাত্র মাধ্যম : মানব জাতি বিভিন্নভাবে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় ব্যস্ত। কেউ মূর্তি পূজার মাধ্যমে, কেউ কবর পূজার মাধ্যমে, কেউ পীর পূজার মাধ্যমে, আবার কেউবা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে সচেষ্ট। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর নাযিলকৃত বিধানের যথাযথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ প্রত্যেকটি ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সম্পাদন করবে। আর এর মাধ্যমেই কেবল তাঁর নৈকট্য হাছিল করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

'হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(আহযাব ৩৩/১-২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ 'তুমি তার অনুসরণ কর, যা তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক' *(আন'আম ৬/১০৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(জাছিয়া ৪৫/১৮)*।

অতএব একমাত্র অহি-র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। অহি-র বিধান বহির্ভূত আমল করলে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ 'এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

(খ) কুরআনের অনুসরণ যেমন অপরিহার্য হাদীছের অনুসরণ তেমনি অপরিহার্য : কুরআন ও ছহীহ হাদীছ উভয়টিই আল্লাহ্র অহী যা একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনটিকে বাদ দেওয়া বা হালকা মনে করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, মুসলমান নামধারী একদল লোক বলে থাকে যে, হাদীছের অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু কুরআনের অনুসরণই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই এরূপ ভ্রান্ত আক্বীদার মানুষের আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেন, لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِى مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব, আমরা তারই অনুসরণ করব'।[৩৩]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যকার একদল লোক হাদীছকে অগ্রাহ্য করবে এবং নিজেদেরকে শুধু কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করবে। এর অন্তর্নিহিত কারণও উক্ত হাদীছে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঐসব লোকেরা হবে বিলাসী ও দুনিয়াদার। এরা হাদীছে বর্ণিত ইসলামের বিস্তারিত আদেশ ও নিষেধের পাবন্দী হ'তে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বহাল রাখার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। অথচ হাদীছের অনুসরণ করা অপরিহার্য। কেননা-

(১) 'হাদীছ' সরাসরি আল্লাহ্র 'অহী' : কুরআন 'অহীয়ে মাত্লু' যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ 'অহীয়ে গায়ের মাত্লু' যা তেলাওয়াত করা হয় না। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে 'অহী' করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا 'আল্লাহ তোমার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তুমি জানতে না।

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী; সনদ ছহীহ, মিশকাত, আলবানী হা/১৬২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৫৪ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

আপনার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِه يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ...-

'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ'।[৩৪]

অত্র হাদীছে বর্ণিত কুরআন হ'ল প্রকাশ্য অহি এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ'ল হাদীছ, যা অপ্রকাশ্য অহি।[৩৫] এছাড়াও জিব্রীল (আঃ) সরাসরি নেমে এসে মানুষের বেশে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।[৩৬]

(২) হাদীছের বিরোধিতা করা কুফরী : আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ 'তুমি বলে দাও যে, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে), আল্লাহ কখনোই কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

(৩) হাদীছের অনুসরণ অর্থ আল্লাহ্র অনুসরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আমরা তাদের উপরে তোমাকে পাহারাদার হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

(৪) হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 'তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ না করবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

(৫) হাদীছের বিরোধিতা করার কোন এখতিয়ার মুমিনের নেই : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا 'কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

(৬) হাদীছের বিরোধিতায় জাহান্নাম অবধারিত : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল। সেখানে সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(জিন্ন ৭২/২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হ'ল অসম্মত'।[৩৭]

(৭) হাদীছের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালীন জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ২৪/৬৩)।

(৮) হাদীছ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের

৩৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৩।
৩৫. ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, দিফা' আনিস সুন্নাহ (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১৪০৯/১৯৮৯) পৃ: ১৫।
৩৬. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮, মিশকাত হা/২।
৩৭. বুখারী হা/৭২৮০, মিশকাত হা/১৪৩, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধারা' অধ্যায়।

নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছামত কুরআনের ব্যাখ্যা করার অধিকার খর্ব হয়েছে। যদি কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীছে না আসত, তাহ'লে মানুষ কুরআনের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করতে পারত, যেভাবে ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতেরা তাওরাত-ইঞ্জীলের ব্যাখ্যা করেছে। তারা কেবল অপব্যাখ্যাই করেনি বরং মূল তাওরাত-ইঞ্জীলের মধ্যে শব্দ ও বাক্য সংযোজন ও বিয়োজন করে উক্ত এলাহী গ্রন্থদ্বয়কে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। ফলে ইহুদী-নাছারাগণ মূল তাওরাত-ইঞ্জীল থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের ধর্মযাজকদের তাক্বলীদ করছে। ইসলামকেও যাতে অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য আলেম নামধারী স্বার্থদুষ্ট কিছু দুনিয়াদার লোক হাদীছকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার পথে প্রধান অন্তরায় বিবেচনা করে হাদীছের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ ষড়যন্ত্র চলে আসছে, যা আজও অব্যাহত আছে। আল্লাহ ইসলামকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

সম্মানিত মুসলিম ভাই! হাদীছ যে কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ; এর কতিপয় উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল যা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবে ইনশাআল্লাহ।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 'আর তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ছালাত আদায়ের পদ্ধতি কি হবে? কোন ওয়াক্তের ছালাত কত রাক'আত আদায় করতে হবে? কোথায় হাত রেখে রুকূ করতে হবে? অনুরূপভাবে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব কতটুকু এবং কি পরিমাণ যাকাত, কখন দিতে হবে? এর কিছুই কুরআনে বর্ণিত হয়নি। এগুলো জানতে হ'লে হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন- হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একসময় নবী (ছাঃ) মসজিদে তাশরীফ আনলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর সে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় কর, কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। লোকটি পুনরায় ছালাত আদায় করে এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় কর, কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল। অতঃপর লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি এর চেয়ে সুন্দর ছালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا-

'যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে তোমার পক্ষে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়বে। অতঃপর রুকূতে যাবে এবং ধীর-স্থিরভাবে রুকূ করবে। অতঃপর রুকূ হ'তে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীর-স্থিরভাবে সিজদাহ করবে। অতঃপর সিজদাহ হ'তে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদাহ করবে। অতঃপর পূর্ণ ছালাত এভাবে আদায় করবে'।[৩৮]

কি পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে যাকাত ফরয হবে এবং তাকে কি পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে? এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ-

'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে, তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে'।[৩৯]

রৌপ্যের নিছাব উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ 'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই'।[৪০]

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 'পাঁচ ওয়াসাক্ব-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই'।[৪১]

---

৩৮. বুখারী হা/৭৯৩; মুসলিম হা/৩৯৭।
৩৯. আবূদাউদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।
৪০. বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।
৪১. বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, ঐ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১২০ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।

অতএব বুঝা গেল, হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত ও যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত بِظُلْمٍ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে সকল প্রকার যুলুম বুঝেছিলেন। সেটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। এজন্য এ আয়াতটির মর্ম তাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলে তারা বলেছিলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার নফসের উপর যুলুম করে না? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা যে যুলুমের কথা ভাবছ সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং ওটা হচ্ছে শিরক। তোমরা কি লোকমান তার সন্তানকে উপদেশ স্বরূপ যা বলেছিলেন তা শুননি যে, 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম' *(লোকমান ১৩)*।[৪২]

হে মুসলিম ভাই! লক্ষ্য করুন, ছাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত بِظُلْمٍ শব্দের অর্থ ভুল বুঝেছিলেন। যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তাদের ভুল শুধরিয়ে না দিতেন এবং বুঝিয়ে না দিতেন যে, আয়াতে উল্লিখিত ظلم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য, তাহ'লে আমরাও তাদের ভুলের অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকনির্দেশনামূলক হাদীছ দ্বারা আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করেছেন।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত' *(মায়েদা ৩)*। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসরণ না করি তাহ'লে মৃত মাছ ও কলিজা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, فَأَمَّا : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ 'দু'প্রকারের মৃত জন্তু এবং দু'প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হ'ল টিড্ডি ও মাছ। আর দু'প্রকারের রক্ত হ'ল কলিজা ও প্লীহা'।[৪৩]

অতএব ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ সহ ইবাদতের সকল বিষয়েই এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যার সমাধান হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়।

(গ) যাবতীয় ইবাদত কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে সীমাবদ্ধ : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেমন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাঁর ইবাদতের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। অতএব প্রত্যেকটি ইবাদত একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ছালাত ফরয করেছেন। সাথে সাথে ছালাতের পরিমাণ, সময় ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ছালাতের এই নির্দিষ্ট পরিমাণ, সময় ও পদ্ধতির অনুসরণ না করলে ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ছিয়াম ফরয করেছেন এবং তার জন্য রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রমাযান মাসের এই ফরয ছিয়ামকে শারঈ ওযর ব্যতীত অন্য কোন মাসে আদায় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সাথে সাথে হজ্জের সময় ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের সময়কে উপেক্ষা করে অন্য কোন সময়ে হজ্জ সম্পাদন করলে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে হজ্জ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। অন্যথা সে ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। বরং তা বিদ'আতে পরিণত হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে স্থির থাক এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারাও স্থির থাকুক এবং সীমালংঘন কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা' *(হূদ ১১/১১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[৪৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৪৫] অতএব যতটুকু ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ততটুকুই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যত

৪২. বুখারী হা/৪৬২৯, ৪৭৭৬, ৬৯১৮, ৬৯৩৭; মুসলিম হা/ ১২৪, 'ঈমান' অধ্যায়।
৪৩. মিশকাত হা/৪২৩২; সিলসিলা ছহীহা হা/১১১৮।
৪৪. মুসলিম হা/১৭১৮।
৪৫. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।

ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয়।

(ঘ) ইবাদতকে শরী'আত বহির্ভূত কোন সময় ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করা জায়েয নয় : ইসলামী শরী'আত যে স্থান ও সময়কে যে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে সে স্থান ও সময়কে কেবল সে ইবাদতের জন্যই খাছ করতে হবে। যেমন ইসলামী শরী'আত কর্তৃক হজ্জের যে স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হয়েছে তা কেবল সে স্থান ও সময়েই সম্পাদন করতে হবে। শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম সে মাসেই আদায় করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী শরী'আত যে স্থান ও সময়কে কোন ইবাদতের জন্য খাছ করেনি, সে সকল স্থান ও সময়কে কোন ইবাদতের জন্য খাছ করা যাবে না। খাছ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। যেমন জুম'আর দিনকে বিশেষ ফযীলতের দিন মনে করে ছিয়াম পালন করা, মধ্য শা'বানের দিন ও রাতকে ছালাত ও ছিয়ামের জন্য খাছ করা, ২৭শে রজবকে মি'রাজের রাত মনে করে কোন ইবাদতের জন্য খাছ করা, কারো মৃত্যুর পরে চল্লিশা, কুলখানি, চেহলাম পালন করা ইত্যাদি জায়েয নয়। কেননা ইসলামী শরী'আত উল্লিখিত দিনগুলিকে বিশেষ কোন ইবাদতের জন্য খাছ করেনি।

(ঙ) দলীল বিহীন ইবাদত নিষিদ্ধ : কোন কাজ তখনই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে যখন তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হবে। দুঃখের বিষয় হ'ল, যখনই মানুষের কোন আমল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়, তখনই সে উক্ত আমলকে বলবৎ রাখার জন্য বলে উঠে, এই আমলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথায় নিষেধ করা হয়েছে?

এই সূত্র প্রয়োগ করলে তো কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অনেক বিধান জারী করা সম্ভব। যেমন- আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। আমি যদি মনে করি যে, ছালাত আদায় করা তো ভাল কাজ। এখন থেকে সকাল ১০ টার দিকে আরো এক ওয়াক্ত ছালাত বৃদ্ধি করা হোক। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন স্থানে বলা হয়নি যে, ৬ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা যাবে না। অনুরূপভাবে আমাদের উপর মাগরিবের ছালাত ৩ রাক'আত ফরয। যেহেতু ছালাত ভাল কাজ সেহেতু মাগরিবের ছালাত ৪ রাক'আত আদায় করব। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, মাগরিবের ছালাত ৪ রাক'আত আদায় করা যাবে না।

একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তা পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। অতএব দ্বীন-ইসলাম যেহেতু আল্লাহ্র বিধান দ্বারা পরিপূর্ণ, সেহেতু প্রত্যেকটি ইবাদত অবশ্যই তাঁর বিধান দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং যে সকল কাজ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় তা যত ভাল কাজই মনে হোক না কেন তা কখনোই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা অবশ্যই বর্জনীয়।

(চ) শরী'আত সম্মত আমলই কেবল ভাল আমল হিসাবে গণ্য : আমলের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হবে একমাত্র শরী'আতের ভিত্তিতে। ইসলামী শরী'আত যে আমলকে ভাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছে, কেবলমাত্র সেটাই ভাল আমল বলে গণ্য হবে। আর ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী সকল আমল মন্দ আমল হিসাবে পরিগণিত হবে। যদিও মানুষের বিবেকে তা ভাল আমল হিসাবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً- الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا 'তুমি বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একজন ভাল আমলকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তা মানুষের দৃষ্টিতে ভাল আমল হিসাবে বিবেচিত হ'লেও ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ভাল নয়। অতএব কোন কাজ সৎকর্ম হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি : (ক) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হওয়া। (খ) কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী হওয়া। (গ) বিদ'আত মুক্ত হওয়া। বস্তুত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যা দ্বীন বলে গৃহীত ছিল কেবলমাত্র সেটাই দ্বীন। পরবর্তীকালে ধর্মের নামে আবিষ্কৃত কোন রীতি-নীতিকে দ্বীন বলা হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। তাতে কম-বেশী করার এখতিয়ার কারো নেই।

(ছ) ইসলামের কোন বিধান যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হবে না : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির নিকটে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত নাযিল করেছেন। অতএব একমাত্র অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই ইসলামের চূড়ান্ত বিধান। পক্ষান্তরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত কথিত যঈফ ও জাল হাদীছ ইসলামের বিধান নয়। কেননা কথিত যঈফ ও জাল হাদীছ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত

বানোয়াট মিথ্যা বর্ণনা বৈ কিছুই নয়; যার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৪৬]

আমরা অনেকেই বলে থাকি যে, হাদীছ কখনো যঈফ ও জাল হয় না। একথা সঠিক যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ কখনো যঈফ ও জাল হয় না। বরং যেসব কথা ও কর্ম রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়; অথচ তা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তাই মূলতঃ যঈফ ও জাল হাদীছ হিসাবে প্রমাণিত। আর এরূপ যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণনা করাই রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা, যার পরিণাম জাহান্নাম।

(জ) সুন্নাত পরিপন্থী আমলকে সর্বদা অস্বীকৃতি জানানো অপরিহার্য : মুমিন ব্যক্তি কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী আমলকে নিঃশর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

'মুমিনদের উক্তি তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(জাছিয়া ৪৫/১৮)*।

ছাহাবায়ে কেরাম অহি-র বিধান মানার ব্যাপারে যেমন কঠোর ছিলেন। অহি-র বিধান বহির্ভূত আমলের বিরুদ্ধে তেমনি কঠোর ছিলেন। যেমন- মু'আবিয়া (রাঃ) যখন হজ্জ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসলেন। তখন তাঁর সাথে কিছু গম এসেছিল। তিনি দেখলেন যে, সিরিয়া থেকে আসা অর্ধ ছা' গমের মূল্য মদীনার এক ছা' খেজুরের মূল্যের সমান হয়। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর ইজতিহাদী রায় প্রকাশ করলেন যে, কেউ গম দ্বারা ফেৎরা আদায় করলে অর্ধ ছা' দিতে পারে। সাথে সাথে বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ 'আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন তা (অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা) কখনোই আদায় করব না। বরং (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায়) আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব'।[৪৭]

সুন্নাত ও বিদ'আতকে জানা অপরিহার্য

মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে তার বাস্তব রূপ মুহাম্মাদ (ছাঃ) দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই সঠিকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা ওয়াজিব। সাথে সাথে তাঁর সুন্নাতকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানাও ওয়াজিব। যেমনভাবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাকে ধ্বংসকারী শিরক সম্পর্কে জানা ওয়াজিব। কেননা শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে জানা না থাকলে সে কখন কিভাবে শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তা উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে এবং এছাড়া অন্যান্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিলেন এজন্য যে, যাতে তোমরা সাবধান হও' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে তাঁর সরল-সঠিক পথ তথা সুন্নাতের পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাকে ধ্বংসকারী পথ তথা বিদ'আতের পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ 'আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

---

৪৬. বুখারী হা/১২৯১, 'জানাযা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/২৭ পৃঃ; মুসলিম হা/৪।

৪৭. বুখারী হা/১৫০৮; মুসলিম হা/৯৮৫।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ‘যারা ত্বাগূতের পূজা হ’তে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও’ *(যুমার ৩৯/১৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ‘যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ (মুসলমানদের জন্য) হারাম এবং তার প্রতিদান আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে’।[১৬]

উল্লিখিত দলীল সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম দু’টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হ’ল, (ক) একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা। (খ) একমাত্র অহি-র বিধান অনুযায়ী ইবাদত করা। অতএব আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা যেমন ওয়াজিব, সাথে সাথে অহি-র বিধান বহির্ভূত ইবাদত বর্জন করা তেমনি ওয়াজিব। আর এজন্যই ছাহাবায়ে কেরাম তা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন- হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, ‘লোকেরা নবী (ছাঃ)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম; এই ভয়ে যে, আমাকে যেন ঐ সকল অকল্যাণ পেয়ে না বসে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জাহেলিয়্যাতে অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পরে আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অকল্যাণের পরে কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তা হবে ধূমায়িত (মন্দ মেশানো)। আমি বললাম, ধূমায়িত (মন্দ মেশানো) কি? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার সুন্নাত ত্যাগ করে অন্য পথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কল্যাণের পরে কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহ’লে আপনি আমাকে কি করার আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন তুমি তাদের সকল দল-উপদলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হ’লেও তোমার দ্বীনের উপর অটল থাকবে’।[১৭]

[চলবে]

১৬. *মুসলিম হা/২৩।*

১৭. *বুখারী হা/৩৬০৬, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশান্স) ৩/৫০৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, থানা শাহমখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫ ০১৭২৬-৩১৪৪৪১।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর যাত্রা শুরু হয়। দেশে প্রচলিত মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে নতুন ধারার সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান আমাদের লক্ষ্য। শুধুমাত্র ভাল ফলাফলই নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের কাম্য।

১ম শ্রেণী হ’তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ হ’তে ১ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ০২ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানুবিয়া (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ।
- প্রতি বৎসর দাখিল এবং আলিম শ্রেণীর পাশের হার জিপিএ-৫ সহ ১০০%।
- পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রাপ্তি।
- শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য মেধাবী ছাত্রদের উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশ।
- রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আকাঙ্ক্ষা : গুরুত্ব ও ফযীলত

*রফীক আহমাদ**

প্রাথমিক কথা :

পৃথিবীতে যেকোন বস্তুর একটা সুনির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। এগুলো সৃষ্টির অন্তরালে মহান স্রষ্টার সদিচ্ছা ও সদুদ্দেশ্য বিরাজমান। অতঃপর এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় নিঃসন্দেহে তাঁর একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সবকিছুর অধিপতি, বাদশাহ, রাজা, মহাধিরাজ, তাঁর কোন শরীক নেই, মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সৌন্দর্য, অবস্থান, জ্ঞান, ক্ষমতা ও মহানুভবতার কোন সীমারেখা নেই। এগুলো সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত ব্যাপার। তবে চিন্তা-ভাবনা, অধ্যবসায় ও গবেষণা বহির্ভূত নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য বা সমস্যার সমাধানকল্পে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতির আবির্ভাব। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আজকের এই জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য সৃষ্টির প্রাক্কালেই তিনি তাঁর অসীম ও মহা জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে মানুষকে সামান্য দান করেন। এই সামান্য জ্ঞানের প্রাচুর্য নিয়েই মানুষ তার অস্থায়ী আবাসভূমি এ নশ্বর পৃথিবীতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন। কিন্তু মহাক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞান ও মহানিদর্শনের সামনে এগুলো কত তুচ্ছ ও নগণ্য তা বর্তমান বিজ্ঞানীরাই (পরোক্ষভাবে) নিঃসঙ্কোচে তাঁদের আবিষ্কারের মাধ্যমে বলে দিচ্ছেন। সৃষ্টির বিরাটত্বের বর্ণনায় বা গবেষণায় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার যে নগন্য তা আজ পরিষ্কার। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের উপগ্রহ মাত্র, সেই সূর্যের মত শত-সহস্র কোটি নক্ষত্র নিয়ে যে আলাদা একটা পরিপূর্ণ জগৎ রয়েছে যাকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ তা আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সুস্পষ্ট। এই ছায়াপথের বিরাটত্বের তুলনায় আমাদের এ পৃথিবী নয় বরং সৌরজগৎই একটা বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মহান স্রষ্টা আল্লাহ বা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে এগুলো প্রাকৃতিক (Natural) ব্যাপার বলে বিবেচিত বা পরিগণিত। তাই এগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের আলোচনা ছাড়াই এদের বিরাটত্বের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপই উপরোক্ত গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের অবস্থান, সন্ধান ও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ঐ ছায়াপথের অস্তিত্ব, অসীম জ্ঞানবান আল্লাহ্‌র আকাঙ্ক্ষার অবর্ণনীয় ও সৃষ্টির তুলনায় উপরোল্লিখিত সৌরজগতের মতই একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু কিনা জানি না। তবে বিজ্ঞানীরা যাই বলুক তাদের আবিষ্কার ঈমানদার বা বিশ্বাসী বান্দাদের জন্যে বিস্ময়ের বিষয় নয়; বরং ঈমান বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আধ্যাত্মিক জগতে আকাঙ্ক্ষার স্থান সর্বউর্ধ্বে। এজন্য বিজ্ঞানীরা ছাড়াও অনেক পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবি, মনীষী, দিগ্বিজয়ী রাজা, মহারাজা, ধনকুবের, শিক্ষক-ছাত্র, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই আকাঙ্ক্ষার পেছনে ধাবমান। আকাঙ্ক্ষার সূচনা খুবই সহজ-সরল পদ্ধতিতে হ'লেও ক্রমশ তা জটিল হ'তে জটিলতর পর্যায়ে পরিণতি লাভ করে। কারণ এগুলোর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল। এটা একদিকে যেমন বাস্তব সত্য, সহজ-সরল, সুন্দর, সামাজিক, ধার্মিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক গুণভাণ্ডারে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি অবাস্তব, অস্বচ্ছ, মিথ্যা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, সীমালংঘন অপরাধজগতে পরিপূর্ণ। এটা মোটেও কোন নির্ভেজাল উপাদান নয়। তবে মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে এবং মহামূল্যবান আমলনামা সংরক্ষণে এর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার সঠিকত্ব নির্ণয়ে অদৃশ্য-অস্পৃশ্য জগতে সন্তরণের ভূমিকায় মহাব্রত গ্রহণ করতে হবে।

আকাঙ্খার পরিচয় :

আকাঙ্খার আরবী প্রতিশব্দ الرجاء (আর-রাজা)। আভিধানিক অর্থ আশা, প্রত্যাশা, কামনা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা; তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত কবুল এবং কৃত গোনাহের জন্য ক্ষমার প্রত্যাশা করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ 'হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে' *(ফাতির ৩৫/৫)*।

বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষার মর্মার্থ মনের ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, প্রত্যাশা ইত্যাদি।

আকাঙ্ক্ষার প্রকারভেদ :

আকাঙ্ক্ষা তিন প্রকার। দু'টি প্রশংসিত ও একটি ধিকৃত ধোঁকা। প্রথমটি হচ্ছে ব্যক্তির আশার সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য ও ছওয়াবের প্রত্যাশা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তির কৃত পাপ থেকে তওবা করা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা, অনুগ্রহ ও কৃপা কামনা করা। সুতরাং এ দু'টি হচ্ছে প্রশংসিত। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ব্যক্তির শিথিলতা ও পাপের উপরে থেকে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করা কোন সৎ আমল ব্যতিরেকে। এটাই প্রতারণা ও অলীক আশা-আকঙ্ক্ষা।

এছাড়া আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আরো কয়েকভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) ইহকালীন (২) পরকালীন ও (৩) উভয়কালীন আকাঙ্ক্ষা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

আশা-আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব :

আকাঙ্ক্ষা ইবাদতের রুকন সমূহের অন্যতম রুকন। ইবাদত মুহাব্বত, ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার উপরে ভিত্তিশীল। এটি অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে একটি বড় আমল। এ ব্যাপারে অনেক শারঈ দলীল রয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষীদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ 'তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হ'তে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তি কে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ' *(ইসরা ১৭/৫৭)*।

আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ 'যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই' *(আনকাবূত ২৯/৫)*। তিনি আরো বলেন, أُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তারাই আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ 'তোমার কেউ যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে'।[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ 'বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার নিকটে তেমন। সুতরাং সে আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা ধারণা করুক'।[৪৯]

আশা-আকাঙ্ক্ষা করা ওয়াজিব :

মুমিনের জন্য আল্লাহর নিকটে আশা-আকাঙ্ক্ষা করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বল, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ ও নিরাশ হয় আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ 'নিশ্চয়ই কাফির ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হ'তে নিরাশ হয় না' *(ইউসুফ ১২/৮৭)*।

হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ، هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى 'আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিখলেন। আর স্বীয় সত্তা সম্পর্কে লিখলেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপরে রক্ষিত আছে, 'আমার রহমত আমার গযবকে পরাভূত করেছে'।[৫০] তিনি আরো বলেন, جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِى الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 'আল্লাহ রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ প্রেরণ করেছেন। এ এক ভাগ পাওয়ার কারণেই সৃষ্টজগৎ পরস্পরের প্রতি দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা উঠিয়ে নেয় এই আশঙ্কায় যে, সে ব্যথা পাবে'।[৫১]

সুতরাং হতাশ ও নিরাশ না হয়ে মুমিনকে আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখতে হবে।

সৎ আমল ব্যতীত আশা-আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হয় না :

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, সৎ আমল ব্যতীত আশা-আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে সৎ আমল ছেড়ে দিয়ে পাপের উপরে অটল থেকে আল্লাহর রহমত কামনা করা যথার্থ প্রত্যাশা নয়। এটা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও প্রবঞ্চনা। বস্তুতঃ আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী; আমলে ছালেহের ক্ষেত্রে উদাসীন, পাপাচারীদের নিকটবর্তী নয়। সুতরাং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করতে হবে।

আশা-আকাঙ্ক্ষার সূচনা :

বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যাবতীয় আকাঙ্ক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ অগণিত আকাঙ্ক্ষার পিছনে ধাবমান। অবশ্য অতীতেও এর কোন প্রকারের কমতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে আকাঙ্ক্ষার আধিক্যও হচ্ছে বলে মনে হয়। যা হোক আকঙ্ক্ষাই আমাদের মানব জীবনের সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের একমাত্র উৎস বলা যায়। তাই এর রহস্যময় অনুকূল ও প্রতিকূল দিকসমূহের গন্তব্যস্থল এবং এর পরিণতিই আলোচ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত শিক্ষণীয় আহ্বান।

৪৮. *মুসলিম হা/২৮৭৭; মিশকাত হা/১৬০৫।*
৪৯. *দারেমী হা/২৭৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৩১৬।*
৫০. *বুখারী হা/৭৪০৪।*
৫১. *বুখারী হা/৬০০০।*

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহা আকাঙ্ক্ষা হ'তেই মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে তা উপস্থাপন করেন। অতঃপর তা বাস্তবায়িত করে তাঁর ফেরেশতাদেরকে আদম (আঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে সিজদা করার আদেশ দেন। ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। এ ঘটনায় আল্লাহ চরম অসন্তুষ্ট হয়ে ইবলীসকে 'শয়তান' নামে অভিহিত করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর শয়তান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র কাছে বলে যে, আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানেরাও একদিন ইবলীসের মতই আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করবে। আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সাবধান করে বলে দিলেন, ইবলীস তাঁর শত্রু। সুতরাং তিনি যেন ইবলীস হ'তে দূরে থাকেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইবলীস তার সুচতুর কৌশল দ্বারা একদিন আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্র আদেশ লংঘনে উদ্বুদ্ধ করল এবং তা করিয়েই ছাড়ল। এ ঘটনায় মহান আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লেন, তবে তাঁর (আদমের) আবেদনক্রমে ক্ষমা করে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন আরও অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার মোকাবিলা করার নিমিত্তে।

প্রশ্ন হ'ল, আকাঙ্ক্ষা একটি অদৃশ্য মহাব্যাপক প্ররোচনামূলক উপাদান। তাই এর গভীরতার শেষ প্রান্তে পৌঁছার পরিকল্পনা কোন প্রাণীর জন্যেই সমীচীন নয়। ইবলীস এ পথের অনুসরণ করতে গিয়েই অহংকারে ডুবে যায় এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার পরিণতি ভুলে যায়। অতঃপর অহংকার ও প্রতিহিংসার বশে মানব জাতিকে পর্যুদস্ত করার সংকল্প করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব প্রতিনিধির উপর অগাধ ও অকৃত্রিম ভালবাসার ঘোষণা দিয়ে শয়তানের মানব শরীরে প্রবেশ ও কিয়ামত অবধি জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা অনুমোদন করলেন। ফলে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দোষণীয় উপাদান যা মানুষের জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক, তা অনায়াসে স্থান পেয়ে গেল। ভাল ও মন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা একই হৃদয়ে অবস্থান করার অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যই অধিকাংশ মানুষ হতবিহ্বল ও সিদ্ধান্তহীনতায় হাবুডুবু খায়। তবে এ থেকে আত্মরক্ষা করার মত সুন্দর উপাদান ও জ্ঞান মানব হৃদয়ের গোপন কোটরে পরিব্যাপ্ত।

কিন্তু কথা হ'ল মহান আল্লাহ্র অসীম আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মানব সৃষ্টির তীব্র বিরোধিতায় ইবলীসের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার ভূমিকার বিষয়টিও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র অজানা ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে ইবলীসের এ আকাঙ্ক্ষা অংকুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট যাবতীয় ভাণ্ডারের মধ্যে সর্বনিম্নে অবস্থানরত নিকৃষ্টতম এক মূল্যহীন ভাণ্ডারের প্রতি ইবলীসের দৃষ্টি আকর্ষণ আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ আল্লাহ্র অগণিত মহামূল্যবান নে'মত ভাণ্ডার সমূহ সম্বন্ধে ইবলীস সবই জানতো এবং সেখানেই ছিল তার আবাসস্থল। অথচ মানুষ মাটি হ'তে তৈরী সেই প্রতিহিংসায় তার বিরোধিতার জন্য আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে নিকৃষ্ট ও চির অশান্তির ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। অতঃপর অনুতপ্ত না হয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে, অধিকাংশ মানুষই তার দলে যোগদান করবে। ইবলীসের এই সীমালংঘন আল্লাহ্র মহা অসন্তোষকে চিরস্থায়ী রূপ দান করল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিলেন, ইবলীস ও তার অনুসারীরা চির লাঞ্ছিত, তারা অনন্তকাল মহা শাস্তিযোগ্য জাহান্নামে বসবাস করবে।

পৃথিবীর বুকে যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করছে বা পরিচয় দিচ্ছে তারা অবশ্যই পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী। মানবজাতিকে জ্ঞানদান ও আত্মমর্যাদা দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর আকাঙ্ক্ষা হ'তে মানব সৃষ্টির বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এতদসঙ্গে ইবলীসের দুঃসাহসিক আকাঙ্ক্ষার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। নিম্নে সেগুলো সবিস্তার উপস্থাপন করা হ'ল। কুরআনের ধারক ও বাহক রাসূল (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, 'তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সেসব বস্তু সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, আপনি পবিত্র। আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমত ওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? আর সেসব বিষয় জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর। অতঃপর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথা তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর ইবলীস তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার

কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিল, অতঃপর আল্লাহপাক তাঁর প্রতি করুণা ভরে লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩০-৩৯)*।

মানব সৃষ্টির অপর এক বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা! এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেয়া হ'ল। সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তার পথে চলবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব। হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেও না। তাহ'লে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাঁদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাঁদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তাঁরা বৃক্ষ আস্বাদন করলেন, তখন তাঁদের লজ্জাস্থান তাঁদের সামনে খুলে গেল এবং তাঁরা নিজের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগলেন। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তাঁরা উভয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফলভোগ আছে। তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং তাক্বওয়ার পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, সেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(আ'রাফ ৭/১১-২৭)*।

মানব জাতিকে তার সৃষ্টি রহস্যের বিশদ বিরণ হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াসে সূরা হিজর-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে স্বীকৃত হ'ল না। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার কি হ'ল যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হ'তে স্বীকৃত হ'লে না? সে বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত এবং তোমার প্রতি ন্যায়বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব, আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। আল্লাহ বললেন, এটা আমার পর্যন্ত সোজা পথ। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে, তাদের সবার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে। নিশ্চয়ই

আল্লাহভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে' *(হিজর ১৫/২৮-৪৫)*।

আলোচ্য বিষয়কে আরও সহজবোধ্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলেন, 'স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? সে বলল, দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। আল্লাহ বললেন, চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি ভরপুর শাস্তি। তুই সত্যচুত্য করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই, আপনার পালকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৬১-৬৫)*।

ইবলীসের প্রকৃত পরিচয় সম্বলিত এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালেমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদলা' *(কাহফ ১৮/৫০)*।

মানব জাতিকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিরূপণে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে মহান স্রষ্টার উদাত্ত ও প্রেমময় আহ্বানের প্রতি আত্মসমর্পণের নির্ভুল পদক্ষেপ গ্রহণের সম্মানীয় প্রত্যাদেশ করা হয়। এখানে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল, সে অমান্য করল। অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহ'লে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। তোমাকে এই দেয়া হ'ল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে শুরু করে দিল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল। ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হ'লেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন, আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হ'লে' *(ত্বোয়া-হা ২০/১১৫-১২৫)*।

মানব জাতিকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে আল্লাহ তা'আলা বার বার তাঁর সৃষ্টির অভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁর অমূল্য মহাবাণীর বিশাল কলেবরে। এই বিস্ময়কর বর্ণনা অন্যত্র আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেন, 'যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো। অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সিজদায় নত হ'ল। কিন্তু ইবলীস, সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ তুই অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচারদিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেয়া হ'ল, সেদিন পর্যন্ত যা জানা। সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। আল্লাহ বললেন, তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি, তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। বল, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। এটা তো বিশ্বাসীর জন্যে এক উপদেশ মাত্র। তোমরা কিছুকাল পর এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে' *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৮৮)*।

[চলবে]

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[৫২]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[৫৩]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৫৪]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৫৫]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫৬]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৫৭]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৫৮]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৫৯]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম

---

৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।
৫৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
৫৪. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।
৫৫. বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
৫৬. মুসলিম হা/১১৩০।
৫৭. মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।
৫৮. মুসলিম হা/১১৩৪।
৫৯. বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৬০] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উলাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[৬১]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[৬২]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[৬৩]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[৬৪]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

---

৬০. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

৬১. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

৬২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

৬৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

৬৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

হক-এর পথে যত বাধা

(৮) ইমাম ছাহেব ছহীহ মুসলিমকে কাদিয়ানীদের হাদীছ বললেন!

আমার নাম মুহাম্মাদ আরমান ইমতিয়াজ। আমার জন্মস্থান জামালপুর যেলার বকশীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী এলাকা ধানুয়া জামালপুর ইউনিয়নের সাতানীপাড়া গ্রামে। বকশীগঞ্জ থানার প্রায় ৯৫% ভাগই মুসলিম। বাকী ২% হিন্দু এবং ৩% খৃষ্টান ধর্মালম্বী (গারো উপজাতি)। এই ৯৫% ভাগ মুসলমানের মধ্যে প্রায় সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাই স্বাভাবিক কারণে আমাদের এলাকায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার খুবই কম। আমি যখন ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশুনা করি তখন আমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ কামরান ইমতিয়াজ ঢাকায় থাকার সুবাদে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন। অর্থাৎ আহলেহাদীছ হন। তিনি যখন আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসেন এবং মসজিদে ছালাত আদায় করতে যান তখন তাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। তিনি বেশী কিছু না বলে একটি কথাই বলতেন, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করতেন, আমি ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করি। ভাইয়া বেশী দিন গ্রামে না থেকে তার পড়াশুনার জন্য ঢাকায় চলে গেলেন।

আমি যখন নবম-দশম শ্রেণীতে পড়াশুনার জন্য বকশীগঞ্জ আসি তখন হঠাৎ মসজিদে একজন আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তার নাম মুহাম্মাদ এনামুল হক। তার সাথে কুশল বিনিময় করি এবং আহলেহাদীছ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করি। তিনি বললেন, যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলে তারাই 'আহলেহাদীছ'। তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছগুলো দেখান। হক পথের অনুসারী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন, যা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন-আমীন! এরপর উপযেলা ইসলামী ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে গিয়ে কুতুবুস সিত্তাহ দেখি এবং এনামুল ভাই প্রদর্শিত হাদীছগুলো মিলিয়ে সঠিক পাই। অতঃপর আমি মাযহাবের সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করি। দেখা গেল হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা যা মেনে চলেন, তা হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে আমি মাযহাবী গোঁড়ামি ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী তথা 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাই। ফলে আমার জীবনে নেমে আসে নানা দুঃখ-কষ্ট।

আমার পিতা আলহাজ্জ আলতাফ হোসাইন। তিনি হজ্জ করার সুবাধে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশী একটা চাপ আমার উপর আসেনি। আল্লাহ আমার পিতা-মাতাকে জাযায়ে খায়র দান করুন-আমীন! কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমার গ্রামের লোকদের থেকে আমার উপর নেমে আসে চরম প্রতিবন্ধকতা। প্রথমে গ্রামের লোকেরা আমাকে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী বলে। তখন আমি বললাম, আমি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করি না। যে মাযহাবের কথাগুলো কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঙ্গে মিলে যায় সেগুলো পালন করার চেষ্টা করি। এবার তারা আমাকে কাদিয়ানী, লা-মাযহাবী, খারেজী ইত্যাদি নামে ডাকা শুরু করে। এভাবে প্রতিনিয়ত আমাকে উত্যক্ত করা হ'ত। একদিন আমি এক ভাইয়ের কথায় প্রমাণ হিসাবে ছহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড মসজিদে নিয়ে যাই। তখন মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের সামনে ইমাম ছাহেব ছহীহ মুসলিমকে কাদিয়ানীদের হাদীছ বলে আখ্যায়িত করে। তখন দুঃখে-কষ্টে আমার বুকটা যেন ফেটে যায় এই ভেবে যে, হায় আফসোস! এরা ছহীহ মুসলিমকে তাচ্ছিল্যভরে কাদিয়ানীদের হাদীছ বলে আখ্যায়িত করল! কি দুঃসাহস! এত বড় স্পর্ধা এদের!!

আমাদের মসজিদের ইমাম শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ। আর এই সব জাহেল-মূর্খদের জন্যই সমাজের দুর্দশা। অতঃপর ইমামসহ তার অধীনস্থ লোকেরা মিলে আমাকে মসজিদ থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে সেটা ফলপ্রসু হয়নি। যারা জ্ঞানী তারা আসলে এটা বুঝতে পেরেছেন। দুঃখজনক যে, একদিন আমি না থাকা অবস্থায় জুম'আর খুৎবায় ইমাম ছাহেব বললেন, যারা উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলে তারা বেআদব। তখন এক মুরুব্বী দাঁড়িয়ে বললেন, মক্কা-মদীনায় ইমামগণ সহ অনেক মুসলিম সূরা ফাতেহার শেষে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলেন, তারা কি সবাই বেআদব? তিনি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন।

পরিশেষে বলব, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করার কারণে যদি এতই কটুক্তি শুনতে হয় এবং এত অপমান সহ্য করতে হয় তাহ'লে শুনে রাখুন, আমি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ হকের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে আমি কেবল জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই (আমীন)।

** মুহাম্মাদ আরমান ইমতিয়াজ*
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

(৯) জোরে 'আমীন' বললে মুছল্লীদের সমস্যা হয়!

আমি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। নওগাঁ যেলার রাণীনগর উপযেলার গোপালপুর গ্রামে আমার বসবাস। আমার বড় বোনের চাকুরীর সুবাদে আমি কিছুদিন রংপুর যেলার শঠিবাড়িতে ছিলাম। সেখানে একটি মসজিদে ছালাত আদায় করতাম। সেই মসজিদে মাঝেমধ্যে মাসিক আত-তাহরীক, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর লেখা বিভিন্ন বই দেখা যেত। একদিন নিজ ইচ্ছায় কিছু বই ক্রয় করি এবং শঠিবাড়ি বাজার থেকে তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করে শুনি। এতে বুঝতে পারলাম যে, তাদের বক্তব্যের সাথে আমাদের ছালাতসহ অন্যান্য বিষয়ে অনেক

পার্থক্য বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, আমার পরিবার, গ্রাম এবং এলাকার মানুষ হানাফী মাযহাবের কট্টরপন্থী অনুসারী।

অতঃপর একদিন শঠিবাড়ি মসজিদের পাশে পোষ্টার দেখে জানলাম, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর যেলা সম্মেলন রংপুর শহরে অনুষ্ঠিত হবে (পরে তা হারাগাছে অনুষ্ঠিত হয়)। আমি সেখানে গিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনি এবং তার ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি ক্রয় করি। কিছুদিন পর আমি আমার গ্রামে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাত আদায় শুরু করে দেই এবং শিরক ও বিদ'আত হ'তে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করি। এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখে মানুষ বিভিন্ন কথা বলতে লাগল। কেউ বলে, আমি মুহাম্মাদী হয়ে গেছি। আবার কেউ বলে, অন্য আরেকটি মাযহাব আসতেছে। আমি সেই মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের গ্রামে আমার একজন চাচাশ্বশুর আছেন। তিনি তাবলীগ জামাআতের আমীর এবং আমাদের মসজিদের সভাপতি। চাচার সাথে আমার প্রায় সকল বিষয়ে যেমন ছালাতে হাত বাঁধা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, জোরে আমীন বলা, কুলূখ ব্যবহার, তাবীয ব্যবহার, তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা, সম্মিলিত মুনাজাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত বিষয়ে চাচার সাথে আমার মাঝেমধ্যে বিতর্কও হ'ত। রামাযান মাসে কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে আমার স্ত্রী বাড়িতে জামা'আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছে। এটা শুনে চাচা বলেন, মহিলাদের ইমামতি করা জায়েয নয়। চাচা মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছে, তারা যেন জামা'আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় না করে। চাচা আমাকে বলেন, **তোমার জোরে 'আমীন' বলায় মুছল্লীদের সমস্যা হয়**। তুমি গ্রামের মানুষের হাতে মার খাবে। তিনি আরও বলেন, তুমি ছালাত আদায় করবে মুহাম্মাদী মসজিদে। উল্লেখ্য যে, আমাদের এলাকায় পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে মুহাম্মাদী তথা আহলেহাদীছ আছে।

একদা একজন গ্রাম্য লোক আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, তাবলীগ জামাআতে যাওয়া যাবে কি-না? আমি তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিছের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছিলাম, তাবলীগ জামাআতে যাওয়া যাবে না। কারণ তাবলীগ জামাআতে অনেক শিরক ও বিদ'আত রয়েছে। এ কথা শুনে চাচা হয়ত সহ্য করতে পারেননি। তাই আমার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মসজিদের সভাপতি হওয়ায় তিনি মসজিদের ইমামকে আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে বলতেন। যেমন আমি চাচাকে বলেছিলাম, পুরুষ ও মহিলার ছালাতে কোন পার্থক্য নেই। ফলে একদিন জুম'আর ছালাতের আগে ইমাম মসজিদে এসে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর কিতাব থেকে পুরুষ ও মহিলার ছালাতের অনেকগুলো পার্থক্য বর্ণনা করেন। সেদিন তারাবীহ্র ছালাতের পূর্বে ইমাম মসজিদে অনেকগুলো কিতাব নিয়ে এসে চুপে চুপে আমীন বলার হাদীছ পেশ করেন। এতগুলো কিতাব দেখে একজন মুছল্লী ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন, হুযুর! কোনদিন এত কিতাব তো মসজিদে নিয়ে আসেননি, আজ হঠাৎ এত কিতাব নিয়ে এসেছেন কেন? তখন ইমাম বললেন, শুনলাম গ্রামের একটা ছেলে আহলেহাদীছ হয়ে গেছে, তাই এত কিতাব নিয়ে এসেছি। সেদিন আমি কিছু বললাম না। পরের দিন তারাবীহ্র ছালাতের পূর্বে আমি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ), বুলূগুল মারাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামায (মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবানী), নবী করীম (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি (শায়খ বিন বায), আল-লুলু ওয়াল মারজান (ফুয়াদ আব্দুল বাকী), ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব) বইগুলো থেকে জোরে আমীন বলার হাদীছ পেশ করার জন্য মসজিদে গেলাম। দু'টি হাদীছ শুনতেই ইমাম আমাকে প্রশ্ন করল, আপনার হাদীছগুলো কোন্ মাযহাবের? আমি বললাম, ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলো কি কোন মাযহাবকে উদ্দেশ্য করে লেখা? ইমামের সদুত্তর পেলাম না। আমি ইমামকে বললাম, আপনি হানাফী কিভাবে হ'লেন? ইমাম বললেন, বাপ-দাদার আমল থেকে। আমি ইমামকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের নবী (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার কতদিন পর মাযহাবের সুচনা হয়েছে? ইমাম বলল, আমার জানা নেই, এটা আমার গবেষণা করতে হবে। আমি তাকে বললাম, আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, 'হাদীছ ছহীহ হ'লে সেটাই আমার মাযহাব'। ইমাম কিছুই বললেন না। ইতিমধ্যে মুছল্লীদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়ে গেল। অনেকে আমার উপর খুব রেগে গেল। তারা বললেন, তুমি হুযুরের চেয়ে বেশী বুঝ? অনেক তর্কের পর মুছল্লীরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কি কেউ জোরে আমীন বলতে নিষেধ করেছে? আমি বললাম, আমার চাচা আমাকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু চাচা তাৎক্ষনিকভাবে তা অস্বীকার করলেন।

শেষ পর্যন্ত মসজিদের মুছল্লীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, যার যেভাবে খুশী সেভাবে ছালাত আদায় করবে। এখন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারে ছালাত ও অন্যান্য আমল করার কারণে প্রতিনিয়ত মানুষের কটূবাক্য শুনতে হয়। চাচার সাথে এখন শুধু সালাম বিনিময় হয়। আমি এখন গ্রামের মানুষকে সঠিক পথের দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করছি। **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**-এর সকল বই ও অন্যান্য বিশুদ্ধ তথ্যসমৃদ্ধ বই ইতিমধ্যে ক্রয় করেছি, যাতে ছহীহ কথা জানতে পারি এবং মানুষকে তা জানাতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*
গোপালপুর, গুয়াতা, রাণীনগর, নওগাঁ।

রিয়াদ সফরে অশ্রুসিক্ত সাংগঠনিক ভালবাসা

*গোলাম কিবরিয়া আব্দুল গণী**

হাদীছের পাতায় পড়েছিলাম সুমাইয়া ও বেলাল (রাঃ)-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে করুণ কষ্টের কথা। খোবায়েব (রাঃ)-এর ফাঁসির কাষ্ঠে শাহাদত বরণের ব্যথা। তাঁরা সকল কষ্ট-ব্যথা হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে জান্নাতের সুধা পান করেছেন কেবল দ্বীনের প্রতি নিখাদ ভালবাসার কারণে। দ্বীনী মুহাব্বত ও সাংগঠনিক ভালবাসা যে কত গভীর, কত মধুর হয় রিয়াদ সফর না করলে হয়তবা তা অনুভব করতে পারতাম না। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য দাওয়াতী কাজের ভালো সুযোগ হ'ল রামাযান মাসে সঊদী আরবের বিভিন্ন দাওয়া সেন্টারের পক্ষ থেকে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করা। সেই সুযোগ লাভের জন্য দেশে ছুটি না কাটিয়ে রামাযান মাসে পাড়ি জমিয়েছিলাম সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে। বিকাল ৫টায় পৌঁছলাম রিয়াদ বিমান বন্দরে। সেখানে আমাদের রিসিভ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সম্মানিত প্রচার সম্পাদক জনাব সোহরাব হুসাইন (পাবনা) ও আব্দুল্লাহ বিন আবুল কালাম আযাদ। সোহরাব ভাই নিজেই ড্রাইভ করে আমাদেরকে নিয়ে চললেন তার বাসায়। পথিমধ্যে আমাকে তার মোবাইল দিয়ে বললেন, বাড়ীতে সঊদী পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে দিতে। অথচ আমার নিকট মোবাইল বিদ্যমান। শুরু হ'ল সাংগঠনিক ভালবাসার প্রথম পরশ। গাড়ি চলছিল ১০০ কি. মি. গতিতে আর আমরা উপভোগ করছিলাম রিয়াদ শহরের শিল্প কারুকার্য খচিত দৃষ্টিনন্দন সুরম্য ভবনগুলো। রামাযান শুরুর কয়েকদিন বাকী থাকায় আপাতত আমরা সোহরাব ভাইয়ের বাসাতেই অবস্থান করতে লাগলাম।

রামাযানের আগের দিন অপর সাংগঠনিক ভাই ইমদাদুল হক মিঠু (পাবনা) আমাদেরকে রাবাওয়াহ দাওয়াহ সেন্টারে নিয়ে আসলেন। রিয়াদ শহরে যতগুলো দাওয়া সেন্টার রয়েছে তন্মধ্যে রাবাওয়াহ সেন্টারটিই বৃহৎ এবং এর কার্যক্রম অন্যগুলির তুলনায় ব্যাপক। প্রায় একশতটি ভাষায় তারা দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের দায়িত্ব পড়ল প্রতিদিন ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে উপস্থিত লোকদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দাওয়াত দেওয়া। ফলে প্রতিদিন প্রবাসী বহু ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'তে লাগল। অফিসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত রামাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত সহ মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করার পর প্রবাসী ভাইয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত। এভাবে তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একসময় সাংগঠনিক দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। দলীলভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য 'আত-তাহরীক' পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি। এভাবে নিয়মিত দাওয়াতের ফলে আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভাইকে আমরা আত-তাহরীকের পাঠক বানাতে সক্ষম হয়েছি। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। এভাবে পুরো মাসটিই আমাদের দাওয়াতী কাজের মধ্যেই কেটে যায়। এবার আসি মূল আলোচনায়। রিয়াদ শহরে এসে আমার মনে হ'ল এটা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জন্য দাওয়াত সম্প্রসারণের একটা উর্বর ক্ষেত্র। সেখানকার বিভিন্ন শাখার নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীলদের মাঝে সাংগঠনিক কার্যক্রমে বিপুল আগ্রহ আমাদেরকে সত্যিই অভিভূত করেছে। তাই সেখানে অনেকগুলি অনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তার কয়েকটির অভিজ্ঞতা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

রিয়াদ, সৌদি আরব ২৩ শে জুলাই : অদ্য বাদ আছর রিয়াদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে স্থানীয় এক মিলনায়তনে এক বিশাল আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল শায়খ আবু সঊদ খালেদ আল-আযমী। তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ আব্দুল বারী (রাজশাহী)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই (রাজশাহী), 'আত-তাহরীক' পাঠক ফোরাম (রিয়াদ)-এর সেক্রেটারী মির্জা সিরাজ (ঢাকা) ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন প্রমুখ। ইফতার মাহফিলে মহিলাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বিশাল মিলনায়তনে ছিল পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী ও সুধীর উপচেপড়া ভীড়। বারংবার উচ্চারিত হচ্ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন শ্লোগান। সব মিলিয়ে এক আবেগঘন পরিবেশ। সঊদী আরবের মাটিতে এরূপ সমাবেশ সত্যিই অভাবনীয়।

নতুন সানায়া (রিয়াদ) ১লা আগষ্ট : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নতুন সানায়া (রিয়াদ) এলাকার উদ্যোগে তিনটি শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে তার বাসায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আলোচনা পেশ করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল গাফফার ও ইমরান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। সেদিনের আলোচনায় আমি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হক্বের দাওয়াত দিতে গিয়ে কত বাধার সম্মুখীন

* ২য় বর্ষ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

হয়েছেন, কষ্ট ভোগ করেছেন, কত মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন সেসব বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম। বলেছিলাম, আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের দিনগুলির কথা। আজ হক্বের উপর টিকে থাকার স্বার্থে সংগঠন থেকে কত ভাইকে হারানোর বেদনায় তিনি ভুগছেন। কত ভাই আদর্শচ্যুত হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন। এরপরেও তিনি থেকেছেন হকের পথে অবিচল। যখনই কোন কর্মীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে একটাই উপদেশ দেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দাও। হকের পথে দৃঢ়চিত্তে টিকে থাক। সর্বদা স্মরণ রাখ, হকের পথ চিরদিনই কন্টকাকীর্ণ।

আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে স্মৃতিচারণ করছি। আর উপস্থিত ভাইয়েরা সবাই দু'নয়নে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন। যারা কখনো তাদের প্রাণপ্রিয় আমীরকে স্বচক্ষে দেখেননি। হয়ত তাঁর লেখনী পড়েছেন, বক্তব্য শুনেছেন, না দেখেই তাঁকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছেন মাত্র। কেবল দ্বীনী সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি কতটা ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে, সেদিন তাদের নীরবে অশ্রুবিসর্জনে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। তারা আমাদেরকে পেয়ে প্রশ্নের বানে ভাসিয়ে দিলেন। কারণ আমীরে জামা'আতের পাশে থাকা কারো সাথে তাদের সেভাবে এখনও সাক্ষাৎ ঘটেনি। দেশে ফিরে তারা সবাই আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এই তাদের প্রত্যেকের মনের একান্ত কামনা।

রামাযান শেষ হ'ল। ঈদের আগের দিন আমাদের সাথী ভাইদের অনেকে মক্কা-মদীনায় চলে গেল ঈদ পালনের জন্য। রিয়াদে নতুন অভিজ্ঞতা। রামাযানে রাতে কেউ ঘুমায় না। বরং ফজরের ছালাত পড়ে ঘুমায়। আমরাও সেই অভ্যাসে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। বিদেশের মাটিতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া প্রথম ঈদ। ফজর ছালাত পড়েই ঈদের ছালাতের জন্য রওয়ানা দিলাম। মনোবেদনার ঝড় বইছে ভিতরে। ফোনে আত্মীয়-স্বজনের সান্ত্বনা কোন কাজে আসছে না। হঠাৎ ভাই ইমরানের ফোন। বাসায় দাওয়াত দিলেন। আমরা রাজি নই। কিন্তু তিনিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে দাওয়াত গ্রহণ করলাম। গিয়ে দেখি সেমাই, বিরিয়ানি সহ দেশী খাবারের বিশাল আয়োজন। অকৃত্রিম ভালোবাসার পরশে খাওয়া-দাওয়া শেষ করলাম। এরপর দুপুরে দাওয়াত করলেন জনাব মীর্জা সিরাজ ভাই। সোহরাব ভাই সহ সেখানে গিয়েও দেখি দেশী খাবারের সমারোহ। ভাবলাম, কেন আমাদের জন্য এ আয়োজন? কেন আমাদের জন্য এত কষ্ট? তাদের সাথে নেই কোন রক্তের সম্পর্ক। কেবল স্বল্পদিনের পরিচয় মাত্র। সেদিনও একই উত্তর পেয়েছিলাম। আর তা হ'ল 'সাংগঠনিক ভালবাসা, দ্বীনী মহব্বত'। দ্বীনী বন্ধন যে অনেক সময় আত্মীয়তার চেয়ে অধিক সুদৃঢ় বন্ধনে পরিণত হয়, প্রবাসে এসে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করলাম। তাদের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা প্রত্যুষের মনোবেদনা নিমেষেই দূর করে দিল।

ঈদের দিন বিকেলটা সবাই নির্মল বিনোদনের মধ্য দিয়ে কাটাতে চায়। তাই তো 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার নেতৃবৃন্দ সকল শাখার নেতা-কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে আয়োজন করেছে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সভাপতি শায়খ মুশফিক ছাহেবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ষাটোর্ধ্ব বয়সী সাথীদের মাঝে বিস্কুট দৌড়, সবার জন্য উন্মুক্ত বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত এবং দুই গ্রুপের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায় এবং কিভাবে চায়? বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, মুকাররম বিন মুহসিন ও হাফেয রূহুল আমীনও আলোচনা পেশ করে। বৈঠক শেষে বিদায় মুহূর্তে সকলের চেহারায় সেই মায়াবী ভালবাসার ছাপ। সেদিনের অনুষ্ঠান দেখে মনে হ'ল রিয়াদ সত্যিই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াতী কাজের জন্য এক উর্বর ক্ষেত্র। শুধু প্রয়োজন একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। যাদের মাধ্যমে প্রবাসী ভাইদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে হকের দাওয়াত তথা আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দাওয়াত।

হারা (রিয়াদ) ১৬ই আগষ্ট ২০১৩ : অদ্য বাদ এশা হারায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর হারা (রিয়াদ) উত্তর ও দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে হারা উত্তর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব রিয়াযুল ইসলাম মধু (রাজবাড়ী)-এর সভাপতিত্বে এবং হারা দক্ষিণ 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব লিয়াকত (চট্টগ্রাম)-এর পরিচালনায় হারা উত্তর 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জনাব ফরহাদ (রাজবাড়ী)-এর বাসায় উভয় শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমরা আলোচনার সাথে সাথে দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি। আলোচনার মাঝে ফরহাদ ভাই তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি মূলতঃ অন্য সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। আন্দোলনে যোগদানের পর আমীরে জামা'আতের লিখিত সাংগঠনিক বইগুলোর প্রায় সবই আমি পড়েছি। কিন্তু আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরে সেগুলি জানতে পারিনি। অবশেষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ পড়ে সে প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছি। সেজন্য 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। *ফালিল্লা-হিল হামদ!* নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সানায়া দাঈরী (রিয়াদ) ২২শে আগষ্ট ২০১৩ : অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সানায়া দাঈরী (রিয়াদ) শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সানায়া দাঈরী শাখার সভাপতি শহীদুল ইসলাম (ফরিদপুর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শায়খ আব্দুল হাই। উক্ত অনুষ্ঠানে ভাই শহীদুল ইসলাম (ফরিদপুর)-কে সভাপতি ও কামাল আব্দুল হাই (মাদারীপুর)-কে সেক্রেটারী করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন সানায়া (রিয়াদ) ২৩শে আগষ্ট ২০১৩ : অদ্য বাদ মাগরিব জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে 'নতুন সানায়া' (রিয়াদ) এলাকার তিন শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা সেখানে কিভাবে সংগঠনকে গতিশীল করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করি। বৈঠক শেষে আমরা চলে আসি সানায়া দাঈরী শাখার সভাপতি শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের বাসায়। কারণ তিনি আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাথে ছিলেন ইমরান ও রনু ভাই। খেতে বসে দেখলাম দেশী খাবারের সমারোহ। ব্যাচেলর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য রান্না করেছেন বহু রকমের খাবার। জনাব আব্দুল হাই ভাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সাথে শরীক হন।

সানায়া দাঈরী (রিয়াদ) ২৯শে আগষ্ট ২০১৩ : অদ্য বাদ এশা অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী কামাল আব্দুল হাইয়ের পরিচালনায় শাখার দায়িত্বশীল ও শুভাকাংখীদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করি।

বিদায়ের পালা : মাসব্যাপী দাওয়াতী সফর শেষে বেজে উটলো বিদায়ের ঘণ্টা। দিনটি ছিল ৩১শে আগষ্ট'১৩। 'আন্দোলন'এর হারা (উত্তর) শাখার সেক্রেটারী জনাব ফরহাদ (রাজবাড়ী)-এর বাসায় দুপুরের খাবার শেষে রওনা দিলাম রিয়াদ বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। আমাদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিলেন জনাব সোহরাব ভাই। একটি কথা অবশ্যই স্মরণ করা উচিৎ, তিনি ও ইমদাদুল হক মিঠু ভাই (পাবনা) আমাদের যাতায়াতের সবরকম ব্যবস্থা করেছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তারা আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিয়েছেন। আবার অনুষ্ঠান শেষে বাসায় রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন-আমীন! প্রত্যেক বিদায়ই কষ্টকর স্মৃতির জন্ম দেয়। সবাইকে বিদায় জানিয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে অবশেষে বিমানে চেপে বসলাম মদীনার উদ্দেশ্যে। এভাবেই আমাদের এক মাসের দাওয়াতী সফরের পরিসমাপ্তি ঘটল। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

বিভিন্নজনের অনুভূতি : দীর্ঘ এই সফরে বিভিন্ন দ্বীনী ভাইয়ের আবেগভরা অনুভূতি আমাদেরকে দারুণভাবে অভিভূত করেছে। সিলেটের এক ভাই বললেন, আমি আহলেহাদীছ হয়েছি। কিন্তু আমি দেশে গিয়ে একা একা কিভাবে দাওয়াতী কাজ করব? আমার যেলায় কি আর কোন আহলেহাদীছ ভাই নেই? যাদের সহযোগিতা আমার শক্তি যোগাবে। নারায়ণগঞ্জের এক ভাই বললেন, দীর্ঘ ৮ বছর আমি পিতার সাথে রিয়াদে ছিলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমার পিতা আমাকে নিয়মিত ছালাত আদায় করাতে পারেননি। তবে আল্লাহ্র অশেষ রহমত। যেদিন থেকে সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছি তার পর আর কোন দিন আমার ছালাত কাযা হয়নি। *ফালিল্লাহিল হামদ*। মাদারীপুরের একজন বললেন, আমার দুই ভাতিজাকে আমি নিজ খরচে নওদাপাড়া, রাজশাহীর কেন্দ্রীয় মারকাযে পড়াশুনার ব্যবস্থা করব। অপর একজন বললেন, আমার পিতা আমাকে সঊদী আরব আসার পূর্বে এক পীরের বায়াত নিয়ে মুরীদ করে পাঠিয়েছেন। আমি দেশে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিভাবে দাওয়াত দিব? অনেক ভাই আগ্রহভরে বললেন, আমার ছেলে ছোট। একটু বড় হ'লেই নওদাপাড়ায় ভর্তি করব ইনশাআল্লাহ। অনেকের অনুভূতি, 'আমি আমার ছেলেকে নওদাপাড়ায় পড়াতে চাই কিন্তু আমার বাড়ী থেকে তা অনেক দূরে। ঢাকায় কি আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই?' 'আমার বাড়ী পীর-মাযারের আড্ডাখানা চট্রগ্রামে। তাই আমি রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাই।' 'আমাদের এলাকায় সবাই হানাফী। আমাকে আহলেহাদীছ মেয়ের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করুন'। 'আমাদের যেলায় এখনও কেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াত পৌঁছেনি, আপনারা দয়া করে দেশের দায়িত্বশীলদের বলুন, তারা যেন আমাদের যেলাগুলোতে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। সকলের একটাই দাবী, ভাই! আমাদের জন্য দো'আ করবেন, যাতে আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাথে থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়তে পারি। আর মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে এখনও দেখিনি। দেশে গেলে অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব। তবে আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবেন ও দো'আ করতে বলবেন। এরকম হাযারো অনুভূতির ডালি নিয়ে অবশেষে ফিরে এলাম মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল চত্বরে।

পরিশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের একটি উপদেশ উল্লেখ করে শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন 'যেখানেই থাকো সংগঠনের সাথে থাকবে, সংগঠনের দাওয়াত দিবে। কখনও সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা, আল্লাহ তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি করবেন ইনশাআল্লাহ'।

হাদীছের গল্প

সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান আল-ফারেসী (রাঃ) নিজে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি একজন পারসিক ছিলাম। আমার জন্মস্থান ছিল ইস্পাহানের অন্তর্ভুক্ত 'জাই' নামক গ্রাম। পিতা ছিলেন গ্রামের সর্দার। আর আমি তাঁর নিকট ছিলাম আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা এরূপ ছিল যে, তিনি সবসময় আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখতেন। অর্থাৎ (পূজার) আগুনের তত্ত্বাবধায়ক করে রাখতেন। যেমন কোন বাঁদীকে আটকিয়ে রাখা হয় (তেমন আমাকে আবদ্ধ করে রাখতেন)। এতে করে আমি অগ্নিপূজায় খুবই মনোযোগী হ'লাম এবং এক পর্যায়ে আগুনের এমন খাদেম বনে গেলাম যে, মুহূর্তের জন্যও আগুন নিভতে দিতাম না। সেই সাথে আমার পিতার ছিল অঢেল ভূসম্পত্তি।

তিনি একদিন তাঁর একটি গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত হ'লেন এবং আমাকে বললেন, হে বৎস! আমি বর্তমানে আমার খামারে একটি গৃহ নির্মাণ করছি। তুমি যাও এবং তা দেখাশুনা কর। সেখানে তিনি যা করতে চান সে বিষয়ে আমাকে নির্দেশনা দিলেন। অতঃপর আমি তার খামারের দিকে রওয়ানা হ'লাম। পথিমধ্যে আমি খৃষ্টানদের কোন এক গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেখানে তারা ছালাত আদায় করছিল। আমি তাদের আওয়ায শুনতে পেলাম। মূলতঃ পিতা আমাকে গৃহবন্দী করে রাখার কারণে মানুষের চাল-চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। তাই যখন তাদের আওয়ায শুনতে পেলাম, তখন তাদের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য আমি তাদের নিকট গেলাম। অতঃপর আমি যখন তাদের ছালাত দেখলাম তখন আমার ভাল লাগল। ফলে আমি তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমাদের ধর্মের চেয়ে এ ধর্মই উত্তম। আল্লাহ্র কসম! আমি পিতার খামারে যাওয়া বাদ দিয়ে এখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করব। আমি তাদের (খৃষ্টানদের) জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের উৎপত্তি কোথায়? তারা বলল, সিরিয়ায়। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার বাবার নিকট ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন এবং আমার কারণে তিনি সব কাজ থেকে বিরত ছিলেন। আমি আসার সাথে সাথে তিনি বলেন, হে বৎস! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়ার সেটা কি দেইনি? আমি বললাম, হে আব্বা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যারা গির্জায় ছালাত আদায় করছিল। তাদের ধর্মাচরণ আমার খুবই ভাল লেগেছে। আল্লাহ্র কসম! আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের নিকট অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, হে বৎস! ঐ ধর্মের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। তোমার ও তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তার চেয়ে অধিক উত্তম। আমি বললাম, না, আল্লাহ্র কসম! কখনও তা নয়। ঐ ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে ভয় দেখালেন এবং পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমাকে বাড়িতেই বন্দী করে রাখলেন। আমি খৃষ্টানদের নিকট সংবাদ পাঠালাম যে, যখন তোমাদের নিকট শামের খৃষ্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসবে তখন তোমরা আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, (কিছুদিন পর) তাদের নিকট শামের এক খৃষ্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। অতঃপর তারা আমাকে সংবাদ প্রদান করে। আমি তাদের বললাম, যখন তারা তাদের প্রয়োজনাদি সেরে ফেলবে এবং দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, যখন তারা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল তখন আমাকে সংবাদ দিল। অতঃপর আমি আমার পা থেকে বেড়ি খুলে ফেললাম এবং তাদের সাথে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলাম।

সিরিয়া পৌঁছার পর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে এ ধর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? তারা বলল, গির্জার পাদ্রী। তিনি বলেন, অতঃপর আমি পাদ্রীর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। অতএব আমি আপনার সাহচর্য লাভ করে গির্জাতেই আপনার খিদমত করতে চাই, আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই এবং আপনার সাথে ছালাত আদায় করতে চাই। অতঃপর তিনি (পাদ্রী) আমাকে গির্জাতে প্রবেশ করতে বললে আমি তার সাথে গির্জায় প্রবেশ করলাম। তিনি বলেন, তিনি অসৎ লোক ছিলেন। মানুষজনকে তিনি ছাদাক্বা দেয়ার জন্য আদেশ করতেন এবং খুবই উৎসাহিত করতেন। কিন্তু যখন লোকজন তার নিকট (ছাদাকার) দ্রব্যাদি জমা দিত, তখন তিনি মিসকীনদের কিছুই না দিয়ে তা নিজের জন্য জমা করে রাখতেন। এভাবে তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে সাতটি কলস পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, আমি যখন এরূপ কার্যকলাপ দেখলাম তখন তার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'লাম। (এর কিছুদিন পর) তিনি মারা গেলেন। খৃষ্টানগণ তাকে দাফন করার জন্য সমবেত হল। আমি তাদের বললাম, এ ব্যক্তিটি অসৎ ছিল। তোমাদের সে ছাদাক্বাহ করার আদেশ দিত ও উৎসাহিত করত বটে, কিন্তু যখন তোমরা তাকে সম্পদ দিতে তখন সে তা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখত এবং মিসকীনদের তা থেকে কিছুই দিত না। তারা বলল, এ ব্যাপারে তোমার কি জানা আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাদের তার সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব। তারা বলল, আমাদের তা জানিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাদের ঐ লোকটির (সম্পদ গচ্ছিত রাখার) স্থান দেখালাম। তারা সেখান থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যপূর্ণ সাতটি কলস বের করল। তিনি বলেন, তারা তা দেখে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে কখনও দাফন করব না। এরপর তারা তাকে শূলে চড়াল এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করল। এরপর এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করল।

তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন, সালমান (রাঃ) বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে সে এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। পৃথিবীর মধ্যে আমি এরূপ দুনিয়াত্যাগী, আখিরাতের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী এবং দিন-রাত ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমি অন্তর থেকে তার চেয়ে বেশী আর কাউকে ভালবাসিনি। তার নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম। এরপর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন আমি তাকে বললাম, হে অমুক! আমি আপনার সাথে ছিলাম এবং আপনাকে যেভাবে অন্তর থেকে ভালবেসেছিলাম ইতিপূর্বে আর কাউকে তেমন ভালবাসিনি। আর আপনার নিকট আল্লাহ্র যে আদেশ পৌঁছেছে তা আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। এখন কার প্রতি আপনি আমাকে সোপর্দ করছেন এবং আমাকে কি আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কসম! এখন আমি আমার পথের উপর কাউকে দেখিনা। মানুষজন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ধর্ম পরিবর্তন করেছে। তারা তাদের অনুসৃত ধর্মাচরণের অধিকাংশই ত্যাগ করেছে। তবে মুছেলে (ইরাকের একটি শহর) এক ব্যক্তি আছে। সে অমুক। সে আমার পথে আছে। তুমি তার সাথে মিলিত হও। তিনি বলেন, অতঃপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাকে দাফন করা হল, তখন আমি মুছেলের ব্যক্তিটির নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, হে জনাব! অমুক ব্যক্তি আমাকে তার মৃত্যুর সময় অছিয়ত করেছে যে, আমি যেন আপনার সান্নিধ্যে থাকি এবং তিনি আমাকে বলেছেন, আপনি তার পথের উপর আছেন। উত্তরে পাদ্রী বললেন, ঠিক আছে তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। আমি তার নিকট অবস্থান করতে লাগলাম। আমি তাকে তার বন্ধুর পথে উত্তম মানুষ হিসাবে পেলাম। তবে কিছুদিন পরে সেও মৃত্যুবরণ করল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসল তখন আমি তাকে বললাম, হে গুরু! অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য অছিয়ত করেছিলেন এবং আপনার সান্নিধ্য লাভের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপনার উপর যা উপস্থিত হয়েছে তা আপনি দেখছেন (অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে)। এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে অছিয়ত করছেন? আর আমাকে কি করার আদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কসম! আমার জানা মতে নাছীবীনের একজন ব্যক্তি আছে। যে আমাদের ধর্মের উপর অটল আছে। সে অমুক। তুমি তার সাথে মিলিত হও। তিনি বলেন, অতঃপর যখন সে মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হ'ল, তখন আমি নাছীবীনের লোকটির সাথে মিলিত হ'লাম এবং আমার বিষয়ে ও আমার সাথী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে তা বললাম। সে বলল, তুমি আমার কাছে অবস্থান কর। অতঃপর আমি তার নিকট অবস্থান করলাম এবং তাকে তার সাথীদ্বয়ের মত (সৎ) পেলাম। আমি একজন ভাল লোকের সাথে অবস্থান করলাম। আল্লাহ্র কসম! কিছুদিন যেতে না যেতেই তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেল। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন আমি তাকে বললাম, হে অমুক! অমুক ব্যক্তি আমাকে অমুক ব্যক্তির কাছে যাওয়ার অছিয়ত করেছিল। অতঃপর অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার কাছে আসার অছিয়ত করেন। এখন আপনি আমাকে কার বিষয়ে অছিয়ত করছেন এবং কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কসম! একজন ব্যক্তি ব্যতীত আমি আর কাউকে আমাদের সঠিক পথে দেখছি না, যার নিকট যাওয়ার জন্য তোমাকে আদেশ দিব। (ঐ ব্যক্তিটি হল) আম্মুরিয়্যাহ-এর বাসিন্দা। সে হুবহু আমাদের পথেই রয়েছে। তুমি চাইলে তার নিকট যেতে পার। তিনি বলেন, অতঃপর যখন সে মারা গেল এবং দাফন-কাফন করা হ'ল, তখন আমি আম্মুরিয়্যাহ-এর ব্যক্তিটির নিকট গেলাম এবং আমার বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর।

অতঃপর আমি তার নিকট অবস্থান করলাম। সে তার বন্ধুদের আদর্শ ও ধর্মের উপর ছিল। তিনি (সালমান ফারেসী) বলেন, আমি কিছু উপার্জনও করেছিলাম। এক পর্যায়ে কিছু গাভী ও বকরীর মালিক হয়ে গেলাম। অতঃপর তার উপর আল্লাহ্র হুকুম আসল (অর্থাৎ মৃত্যু ঘনিয়ে এল)। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হ'ল তখন আমি তাকে বললাম, হে গুরু! আমি (প্রথমে) অমুকের নিকট ছিলাম। অতঃপর তিনি অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে অছিয়ত করেন। অতঃপর অমুক ব্যক্তি আবার অমুকের নিকট (যাওয়ার জন্য) অছিয়ত করেন। অতঃপর অমুক ব্যক্তি আবার আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য অছিয়ত করেন। এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে অছিয়ত করছেন? আর আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আমার জানা মতে এখন আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাদের ধর্মে রয়েছে এবং যার নিকট যাওয়ার জন্য তোমাকে আদেশ করব। তবে শেষ নবী আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মে প্রেরিত হবেন। আরব ভূমিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। আর তিনি এমন ভূমির দিকে হিজরত করবেন যা পাথরময় হবে এবং সেখানে খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তাঁর কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, তবে ছাদাক্বাহ ভক্ষণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যভাগে নবুঅতের সিলমোহর থাকবে। যদি তোমার ঐ দেশে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে তবে তুমি যাও। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাকে দাফন-কাফন করা হ'ল।

আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান ততদিন আমি আম্মুরিয়্যাহতে অবস্থান করলাম। অতঃপর আমার নিকট দিয়ে কালব গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা যাচ্ছিল। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে আরবে নিয়ে চল। (বিনিময়ে) আমি তোমাদের এই গাভী ও বকরীগুলো প্রদান করব। তারা বলল, ঠিক আছে। অতঃপর আমি তাদের সেগুলো দিয়ে দিলাম আর

তারা আমাকে নিয়ে চলল। যখন তারা আমাকে নিয়ে 'ওয়াদী আল-কুরা'য় (একটি স্থানের নাম) নিয়ে আসল, তখন তারা আমার প্রতি অত্যাচার করল এবং দাস হিসাবে এক ইহুদী ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে দিল। ফলে আমি তার নিকট অবস্থান করে খেজুর গাছ দেখাশুনা করতে লাগলাম এবং ভাবলাম, আমার বন্ধু আমাকে যে ভূমির কথা বলেছিলেন, তা মনে হয় এটিই হবে। আমার মনে এমন চিন্তা-চেতনাই চেপে ছিল। আমি তার নিকট অবস্থানকালে বনী কুরায়যার বাসিন্দা তার (মনিবের) চাচাত ভাই মদীনা হ'তে আসল। অতঃপর সে আমাকে তার নিকট থেকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসল। আল্লাহ্র কসম! মদীনা শহর দেখা মাত্রই আমার বন্ধুর বর্ণনা মতো আমি উহাকে চিনে ফেললাম। আমি এখানে অবস্থান করতে লাগলাম। (একদিন) আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি মক্কাতে যতদিন থাকার থাকলেন। আমি গোলামী জীবনে ব্যস্ত থাকায় তাঁর কোন খবর পেলাম না। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার মালিকের খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আর আমার মনিব বসেছিল। ইত্যবসরে তাঁর চাচাত ভাই এল এবং তার নিকট এসে থামল। অতঃপর সে বলল, হে অমুক! আল্লাহ বনী কায়লাহদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ্র কসম! তারা কুবাতে মক্কা থেকে আজকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয়েছে। তারা তাকে নবী বলে ধারণা করছে। তিনি বলেন, একথা শুনে আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে আমি ধারণা করলাম যে, আমি আমার মনিবের উপর পড়ে যাব। অতঃপর আমি খেজুর গাছ থেকে নেমে আসলাম এবং তাঁর চাচাত ভাইকে বলতে লাগলাম, তুমি কি বলছিলে? তুমি কি বলছিলে? তিনি বললেন, আমার মনিব চটে গেলেন এবং আমাকে খুব জোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারে তোমার কি হয়েছে? তুমি তোমার কাজে যাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, কিছুই না। আমি শুধু সে যা বলেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে চাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমার নিকট কিছু সম্পদ ছিল যা আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। যখন সন্ধ্যা হল তখন আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি কুবাতে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনি একজন সৎ ব্যক্তি। আর আপনার সাথে আপনার দরিদ্র সাথীরা রয়েছেন। আর এগুলো আমার নিকট ছাদাক্বাহ করার জন্য রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারে আপনাদেরকে অধিক হক্বদার বলে মনে করি।

তিনি বলেন, আমি এগুলো তাঁর নিকট হাযির করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথীদের বললেন, তোমরা খাও। আর তিনি হাত সংযত করলেন এবং কিছুই খেলেন না। তিনি (সালমান ফারেসী) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটি প্রথম আলামত। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম এবং আরোও কিছু দ্রব্য সঞ্চয় করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় চলে আসলেন। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি আপনাকে ছাদাক্বার সম্পদ খেতে দেখিনি আর এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। যার দ্বারা আমি আপনার মেহমানদারী করলাম। তিনি বলেন, এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলো থেকে খেলেন এবং ছাহাবীদের আদেশ করলে তাঁরাও তাঁর সাথে আহার করলেন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই দু'টি হল (নবুঅতের) আলামত। অতঃপর 'বাকীউল গারকাদে' আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর এক ছাহাবীর জানাযার পিছন পিছন যাচ্ছিলেন। তাঁর পরিধানে দু'টি চাদর ছিল। তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বসেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেন আমার বন্ধুর বর্ণনা মোতাবেক ঐ মোহরটি দেখতে পাই। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখলেন যে আমি তাঁর পিছনে ঘুরছি, তখন তিনি বুঝতে পারলেন- আমি কোন কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি, যা আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, অতঃপর তিনি পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। আমি মোহর দেখতে পেলাম এবং তাঁকে চিনতে পারলাম (যে ইনিই নবী)। আমি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং তাকে চুমু দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, এদিকে এসো। আমি ঘুরে এলাম এবং তাঁর নিকট আমার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। যেমন তোমার নিকট বর্ণনা করছি হে ইবনে আব্বাস! তিনি বলেন, এ ঘটনা ছাহাবীদেরও শ্রবণ করাতে রাসূল (ছাঃ) পসন্দ করলেন। অতঃপর সালমান গোলামীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যার দরুন বদর ও ওহোদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি (তোমার মালিকের সাথে দাসত্বমুক্তির ব্যাপারে) চুক্তি কর। আমি তার সাথে তিনশত ছোট খেজুর গাছের চারা ফলদায়ক হওয়া পর্যন্ত গর্তে পানি দেওয়া এবং চল্লিশ উকিয়া আদায় করার উপর চুক্তি করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো। তারা আমাকে খেজুর গাছ (চারা) দিয়ে সাহায্য করল। এক ব্যক্তি ত্রিশটি চারা দিলেন, আরেকজন বিশটি। অপরজন পনেরটি, আরেকজন দশটি চারা দিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী আমাকে সাহায্য করলেন। এক পর্যায়ে আমার তিন'শ চারা হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি যাও এবং এগুলো রোপণ করার জন্য গর্ত খনন কর। যখন শেষ করবে তখন আমার নিকট আসবে। আমি নিজ হাতে তা রোপণ করব। অতঃপর আমি গর্ত খনন করলাম। আর একাজে তাঁর ছাহাবীগণ আমাকে সাহায্য করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম তখন তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সাথে বাগানের দিকে চললেন। আমরা তাঁকে গাছের চারা দেয়া শুরু করলাম

আর তিনি নিজ হাতে তা রোপণ করতে লাগলেন। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! ঐ চারাগুলোর একটিও মারা যায়নি। আমি গাছের চুক্তি আদায় করেছি। এখন আমার উকিয়ার অর্থের চুক্তিটি বাকী ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কোন যুদ্ধের গণীমত হতে মুরগীর ডিমের ন্যায় স্বর্ণের এক টুকরা আসলে তিনি বলেন, সালমান তার মুকাতাবের (মনিবের) ব্যাপারে কি করেছে? (অর্থাৎ সে মাল আদায় করেছে, না করেনি?) তিনি বলেন, আমাকে ডাকা হ'ল। অতঃপর তিনি বললেন, সালমান এটি নাও এবং তোমার যে ঋণ আছে তা আদায় কর।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপর যে ঋণ আছে এটা কিভাবে তার বরাবর হবে? তিনি বললেন, এটা নাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারাই তোমার ঋণ আদায় করে দিবেন। তিনি বলেন, আমি তা নিলাম এবং তাদের জন্য ওযন করলাম। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! তা চল্লিশ উকিয়া হ'ল। আমি তাদের হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করলাম এবং মুক্তি লাভ করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। তারপর তাঁর সাথে আর কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. সত্যের সন্ধানে সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর এরূপ ত্যাগ হকের পথে চলার জন্য আমাদেরকে কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তা বুঝিয়ে দেয়।

২. সৎ মানুষের সাহচর্য হকের উপর টিকে থাকার জন্য একান্ত যরূরী।

৩. সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনে বিপদ আসবেই। সেজন্য যে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সম্মিলিতভাবে সাহায্য করতে হবে।

৪. স্বভাবগতভাবে মানুষ ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে বিধর্মীতে পরিণত করে।

৫. স্রেফ যিদের বশবর্তী হয়ে আহলে কিতাবরা (ইহুদী-খৃষ্টান) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে অস্বীকার করেছিল। অথচ তিনি ছিলেন সত্য নবী।

৬. আল্লাহভীরু মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৭. সকল বিপদে স্রেফ আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

**আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা

উত্তর নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। মোবাইল- ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭২৬-৩১৪৪৪১, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক/অনাবাসিক

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ হ'তে ১ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ০২ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও উন্নত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের ভিত্তিতে নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রীদের ২৪ ঘন্টা মাতৃস্নেহে তত্ত্বাবধান।
- ছাত্রীদের কোন প্রকার প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় না।
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী শিক্ষা দান।
- শহরের কোলাহলমুক্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন নিরিবিলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

ইতিহাসের পাতা থেকে

বিরোধীদের প্রতি ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর ক্ষমাসুন্দর আচরণ

মিসরে অবস্থানকালে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) ভ্রান্ত ছূফীদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা, মানুষের আক্বীদা-আমল মযবূতকরণ এবং মানুষের মাঝে ছড়িয়ে থাকা উদ্ভট উপাখ্যান ও অলৌকিক কাহিনী অপনোদন সহ বহুমুখী দাওয়াতী কাজে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সেখানকার ভ্রান্ত ছূফী-সাধকরা তাঁর এই সংস্কার কার্যক্রমকে মোটেও সহ্য করতে পারছিল না। এক পর্যায়ে তারা ছূফীপন্থী ও সাধারণ মানুষদের জড়ো করে মিসরের গভর্ণরের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বাধ্য করল।

কিন্তু ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) কারাগারেও ছিলেন স্বীয় লক্ষ্যে অবিচল। বন্দী অবস্থাতেই তাঁর দরস চলতে থাকল অবিরত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং বিভিন্ন ফৎওয়া জানতে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ভীড় জমাতে লাগল। ফলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ইস্কান্দারিয়ার কারাগারে পাঠিয়ে দিয়ে মানুষের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করল। এরূপ বিপদাপদের ক্ষেত্রে ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) সর্বদা ধৈর্যশীল থাকতেন এবং এর বিনিময় শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই কামনা করতেন। তিনি মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণ করতেন। অত্যাচারের বিনিময় ক্ষমা দ্বারা প্রদান করতেন। শত বিপদ সত্ত্বেও সর্বদা নির্ভীকচিত্তে হক প্রকাশ করতেন এবং প্রশ্নকারীকে সর্বোচ্চ আমানত ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে উত্তর দিতেন।

তিনি শত্রুদের প্রতি সর্বদাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। যেমন তিনি বলেন, 'আমি সর্বদা আমার বিরোধীদের ব্যাপারে উদারচিত্ত। যদি কেউ আমার বিরুদ্ধে কুফরী ও ফাসেকীর মিথ্যা অপবাদ দেয় বা জাহেলী গোঁড়ামির মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তবে সেক্ষেত্রে আমি সীমালংঘন করব না। বরং আমি ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এবং করণীয় নির্ধারণ করব। আমি আমার কথা ও কাজকে কুরআনের অনুগামী করব। যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং মানুষের জন্য মতভেদপূর্ণ বিষয়ে হেদায়াত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৪৫)*।

পরবর্তীতে জেল থেকে বের হওয়ার পর তিনি আল-ইস্তিগাছাহ (الاستغاثة) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যেখানে তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এর মাধ্যমে তিনি সমকালীন ছূফী শায়খ আলী বিকরীর লিখিত একটি বইয়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। শায়খ বিকরী ইবনে তায়মিয়ার দলীল ভিত্তিক লেখনীর উত্তর দিতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার ফৎওয়া জারী করলেন। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিতে লাগলেন। এমনকি বাদশাহর নিকটে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেশ করলেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বশীলসহ সাধারণ জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলেন।

তার এ প্রচারণার ফলে অনেকেই তাকে শাস্তি দেওয়ার পক্ষে মত দিল। কেউ কেউ তাকে হত্যা করতে চাইল। এভাবে বেশ কিছুদিন অপপ্রচার চলার পর একদিন শায়খ বিকরীসহ একদল ছূফী ইবনু তায়মিয়াকে একাকী পেয়ে আক্রমণ করে বসল এবং তাকে কঠিনভাবে প্রহার করল। এভাবে একাধিকবার তারা তার উপর অত্যাচার করল। তার পোষাক ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। কিন্তু সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসীম ধৈর্যের প্রতীক ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) আল্লাহ্র নিকট কেবল একটি ফরিয়াদই জানিয়েছিলেন, *হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল....*।

এভাবে মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর এই অবিচলতায় মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ একসময় প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ল। ফলে তারা বিকরী ও তার ছূফী সাথীদের বিরুদ্ধে চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সমাজে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানোর কারণে প্রশাসনও তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করল। ফলে সে পালিয়ে গেল এবং আত্মগোপন করল। এদিকে সাধারণ জনগণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ ইবনু তায়মিয়ার কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার দাবী জানালো। তারা বলল, আপনি যদি পুরো মিসরকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন তবে আমরা আপনার জন্য তাই করব। ইবনু তায়মিয়াহ বললেন, এটা তোমরা করতে পার না। তারা বলল, এইসব ছূফীরা মানুষের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে এবং সমাজে ফেতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমরা তাদেরকে হত্যা করব এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব। ইমাম বললেন, এটা তোমাদের জন্য জায়েয হবে না। তারা বলল, তবে তারা আপনার উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা কি জায়েয ছিল? এতকিছুর পর কোনভাবেই ধৈর্যধারণ সম্ভব নয়। আমরা অবশ্যই আগামীকাল আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করব। একথা শুনে ইবনু তায়মিয়াহ তাদেরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, أَنَا مَا انْتَصِرُ لِنَفْسِيْ 'আমি নিজের ব্যাপারে কখনোই কারো উপর প্রতিশোধ নেব না'। অতঃপর তাদের উপর আক্রমণের অনুমতির জন্য তারা পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্ত তাদের জানিয়ে দিয়ে বললেন, إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله فإن كان الحق لي فهم في حل منه وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء 'যদি আমি শাস্তিদানের অধিকারী হয়ে থাকি, তাহ'লে আমার পক্ষ থেকে তারা মুক্ত। আর যদি এর হকদার তোমরা হয়ে থাক এবং এ ব্যাপারে আমার কথা না শোন,

তাহ'লে আমার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তোমরা যা খুশী কর। আর যদি স্বয়ং আল্লাহ এর হকদার হয়ে থাকেন, তবে তিনি যা খুশী এবং যখন খুশী তার প্রতিশোধ নিবেন'।

নাছোড়বান্দা জনগণ আবারো বলল, তবে কি তারা আপনার উপর যা করেছে তা তাদের জন্য হালাল হয়েছে? তিনি বললেন, তারা যা করেছে, হয়ত এর জন্য তারা নেকীই লাভ করেছে।

তারা বলল, যদি আপনি এটাই বলেন তবে তো তারাই হকের উপর আর আপনি বাতিলের উপর রয়েছেন। তাহ'লে তাদের কথা মেনে নিয়ে একমত হয়ে যান। ইবনু তায়মিয়াহ বললেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং হয়ত তারা ভুল ইজতিহাদ করে আমার উপর অত্যাচার করেছে। আর ইজতিহাদে ভুল করে ফেললে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে। এবার জনগণ তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং বলল, তিনি যা বলেছেন সেটাই সত্য।

কিন্তু জনগণ তার সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও প্রশাসন এই ছূফীদের পিছু ছাড়ল না। তারা আরো জোরে-শোরে বিকরীকে খুঁজতে লাগল। ফলে সে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে পালাতে একসময় পালানোর জায়গাও আর থাকল না। অবশেষে সে ইবনু তায়মিয়ার গৃহে পালিয়ে থাকার জন্য আশ্রয় চাইল। উদারচিত্ত ইবনু তায়মিয়া তাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন এবং বাদশাহ্‌র নিকটে তাকে ক্ষমার জন্য সুফারিশ করলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হ'ল।

[আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর : ১৯৮৬) ১৪/৭০, ১১৪; মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাকদেসী, আল-উকূদুদ দুর্রিইয়াহ মিন মানাকেবে ইবনু তায়মিয়া ৩০১-৩০৫ পৃঃ]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

AFP
আব্দুল্লাহ ফুড প্রোডাক্টস্

মুহাম্মাদ ইরশাদ আলী
প্রোপ্রাইটর
০১৭২০-৫৪৮৯৯৬
০১৯২৫-৮৩৭৬১২

আব্দুল্লাহ ফুড প্রোডাক্টস্
এখানে কেক, বিস্কুট, পাউরুটি সহ যাবতীয় বেকারী সামগ্রী সুদক্ষ কারিগর দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী করা হয়।
বিসিক শিল্পনগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।

দৃষ্টি আকর্ষণ
'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বই বিক্রয় বিভাগের নতুন মোবাইল নম্বর-
০১৭৭০-৮০০৯০০
এই নম্বরে বিকাশ ও ডাচবাংলা থেকে অর্থ প্রেরণের সুবিধা রয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. শত নির্যাতনের মুখেও হক থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

২. ইসলাম প্রতিশোধ গ্রহণকে অনুমোদন দেয় না। বরং প্রতিরোধের অনুমোদন দেয়। তবে যুলুম প্রতিরোধের জন্য কখনোই অবৈধ পথ তালাশ করা যাবে না।

৩. ক্ষমার মাঝেই প্রকৃত বিজয় নিহিত।

৪. ক্ষমাশীল আচরণ দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদার কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'বান্দা ক্ষমা করলে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন *(মুসলিম হা/২৫৮৮, মিশকাত হা/১৮৮৯)*।

৫. কেবল মুখে এবং লেখনীর মাধ্যমে হকের দাওয়াত দিলে চলবে না। বরং ইসলামী আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে ও সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

** আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*
এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

মাসিক আত-তাহরীক
ফাতাওয়া হটলাইন
০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।
সময় : সকাল ৯-৩০টা থেকে ১২-৩০ টা

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

একজন বড় ছাহেব

বড় ছাহেব এক আজীব ব্যক্তি। বাজার-ঘাট করা তার মোটেই সয়না। যদিও পসন্দ মত জিনিস তার চাই। শত মানুষের ভিড়ের মাঝে দরকষাকষি করা তার পক্ষে অসম্ভব। কাজের লোক ছুটিতে। তাই কি আর করা? বেঁচে থাকার জন্য খেতে তো হবেই। অগত্যা বড় ছাহেব লাল রঙের চটের ব্যাগ নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চললেন বটতলায় গ্রাম্য হাটে।

পাঞ্জাবী পরা তার বড় শখ। যদিও অফিস করেন শার্ট-প্যান্ট পরে। আজ শখ মেটাতেই পাঞ্জাবী পরেছেন। সেজেগুজে নতুন দুলার মত চললেন বাজারে। প্রবেশ করে নযর বুলালেন সাজিয়ে রাখা নানা রকম শাক-সবজির দিকে। নযরকাড়া পাকা লাল টমেটো হাতে নিয়ে যেই না দাম ঠিক করছেন, ইত্যবসরে অনুভব করলেন কে যেন তার পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়ে ফাঁকা করে দিচ্ছে। অমনি হাত চেপে ধরলেন। দেখা গেল, বার তের বছরের ফুটফুটে চেহারার সুদর্শন একটি ছেলে। তিনি ছেলেটার হাত শক্ত করে ধরলেন। যাতে পালাতে না পারে।

খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলেন, এখন যদি পকেটমার বলে চিৎকার দেই সাথে সাথে কাম শেষ! অর্থাৎ এই অল্প বয়সের ছেলেটি গণপিটুনিতে হয়তো চিরবিদায় নেবে সুন্দর বসুন্ধরা থেকে। তাই তিনি কৌশল করে বাজারের উত্তর পার্শ্বের এক চায়ের দোকানের আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চুরি করছিস কেন? বোবার ন্যায় ছেলেটি বড় ছাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে রইল। বড় ছাহেবের বুঝতে বাকি থাকল না যে, চুরি করা তার স্বভাব বা পেশা নয়। বাধ্য হয়ে সে চুরি করছে। হাত ছেড়ে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি দৌড়ে পালিয়ে যায় কি-না এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে একেবারে কাতর কণ্ঠে বলল, তার নাম কলি। প্রকৃত নাম আব্দুল বারী। ছোট বেলায় বাবা আদর করে কলি বলে ডাকতেন। ছয়-সাত বছর বয়সে কঠিন রোগে মা মারা যাওয়ার পর মধ্যবয়সী বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মা আমাকে দেখতে পারত না। কারণে অকারণে মারধর করত। গাল-মন্দ তো আছেই। এরই মাঝে বাবা মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'লে সৎ মা অসুস্থ বাবাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

ইতিমধ্যে বাবার কথা স্মরণ করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল কলি। বড় ছাহেব বুঝতে পারলেন যে, তার ধারণা সত্যি হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকিস? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কলি বলল, কোথায় আর থাকব? বাবা মারা যাওয়ার পর খুলনা সার্কিট হাউসের নিকটে চাচার বাসায় থাকতাম। সেখানে থাকাটাও নিরাপদ হয়নি। চাচিও অনেকটা সৎ মায়ের মত খারাপ আচরণ করত। এমনকি মাঝে-মধ্যে শারীরিক নির্যাতনও করত।

হঠাৎ একদিন বাসায় বিকট চিৎকার শোনা গেল। কি হয়েছে জানতে চাইলে অমনি চাচি মারধর শুরু করলেন। চাচির স্বর্ণের গহনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ অপরাধের গ্লানি চাপানো হ'ল আমার স্কন্দে। যদিও বাসা থেকে বের করার জন্য এটা ছিল চাচির পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল মাত্র। চাচা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ঘটনা যাচাই না করে চাচির কানকথা শুনেই শুরু করে আমার উপর অমানষিক নির্যাতন। এমনকি র‍্যাবের হাতে তুলে দিবে বলে পরিকল্পনা নেয়। একদিকে শারীরিক নির্যাতন, অপরদিকে র‍্যাবের কথা শুনে ভয়ে বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে পাশের রেলওয়ে স্টেশনে আশ্রয় নেই। রাতে সেখানেই থাকি। আজ তিনদিন কিছু খেতে পাচ্ছি না। তাই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে আপনার পকেটে...

যাদের অর্থ-সম্পদ বেশী তারা স্বাভাবিকভাবে কঠিন হৃদয়ের হয়ে থাকে। গরীব মানুষ ও ইয়াতীম-অসহায়দের দেখতে পারে না। আবার ফকীর-মিসকীনকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু বড় ছাহেব ভিন্ন মনের মানুষ। কলির কথায় তার মায়া হ'ল। ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, মন খারাপ কর না। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। সকল সমস্যার সমাধান তিনিই করতে পারেন।

বড় ছাহেব খানিকটা কলির চাচার উপর রেগে গেলেন। কাছে পেলে হয়তো কোন ধরনের অঘটন ঘটে যেতো। তিনি বললেন, এমন দুরাচার মানুষের সংখ্যা কম নয়। এরাই পৃথিবীটাকে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছে। প্রকৃত মানুষের স্বভাব তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কলির মত এমন কোমলমতি ছেলেদেরকে দিয়ে কেউ অবৈধ ব্যবসা করছে। কেউবা বাসায় পশুর মত খাটাচ্ছে। আবার কেউ মিথ্যা আশ্রয়ের কথা দেখিয়ে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। এসবই আইন বহির্ভূত। কিন্তু কে দেখে আইনের দিকে? শুধু কলি নয়, কত হাযারো কলি এসকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অসহায় শিকার।

বড় ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করবি? কলি চুপ করে থাকল। বড় ছাহেব বললেন, সমুদ্রের মাছ ও বন্য প্রাণী যদি উদরপূর্তি করে খেয়ে বেঁচে থাকে, আশরাফুল মাখলূকাত মানুষ হয়ে তুই অনাহারে মরবি কেন? তোকে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছেন তোর রিযিকের ব্যবস্থাও করবেন। চুরি করবি না। চুরি করা ভাল নয়। চোরকে সমাজের কেউ ভালবাসে না। সব কথাই কলি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করছে। আর মনের মাঝে রঙিন স্বপ্ন দেখছে। বড় ছাহেব বললেন, চুপ করে না থেকে আমার সাথে চল। আমি তোর খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি পড়ালেখা করার ব্যবস্থাও করব। তোর মত দু'চার জন কলি আমার এখানে থাকলে ও খাইলে কোন কিছুর অভাব হবে না। আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন। বড় ছাহেব তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তীতে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

শিক্ষা : অনাথ-ইয়াতীম, অসহায় শিশুদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর হওয়ার কোন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য নয়। তাছাড়া তাদেরকে বিভিন্ন কষ্টকর কাজে বাধ্য করা এবং তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা মহা অন্যায়। এসব কাজ থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, লেখাপড়া ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া অশেষ ছওয়াবের কাজ ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। সুতরাং এ কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য আল্লাহ সকলকে তাওফীক্ব দিন- আমীন!

** শেখ হাফীযুল ইসলাম*
দুর্গাপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

কোলেস্টেরল কমাতে মধু ও বাদাম

শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল কারণ হ'তে পারে নানা সমস্যার। হৃদরোগসহ নানা রোগের অন্যতম কারণ কোলেস্টেরল। এই কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে মধু এবং বাদাম বিশেষভাবে কার্যকর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাশাপাশি খেতে হবে ফল এবং সবজি। দু'টি আলাদা গবেষণায় দেখা গেছে, খাবারের ব্যাপারে সচেতন হ'লে কোলেস্টেরলজনিত সমস্যার অনেকাংশেই সমাধান করা সম্ভব। মধুতে থাকা এন্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিকেলকে ধ্বংস করে শরীরকে সতেজ রাখে। আপেল, কমলালেবুতেও আছে এন্টি-অক্সিডেন্ট, যার কার্যপ্রণালী মধুর মতোই। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েসের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মধুতে থাকা এন্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের জন্য উপকারী। তাদের গবেষণায় ১৮ থেকে ৬৮ বছর বয়স্ক ২৫ জন পুরুষের রক্ত পাঁচ সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেছে, ১৬ আউন্স গ্লাসের পানির সাথে চার চা-চামচ মধু মিশিয়ে খেলে রক্তে এন্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বেড়ে গেছে। তারা বর্তমানে ইঁদুরের ওপর গবেষণা করে দেখছেন নিয়মিত মধু খাওয়া সাথেরেক্লেরোসিসের ঝুঁকি কমাচ্ছে কি-না। তবে তারা এও বলেছেন, ফল ও সবজির বদলে মধু খেলে কিন্তু চলবে না। গবেষণাটি পরিচালনাকারী ড. নিকি ইনগেসেথ বলছেন, দেখা গেছে মধুর কিছু রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা আছে।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল সার্কুলেশনে কানাডিয়ান এক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয় সম্প্রতি। এতে দেখা গেছে, বাদাম কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। যদিও আগে কোলেস্টেরল কমাতেই বাদাম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হ'ত এবং এখনও বলা হচ্ছে। দ্য এলমন্ড বোর্ড অব ক্যালিফোর্নিয়া এবং কানাডা সরকারের অর্থায়নে এ গবেষণাটি পরিচালনা করে টরেন্টোর সেন্ট মিশেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গবেষণাটিতে দেখা গেছে, বাদাম খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। বাদামে আছে স্বাস্থ্যকর অসম্পৃক্ত ফ্যাট। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের নিউট্রিশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এলিস লিট্যাঙ্সটেইন বলেছেন, আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে মনোআনসেচুকেরডে ফ্যাট খেলে পাশাপাশি সম্পৃক্ত ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার কম খেলে কমে আসে হৃদরোগের ঝুঁকি, কমে কোলেস্টেরলের মাত্রা।

ডালিমের পুষ্টিকথা

ডালিম অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সুস্বাদু ফল, যা সারা বছরই পাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালে এর উৎপাদন বেশি হয়। ডালিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস যা কমলা, আপেল ও আমের চেয়ে চারগুণ বেশি; আতাফল ও আঙ্গুরের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি এবং কুল ও আনারসের চেয়ে ৭ গুণ বেশি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতি ১শ' গ্রাম আহরোপযোগী ডালিমে রয়েছে শর্করা ১৪-৫ গ্রাম, প্রোটিন ১-৬ গ্রাম, ফ্যাট ০.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মি.গ্রা., ফসফরাস ৭০ মি.গ্রা., আয়রণ ০.৩ মি.গ্রা., ভিটামিন বি১-০.০৬ মি.গ্রা., ভিটামিন বি২-০.১ মি.গ্রা., নিয়াসিন-০.৩ মি.গ্রা., ভিটামিন সি-১৪ মি.গ্রা, খাদ্যশক্তি-৬৫ কিলোক্যালরি। তবে ডালিমের এই পুষ্টিমান জাত, উৎপাদনের স্থানের উপর ভিত্তি করে হেরফের হ'তে পারে। ডালিমে রয়েছে উপকারী উপাদান ফাইহোক্যামিকেলস যা শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। আজকাল বিজ্ঞানীরা ডালিমের পুষ্টিগুণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, ডালিম রক্তের এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় যা রক্তনালীতে জমা হয়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। ডালিমের পুষ্টিগুণের পাশাপাশি ভেষজগুণও রয়েছে। ডালিমের খোসাতে রয়েছে অ্যাসট্রিনজেন্ট নামের এক ধরনের পাইটোক্যামিক্যালস। এর খোসা পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি সর্দি, গলার খুস খুসে কাশি, গলা ব্যথায় পান করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিণ্য আমাশয় এবং পেটের নানাবিধ সমস্যায় ডালিমের রস উপকারী। এর গুণাগুণ চিন্তা করে অপেক্ষাকৃত সস্তা এ ফলটিকে আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত।

॥সংকলিত॥

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

জীবন দর্শন
২য় সংস্করণ
(পৃঃ ৭২)
মূল্য : ২৫/-

জিহাদ ও ক্বিতাল
২য় সংস্করণ
(পৃঃ ৯৬)
মূল্য : ৩৫/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সকল, পত্রিকা, সিডি, ডিভিডি পাওয়া যায়। এছাড়া খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকগণের বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বইসমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।
যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

মরিচ চাষ

মরিচ অর্থকরী ফসলের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফসল। এটি মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা, পাকা ও শুকনা সব অবস্থায়ই এর ব্যবহার হয়। মরিচ সব ঋতুতে চাষ করা যায়। তবে মোট ফলনের ৮৫% শুকনা মরিচ শীতকালে ফলানো হয়। বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে মরিচের আবাদ শীর্ষে। মরিচ চাষে ভাল ফলন পেতে বা লাভবান হ'তে হ'লে কতগুলো নিয়মের ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

মাটি ও আবহাওয়া : পানি নিষ্কাশন, সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। অম্লীয় মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ভাল হয় না। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারি উঁচু ভিটা যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে জো আসে এমন জমিতে মরিচ ভাল হয়।

বীজতলা তৈরি : বীজতলায় বীজ বপনের আগে মাটি শোধন করে সেখানে জসবান বা রিডোমিল স্প্রে করতে হবে। বীজ ভিজিয়ে রেখে ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করতে হবে। চারা একটু বড় হ'লে উঠিয়ে ২য় বীজতলায় ১.৫ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি : ভাল চারা উৎপাদন করার জন্য প্রথম বীজতলায় চারা গজিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হবে। দু'বার চারা রোপণ করলে গাছের শিকড় শক্তিশালী হয় এবং মূল মাঠে চারা কম মারা যায়।

নীরোগ চারা উৎপাদনের জন্য বপনের ৬ ঘণ্টা পূর্বে ভিটাভেড় বা ক্যাপটান দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি বা প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। সাধারণত বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। বীজ গজানোর পর ১০-১২ দিন বয়সের চারা উঠাতে হয় এবং সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় ২.৫ মিটার দূরত্বে চারা লাগাতে হয়। ছোট এবং নরম চারা উঠানোর জন্য বীজতলায় হালকা সেচ দিতে হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হ'লে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। সাধারণত এক বিঘা জমিতে চারা লাগানোর জন্য প্রায় ১৩০ গ্রাম মরিচ বীজ প্রয়োজন।

জমি চাষ : জমিতে সাধারণত ৪-৫টি চাষ ও মই দিতে হয়। প্রথম চাষ গভীরভাবে হওয়া দরকার। শেষের চাষের সময় পূর্ণমাত্রায় গোবর, টিএসপি, জিপসাম এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া ও এমপি সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

রোপণ : রবি মৌসুমের জন্য ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং খরিফের জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ মার্চ এর মধ্যে চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হবে।

হরমোন প্রয়োগ : মরিচের ফুল ঝরে পড়লে পস্নানোফিড় নামক হরমোন প্রয়োগ করলে ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। পস্নানোফিড় ৪-৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের উপরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরে করতে হয়। জমিতে ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা দিলে তা ভেঙে দিতে হবে, আলগা করে দিলে আলো-বাতাস পাবে।

ফসল তোলা : মরিচ কাঁচা বা পাকা অবস্থায় তোলা হয়। ভাল ফলনের জন্য মরিচ যত বেশি তোলা যায় তত ফলন বেশি পাওয়া যায়। মরিচ শুকিয়ে রাখার জন্য পরিপূর্ণ পেকে গেছে এমন মরিচ তুললে গুণগতমান ঠিক থাকে।

সংরক্ষণ : মরিচের পরিপক্ক ফল তুলে তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। সূর্যালোকের সাহায্যে ফল শুকানো আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু সতর্ক না হ'লে অতিরিক্ত সূর্যতাপে ফল সাদাটে রঙ ধারণ করে। মরিচ শুকানোর সময় মরিচের বোঁটা যেন খুলে না যায়। সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মরিচ শুকানোর পর মাচার উপরে টিনে ডোল, গোলা, পলিথিন বা ড্রামে করে রাখতে হবে।

বীজ উৎপাদন : মরিচ স্বপরাগায়িত জাত। মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হ'লে বীজ ফসলের জমির চারা পাশে অন্ততঃ ৪০০ মিটারের মধ্যে মরিচ, বেগুন, টমেটো এর চাষ যে জমিতে করা হয়েছে সে জমিতে মরিচের চাষ করা যাবে না। বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অনুসরণ করলে প্রতি বিঘায় ৯০ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

রোগ : মরিচের এনথ্রাকনাজ ডাইব্যাক ও ব্যাকটেরিয়া রোগ হয়। রোগ হ'লে মরিচ হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কীটনাশক হিসাবে ডায়াজিনন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জাত : মরিচের ভাল ফলন পেতে হ'লে উপযুক্ত হাইব্রিড জাত যেমন প্রিমিয়াম, মনিক, মেজর, ভিগর এগুলো নির্বাচন করতে হবে। মরিচের অনেক জাতের মধ্যে এখানে 'প্রিমিয়াম হাইব্রিড' নিয়ে আলোচনা করা হ'ল-

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রিমিয়াম উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত। এটি মধ্যম আকৃতির ঝোপালো গাছ। অনেক ঝালযুক্ত। শীতকালে আবাদ করা যায়। এছাড়া কাঁচা পাকা দু'ভাবেই ব্যবহার হয়।

বীজ বপনের সময় : ভাদ্র-আশ্বিন মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ : প্রতি শতকে ১.৫ গ্রাম ও একরে ১৫০ গ্রাম। বীজতলায় চারা উৎপাদন ৩.১ মিটার মাপের ও ১৫ সেমি. উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। বীজতলার উপরের স্তরে পচা গোবর, আবর্জনা সার এবং দো-আঁশ মাটির মিশ্রণ ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া ৩/৪ সপ্তাহ মোটা পলিথিন দিয়ে

ঢেকে রেখে মাটি শোধনের পর ৫ সেমি. পর পর লাইন করে ১ সেমি. গভীরতায় ২.৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বপন করতে হবে।

প্রতিটি বীজতলার জন্য ১০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করা যাবে। বীজ বপনের পর বীজের ওপর কিছু ঝুরঝুরে মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। অতি বৃষ্টি বা রোদের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মাটি থেকে কমপক্ষে ৩০ সেমি. ওপরে পলিথিন বা চাটাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চারা গজানোর ১২ দিন পর একবার এবং ২০ দিন পর আর একবার ৫০ গ্রাম ডাইমেথন এম-৪৫ ও ২০ মিলি. ডাসবান ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলায় স্প্রে করতে হবে।

চারা রোপণ : ২৫-৩০ দিন বয়সের ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান চারা ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করে সারি থেকে সারি ৭৫ সেমি. এবং চারা থেকে চারা ৭৫ সেমি. দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। দুই বেডের মাঝে ৪০ সেমি. প্রশস্ত ও ১৫ সেমি. নালা করতে হবে।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরির সময় এবং পরবর্তীতে ফসলের অবস্থা বুঝে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে মরিচ সংগ্রহ শুরু করা যায়। কাঁচা অবস্থায় প্রতি শতাংশে ১০০-১২০ কেজি এবং একর প্রতি ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

অন্যান্য কার্যাবলী :

১. প্রথমত ৩/৪টি শাখাপ্রশাখা ছাঁটাই করতে হবে।
২. আগাছা দমন ও সেচ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. রোগ-বালাই দমনে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. খুঁটি ব্যবহার করে গাছকে মাটিতে হেলে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে উন্নতমানের হাইব্রিড জাতের মরিচ চাষ করলে ভাল ফলন অবশ্যম্ভাবী। নিয়ম অনুযায়ী চাষ করলে একজন কৃষক নির্বিঘ্নে অধিক লাভবান হ'তে পারবেন।

তাছাড়া মরিচ এমন একটি মসলা যা তরকারি, আচার কিংবা মুখরোচক অন্য যে কোন খাবার তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। চাষী ভাইয়েরা সঠিকভাবে মরিচের চাষ করলে বাজারে যেমন চড়া দামে বিক্রি করতে পারবেন তেমনি ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর অর্থও উপার্জন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই আমাদের উচিত সুন্দরভাবে ফসল ফলিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী না করে দেশের ফসল দিয়ে দেশের মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে দেশকে উন্নতির দিকে ধাবিত করা। আল্লাহ আমাদের তাওফী দান করুন-আমীন!!

॥সংকলিত॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

ডা. শামীম আহসান
আমীর সাধুর মার্কেট
উডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কবিতা

ক্লান্ত জীবন প্রান্তে এসে

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আমার মনের দুয়ার খুলে এ কোন হাওয়া বইছে দুলে
নীল সবুজের জোয়ার তুলে দিচ্ছে দোদুল দোল
দৃষ্টি রেখে এমন দিনে
সৃষ্টি তোমার নিলাম চিনে
এ কোন সুধা মনের বীণে
জাগায় কলরোল।
অশান্ত এ প্রলয় তুফান আমার জীবন ঘিরে
সেখানটাতেই ভাসাই ভেলা বিনয় নম্র শিরে।
ক্লান্ত জীবন প্রান্তে এসে
সেই সে ভেলা ডুবলে শেষে
একটু দিও ভালবেসে
জান্নাতী হিল্লোল।
আমার মনের দুয়ার খুলে এ কোন হাওয়া বইছে দুলে
নীল সবুজের জোয়ার তুলে দিচ্ছে দোদুল দোল।

***

ভুলের লোকমা

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ছালাতরত ইমাম যদি
আনমনে কভু ভুল করে,
তাঁর পিছনের মুক্তাদীরা
ঠিক করে দেন ভুল ধরে।
'সুবহানাল্লাহ' বললে ইমাম
হয় সে নিজে সংশোধন,
তড়িৎ বেগে ফিরিয়ে আনে
ঠিক সে যেথায় তাহার মন।
কেউ কি কভু দেখছে এমন
লোকমা ইমাম মানলো না?
মুক্তাদীদের ভুল শোধরানো
একটু কানে ধরলো না?
ইমাম যেজন সমাজপতি
চালক বৃহৎ সমাজটার,
হাযার ভুলে কান ডুবিয়ে
ধারছে না সে কারোর ধার।
নিত্য দিনে শুনছি কানে
দেখছি বহুত দিন রাতে,
আর যত সব পড়ছি খবর
পত্রিকার ঐ পৃষ্ঠাতে।
মসজিদের ভাই ইমাম ছাহেব
মানলে নাহি লোকমাটা,
অর্ধচন্দ্র তার গলাতে
পান যে ইমাম শাস্তিটা।
কিন্তু জাতির বৃহৎ ইমাম
তাহার সাজা হচ্ছে কই?
হক কথাটা বললে ভালে
উল্টা পিঠে দণ্ড সই।

***

প্রার্থনা

হাবিলদার মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
পুলিশ একাডেমী, সরদা, রাজশাহী।

হে প্রভু! দাও শক্তি বেঁচে থাকার মতো,
সুহালে যেন পেরোতে পারি সামনে বাধা যত
শত বাধা সত্ত্বেও যেন নত না হয় শির,
অটল থাকার শক্তি দাও প্রভু হ'তে মহাবীর।
পুষ্পের মত যেন গন্ধ ছড়াই সূর্যের মতো আলো
ধরণীর মাঝে পাই যেন করুণা আশিস যত ভালো।
জীবন গগনে না আসে কভু কালবৈশাখী ঝড়,
কৃপা করে প্রভু দান কর মোদের যাকিছু কল্যাণকর।
তোমার কাছেই সব শক্তি তুমিই জগৎস্বামী
তাই তোমার দরকারে প্রার্থনা করি, তোমার সৃষ্টি আমি।
অমঙ্গল চাই না মঙ্গল চাই পাপ কর মার্জনা,
স্রষ্টা তুমি মঞ্জুর কর সৃষ্টির এ প্রার্থনা।

***

সত্যের সন্ধানে

শারমীন সুলতানা
পুরাতন সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা।

সত্যের সন্ধান করছি সদা
ঘুরছি পথে পথে,
যাব আমি কোন মাযহাবে
চলব কোন তরীকাতে।
এক রাসূলের উম্মত আমি
এক আল্লাহ্র বান্দী
তবু কেন হাযার মতে
রয়েছি আমি বন্ধি?
ইসলাম হ'ল সত্য ধর্ম
শান্তি সুখের পথ,
তবু কেন হিংসা-বিভেদ
হাযার মতামত?
আব্বু বলেন হানীফ মানো
আম্মুও বলেন তাই,
ভাইয়া বলে মালেক ভাল
কোন পথেতে যাই?
আমি চলি আমার মত
নই হানাফী হাম্বলী,
কুরআন আমার সংবিধান
আর হাদীছ মতে পথচলি।
ছহীহ হাদীছ মানি আর
রাসূলের তরীকায় চলি
কুরআন পড়ি হাদীছ পড়ি
সদা দ্বীনের কথা বলি।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ছালাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ঈদ ও জানাযার ছালাতে।
২. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাতে। ৩. জানাযার ছালাতে।
৪. চাশতের ছালাত। ৫. জানাযার ছালাতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১. আম, শিমুল, হিজল, ছাতিম, বট।
২. আম, জাম, কাঠাল, তেঁতুল, কুল।
৩. নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি, লিচু।
৪. আনারস। ৫. বাঁশ।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)

১. কোন্ নবীর পিতা-মাতা ছিল না?
২. নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন্ দু'টি ঘটনা প্রথম কোন একজন নারী জেনেছিল?
৩. হিজরী সনের প্রবর্তক কে?
৪. কোন্ পর্বতের কোন্ গুহায় নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন নাযিল হয়?
৫. চার খলীফার মধ্যে কোন্ দু'জন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শ্বশুর এবং কোন দু'জন জামাতা ছিলেন?

সংগ্রহে : তাসনীম আলম
ইখড়ি কাটেঙ্গা হাই স্কুল, তেরখাদা, খুলনা।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)

১. কোন্ দেশের লোক চতুর্দিকে ফিরে ছালাত আদায় করে? অর্থাৎ কেউ পূর্ব দিকে কেউ পশ্চিম দিকে কেউ উত্তর দিকে কেউ দক্ষিণ দিকে।
২. কোন্ দেশের লোকের চারিদিকে, অর্থাৎ কারো উত্তর-দক্ষিণ, আবার কারো পূর্ব-পশ্চিম দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ?
৩. কোন্ দেশের লোক পশ্চিম দিকে ফিরে ছালাত আদায় করে। কিন্তু রাজধানীর লোক দক্ষিণ দিকে ফিরে ছালাত আদায় করে?
৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় দশ বছর যাবত পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করেছেন, কারণ কি?
৫. আবূবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কেন?

সংগ্রহে : আবূ লাবীব, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২১০৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে **'সোনামণি'**র উদ্যোগে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিরতণী অনুষ্ঠান ২০১৩'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে আজ কোমলমতি শিশু-কিশোররা বাচ্চা বয়সেই আদর্শচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রযুক্তি বা আধুনিক বিজ্ঞান তাদের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে রূপ নিয়েছে। তাই এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের প্রতি সচেতনতার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আদর্শ সমাজ গঠনে ইবরাহীমের মত বাবা, হাজেরার মত মা ও ইসমাঈলের মত সন্তান প্রয়োজন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান, ওবায়দুল্লাহ, সোনামণি সাতক্ষীরা যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, বংপুর যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আলমগীর, জয়পুরহাট যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ মুনায়েম হোসাইন, বগুড়া যেলা পরিচালক আব্দুস সালাম, রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক যাকারিয়া, কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, কুমিল্লা যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে **'প্রযুক্তির মরণফাঁদে নৈতিকতা হরণ'** শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সংলাপ (নাটিকা) উপস্থাপিত হয়। যা উপস্থিত সকলেই উপভোগ করেন। পরিশেষে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি মহোদয় মূল্যবান পুরস্কার তুলে দেন।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৩-এ বিজয়ীরা হ'ল।-

১. অর্থসহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ :

বালক গ্রুপ : প্রথম : আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), দ্বিতীয় : আব্দুল হাকীম (খুলনা), তৃতীয় : আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বালিকা গ্রুপ : প্রথম : তাওসীন (বগুড়া), দ্বিতীয় : রুপসানা (বগুড়া), তৃতীয় : আসমা আখতার (কুমিল্লা)।

২. আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নোত্তর :

বালক গ্রুপ : প্রথম : সিরাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), দ্বিতীয় : যামিনুর রহমান (বগুড়া), তৃতীয় : আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বালিকা গ্রুপ : প্রথম : নিশাত তাসনীম (মেহেরপুর), দ্বিতীয় : সুমাইয়া নাছরীন (কুষ্টিয়া), তৃতীয় : তাহমীদা খাতুন (রাজশাহী)।

৩. সোনামণি জাগরণী :

বালক গ্রুপ : প্রথম : আশফাক (সুনামগঞ্জ), দ্বিতীয় : আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), তৃতীয় : শাহেদ ইসলাম (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : প্রথম : সাবরিনা খাতুন (রাজশাহী), দ্বিতীয় : হাফছা খাতুন (সিরাজগঞ্জ), তৃতীয় : আসমা আখতার (কুমিল্লা)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

বালক গ্রুপ : প্রথম : রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ), দ্বিতীয় : নূরুল ইসলাম (দিনাজপুর), তৃতীয় : নূরুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

বালিকা গ্রুপ : প্রথম : নিশাত আখতার (রাজশাহী), দ্বিতীয় : জেসমীন আরা (ঐ), তৃতীয় : মারযিয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ)।

৫. ছবি অংকন :

বালক গ্রুপ : প্রথম : মীযানুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), দ্বিতীয় : আব্দুল কাদের (ঐ), তৃতীয় : মুনীরুযযামান (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : প্রথম : সানজানা ইসলাম (পাবনা), দ্বিতীয় : নিশাত আখতার (রাজশাহী), তৃতীয় : রেযওয়ানা (ঐ)।

স্বদেশ

একমাসেই কুরআন হেফয করল জন্মান্ধ যমজ দু'ভাই

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ৭ বছরের দুই জন্মান্ধ যমজ হাসান ও হোসাইন মাত্র এক মাসে কুরআন হেফয সম্পন্ন করেছে। তারা কথা শেখার পর থেকেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত কান পেতে শুনতো। পরবর্তীতে কুরআন অনুরাগী সহোদরদের নেয়া হয় ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড জামে মসজিদের ইমাম হাফেয নযরুল ইসলামের কাছে। তিনি কুরআন পড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে মাত্র এক মাসেই শিশু দু'টির হিফয সম্পন্ন করান। হাফেয সহোদরের কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে এলাকাবাসী মুগ্ধ। এরা এখন বিভিন্ন মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেয নযরুল ইসলাম বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী পবিত্র কুরআন। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ছাড়া এতো অল্প সময়ে হাফেয হওয়া সম্ভব নয়।

কা'বা ঘরে বাংলাদেশী নারী খাদেমা

মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান বায়তুল্লাহ তথা কা'বা গৃহ ২৪ ঘণ্টাই থাকে ইবাদতকারীদের ভিড়ে মুখর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খাদেমরা এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে। তবে আনন্দের কথা হ'ল, এসব খাদেমদের মধ্যে বাংলাদেশী নারীরাও রয়েছে। ২০ বছর ধরে এখানে কাজ করছে বরিশালের মাসূদা বেগম ও জাহানারা এবং খুলনার সুলতানা। তাদের সঙ্গে আরো চার বাংলাদেশী নারী আছে। তবে তারা বাংলাদেশ থেকে সেখানে যাননি। বরং তারা সঊদী প্রবাসী পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে সেখানেই বড় হয়েছে। প্রথম তিনজন খাদেমা নির্বাচিত হয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে এ দায়িত্ব পালন করছে। এ কাজ করতে পেরে তারা খুব আনন্দিত ও গর্বিত। নিরাপদ পরিবেশে কা'বা গৃহের মতো পবিত্র মসজিদে কাজ করতে পারায় তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করে।

মাসূদা ও জাহানারা বলেছে, এখানে কাজের পরিবেশ খুবই ভালো ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। বেতন-বোনাস ছাড়াও তারা অন্যান্য বহু সুবিধা পেয়ে থাকে। নারীদের ছালাত আদায়ের জায়গা পরিষ্কার করা, ওযূখানা ছাফ রাখা, বিভিন্ন বুক সেলফে কুরআন মুছে গুছিয়ে রাখা, কার্পেট ছাফ রাখা ইত্যাদি নানা কাজ করতে হয় এখানে।

মাসূদা বলেছে, এখানে খুবই কড়াকড়ি। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বাইরে বের হওয়ার সুযোগ নেই। একাকী কোথাও যাওয়ার নিয়ম নেই। বেতন পাওয়ার দিন কর্তৃপক্ষ সবাইকে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বাজারে নিয়ে যান প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য। আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য ২০০৫ সালে মাসূদা পুরস্কৃতও হয়েছে। এখানে অধিকাংশ খাদেমা একত্রে সরকারী হোস্টেলে থাকে এবং কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় কা'বা ঘরে যাওয়া আসা করে।

দেশে প্রথমবারের মত পাম মাড়াই মেশিন স্থাপন

পাম চাষ এখন আর চাষীদের গলার ফাঁস নয়। ১১ জন বন্ধুর প্রচেষ্টায় মেহেরপুরের বিসিক শিল্প নগরীতে বসেছে পাম মাড়াই মেশিন। এই মেশিন ঘন্টায় হাযার কেজি পাম ফল মাড়াই করতে সক্ষম। পাম মাড়াই মেশিনের উদ্যোক্তা কৃষিবিদ শুরুজ আলী ও হাবীবুর রহমান বলেন, ২০০৯ সালে কয়েকটি এনজিওর আশ্বাসে ১২০টি গ্রামে পাম চাষ শুরু হয়। কিন্তু বছর পার না হ'তেই তারা পাম গাছের চারা বিক্রির মুনাফা নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর পাম চাষীদের হতাশা বেড়ে যায়। পাম বাগানে ফল আসতে শুরু করলেও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় বাড়তে থাকে লোকসানের অংক। চাষীদের দুঃখ ঘুচাতে ২০১২ সালে ১১ জন বন্ধুর অর্থায়নে গড়ে তোলা হয় 'বোটানিক এগ্রো লিঃ'। ১১ জনের প্রদত্ত অর্থে ঢাকার সানটেক লিমিটেডের প্রকৌশলী আমজাদ হোসাইন ও ব্রয়লার এক্সপার্ট হাসান আলীর তত্ত্বাবধানে এবং জার্মানীর এক প্রকৌশলীর সহযোগিতায় যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ শুরু হয়। সেই যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে মেহেরপুর বিসিক শিল্প নগরীতে বসানো হয় পাম মাড়াই মেশিন। কৃষিবিদ শুরুজ বলেন, পাম চারা রোপণের ৩/৪ বছরের মধ্যেই মুকুল আসতে শুরু করে। একটি পামগাছ ১৫/২০ বছর একইভাবে ফল দিতে পারে। পাম থেকে তেল উৎপাদনের কৌশল তৈরী হয়েছে। এখন এটাকে রপ্তানি পণ্যে পরিণত করতে পারলে ঘুরে যাবে দেশের অর্থনীতির চাকা।

বোটানিক এগ্রোর চেয়ারম্যান হাবীবুর রহমান বলেন, পাম ফলের বাকলা থেকে তেল এবং বিচি থেকে কার্ণেল অয়েল উৎপাদন হয়। এই ওয়েল সাবানসহ অন্যান্য প্রসাধনীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাম থেকে কেবল ভোজ্য তেলই নয়, কসমেটিক তৈরীর উপকরণ, গাছের ডাল থেকে উন্নত পারটেক্স ও ভেষজ উপাদান তৈরী করা সম্ভব। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম অয়েল উৎপাদন করা গেলে তা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দেশে ধূমপানে বছরে মারা যাচ্ছে ৫৭ হাযার মানুষ

ধূমপানের কারণে নানা রোগে ভুগে বাংলাদেশে বছরে ৫৭ হাযার মানুষ মারা যায়। এছাড়া বছরে ১২ লাখ মানুষ অসুস্থ হয় এবং ৪ লাখ মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। সম্প্রতি ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সম্মেলন কক্ষে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তামাক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তামাকের কারণে যুবকরা মাদকাসক্ত হয়। তামাক সেবনে মহিলাদের মৃত্যুর হারও বাড়ছে। মহিলারা মূলতঃ জর্দা, গুল, খৈনি ইত্যাদি সেবন করে মাদকাসক্ত হচ্ছে। অতএব দেশব্যাপী তামাকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করলেই ধীরে ধীরে তামাকের ব্যবহার কমে যাবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তামাক আইন ২০০৫ সংশোধিত হয়েছে। এতে প্রকাশ্যে ধূমপানকারীর সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা জরিমানার বিধান করে আইন পাশ করা হয়েছে। এছাড়া পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত না রাখতে পারলে এর তত্ত্বাবধায়ককে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা জরিমানা করারও আইন করা হয়েছে।

গভীর চক্রান্তে পোশাক খাত : বিদেশী ক্রেতারা পোষাকের দাম বাড়াবেনা। দেশী মালিকদের উপর যত চাপ

শ্রমিক অসন্তোষের কলকাঠি নাড়ছে প্রতিবেশী দেশ

চতুর্মুখী চক্রান্তে গভীর সংকটে পড়েছে দেশের প্রধান শিল্প তৈরী পোশাক খাত। পরিকল্পিতভাবে তৈরী করা হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। এ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে একটি দেশীয় চিহ্নিত গোষ্ঠীকে। নেতৃত্বে আছে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। শ্রমিক অসন্তোষের কলকাঠি নাড়ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। লক্ষ্য দেশের বিশ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানী খাতকে ধ্বংস করা। কারণ চীন হাইটেক শিল্পের দিকে ঝোঁকায় পোশাক শিল্পে ওই দেশটির এখন মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পোশাক খাতকে ধ্বংস করতে পারলে

বিশ বিলিয়ন ডলারের একটি বড় অর্ডারই চলে যাবে ওই দেশটির হাতে। এ লক্ষ্যে এবার চতুর্মুখী হামলা শুরু করেছে দেশের এই শিল্প খাতটির ওপর। একদিকে দেশীয় এজেন্ট এনজিওগুলোকে দিয়ে উস্কে দিচ্ছে শ্রমিকদের। সাথে সাথে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের। পাশাপাশি তীব্র আক্রমণ করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে তাদের এক বিশাল এজেন্ট বাহিনী কর্মরত রয়েছেন।

'এনএসআই' শিল্প বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দখলে নিতে ভারতের একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পিতভাবে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে এই শিল্পকে রুগ্ন বানানো হচ্ছে। আর রুগ্ন শিল্পগুলোর মালিকানা ভারতীয়রা নিয়ে নিচ্ছে। দক্ষ টেকনিশিয়ানের নামে ইতিমধ্যেই আড়াই হাযার ভারতীয়কে দেশের পোশাক খাতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা কারখানাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে। এছাড়া এই খাতের অর্ধেকের বেশী বাইং হাউজের মালিক ভারতীয় নাগরিক। গার্মেন্ট সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন এ তথ্য স্বীকার করে বিকেএমইএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ হাতেম জানান, বিভিন্ন সংকটের কারণে যে শিল্পগুলো রুগ্ন হয়ে পড়েছে তার বেশির ভাগ মালিকানা ভারতীয় নাগরিকরা নিয়ে নিয়েছেন।

এদিকে এই খাত ধ্বংসে প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছেন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা। গত ২১ সেপ্টেম্বর নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাহজাহান খানের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ থেকে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম ৮ হাযার টাকা করার দাবী জানানোর পর থেকে শুরু হয় চলমান শ্রমিক অসন্তোষ। সেখানে তিনি বলেন, জীবন দেব তবু শ্রমিকদের দাবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। মালিকদের উদ্দেশ্যে শাহজাহান খান বলেন, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতনের দাবী মেনে নিন। তা না হলে একটি মাছিও কারখানায় ঢুকবে না।

এদিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াকেও লাগিয়ে দেয়া হয়েছে দেশের পোশাক খাতের বিরুদ্ধে। তারা প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় লিখছে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিক শোষণ নিয়ে। নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসির মত মিডিয়াও এর পক্ষে বক্তব্য পেশ করছে। অথচ এরা একবারও বলছে না যে, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের বাড়তি দামে বাংলাদেশ থেকে পোশাক কিনতে হবে। অথচ আন্তর্জাতিক ক্রেতারা প্রতিটি পোশাক ৪শ থেকে ৫শ গুণ পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি করে। বাংলাদেশ থেকে একটি পোশাক ১ ডলারে কিনলে সেটি ইউরোপ-আমেরিকার দোকানে বিক্রি হয় ৪শ থেকে ৫শ ডলারে। বিপুল অঙ্কের লাভ করলেও এদের বাড়তি দাম দেয়ার জন্য চাপ না দিয়ে উল্টো বাংলাদেশের গার্মেন্ট মালিকদের ওপর চাপ দিচ্ছে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাত ধ্বংসের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তারা এসব কাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

[সরকারই যখন প্রতিবেশী দেশের প্রকাশ্য দালালীতে নেমেছে, তখন এদের ধ্বংস কামনা ছাড়া আর কি করার আছে? আল্লাহ কখনোই যালেমদের বরদাশত করবেন না। আমরা সরকারের শুভ বুদ্ধি কামনা করি (স.স.)]

বিদেশ

ইসরাঈলী রাসায়নিক অস্ত্রের গুদাম নিয়ে পাশ্চাত্যের মাথাব্যথা নেই : চমস্কি

মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি সম্প্রতি এক নিবন্ধে পাশ্চাত্য মিডিয়ার একদেশদর্শী চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশ ইসরাঈলের সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির বিপক্ষে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোকে কখনোই অবস্থান নিতে দেখা যায় না। উদাহরণ হিসাবে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে তথ্যবহুল পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করেন। গত ১৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সিরিয়াকে রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত করতে পারাটা ইসরাঈলের জন্য হবে বিরাট অর্জন।' চমস্কির ভাষায়, এ সংবাদ বস্তুনিষ্ঠ হ'লেও তা অসম্পূর্ণ এবং একপেশে। কারণ ইসরাঈল এবং সিরিয়া উভয় রাষ্ট্রই সিডব্লিউসি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, যা রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, মজুত ও ব্যবহারকে অবৈধ ঘোষণা করে। উল্টো ইসরাঈল নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সিরিয়ার একটি অংশ দখল করে রাসায়নিক অস্ত্রের রীতিমতো গুদাম নিয়ে বসে আছে। অথচ প্রতিবেদনে সে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবেই বস্তুনিষ্ঠতার দাবীদার মিডিয়াগুলো মূলতঃ পাশ্চাত্যের তল্পিবাহক হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

নব্বই বছর বয়সে সাইকেলে চড়ে দেড় হাযার কি.মি. পাড়ি!

বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। সেই কথাটিই প্রমাণ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ৯০ বছর বয়সী বার্ট ব্লেভেন্স। অনেক টগবগে যুবক-তরুণই যেখানে হেরে গেল, সেখানে কেন্টাকি থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত এক সাইকেল ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে ১,৪৯৭ কিলোমিটার অতিক্রম করলেন ব্লেভেন্স।

গত ২০ আগস্ট কেন্টাকি থেকে যাত্রা করে ২১ দিনের মাথায় সম্প্রতি ফ্লোরিডায় পৌঁছে এই রেকর্ড গড়েন ব্লেভেন্স। তার এই সফর আরও বেশি দুঃসাহসিক হয়েছে এ জন্য যে, তাকে অনেক ঘুরে ঘুরে এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম পথও পাড়ি দিতে হয়েছে।

এই দুঃসাহসিক ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় ব্লেভেন্সকে তারই উদ্ধৃতি 'যদি সামনে কোনো সুযোগ আসে, চেষ্টা করো। যদি না পারো সেটা অনেক খারাপ লাগার বিষয়, কিন্তু বিপর্যয়কর নয়' লেখা টি-শার্ট পরে এবং প্ল্যাকার্ড ধরে উৎসাহ যুগিয়েছেন ভক্ত ও পারিবারিক স্বজনরা।

৩৩ লাখ টাকা ফেরত দিয়ে ভবঘুরে পেল সাড়ে ৮১ লাখ টাকা

ছাপোষা চেহারা। কাঁচাপাকা চুল, মুখভর্তি দাড়ি। ঘরবাড়ি নেই, থাকেন উদ্বাস্তু শিবিরে। দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। ৪২,৪০০ ডলার (৩৩ লাখ টাকা) ভর্তি ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে এলেন। শপিং মলের কর্মীদের জানালেন, মালিকহীন ব্যাগটি খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ফিরিয়ে দিতে চান। ব্যাগের মালিককে তার জিনিস ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন ভবঘুরে গ্লেন জেমস। কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়। গ্লেনের কথা শুনে, কাগজে তাঁর ছবি দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ২৭ বছরের তরুণ ইথেন হুইটিংটন। গ্লেনকে সাহায্য করতে অনলাইনে একটি তহবিল তৈরী করে ফেলেন ইথেন। আর চারদিনের মধ্যেই তাতে জমা পড়ল ৮১ লাখ টাকা। ইথেনের মতে, এভাবে চললে ডলারের অঙ্ক ছুঁয়ে যেতে পারে প্রায় দুই কোটি টাকার কাছাকাছি। গল্প হ'লেও সত্যি! গত আট বছর ধরে নিরাশ্রয় গ্লেন শহরের একটা উদ্বাস্তু শিবিরে থাকেন। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলেও কখনও অন্যের জিনিস ছুঁয়েও দেখেননি।

[আলহামদুলিল্লাহ। এটাই মানবতা। এই মানবতা চিরস্থায়ী হয় আখেরাত বিশ্বাসে। ইথেন যদি ইসলাম কবুল করেন, তবে পরকালে জান্নাত পেয়ে চিরকাল সুখী থাকবেন। আমরা উভয়কে 'ইসলাম' কবুলের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সিরিয়ায় তীব্র হচ্ছে আল-কায়েদা ও মধ্যপন্থী বিদ্রোহীদের লড়াই

সিরিয়ার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে দেশটির মধ্যপন্থী বিদ্রোহীদের সঙ্গে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত কট্টরপন্থী বিদ্রোহীদের তীব্র লড়াই চলছে। আড়াই বছরের গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহী এ দু'টি পক্ষের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াই। সম্প্রতি এ খবর জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। সলীম ইদ্রীসের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী ফ্রী সিরিয়ান আর্মির সঙ্গে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত কট্টরপন্থী ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও দ্য লেভান্ত-এর তীব্র লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন ওই কর্মকর্তা বলেন, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। যে লড়াই চলছে, তা আমাদের দেখা সবচেয়ে কঠিন লড়াই। মূলতঃ তারা সরকারের ভূমিকা পালনের কর্তৃত্ব লাভের জন্য এ লড়াই চালাচ্ছে। আড়াই বছর ধরে সুন্নী বিদ্রোহীদের এই গোষ্ঠীগুলো সিরিয়ার শী'আ প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের লক্ষ্যে লড়াই করে আসছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু জানাননি তিনি। বিদ্রোহের শুরু থেকেই চরমপন্থী ও উদারপন্থী বিদ্রোহীদের মাঝে প্রায়ই দ্বন্দ্ব তৈরী হচ্ছিল। সম্প্রতি তা তীব্র আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে এই লড়াই আসাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, আসাদবিরোধী লড়াইয়ে গত আড়াই বছরে সিরিয়ায় এক লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

[আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়ে চায় ইস্রাঈলকে বাঁচানোর জন্য সিরিয়াকে করতলগত করতে। তাই উভয়ের সম্মতিতে সিরিয়া তার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করতে শুরু করেছে। কিন্তু ইসরাঈলের আনবিক বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অন্যদিকে সিরিয়াতে শী'আ-সুন্নী বিভেদকে উসকে দিয়ে রাষ্ট্র হিসাবে দেশটিকে অকার্যকর করে ফেলেছে। এদের এই শয়তানী তৎপরতা প্রায় সকল দেশেই চলছে। অতএব জাতি সাবধান হও! (স.স.)]

তিউনিসিয়ায় ক্ষমতা ছাড়ল ইসলামপন্থীরা

তিউনিসিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ইসলামপন্থীরা। গত ৫ অক্টোবর এ বিষয়ে ইসলামপন্থী ও বিরোধী সেক্যুলার রাজনৈতিক জোট একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই একটি নতুন সরকার গঠনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে গত দু'মাস ধরে চলা দেশটির ভয়াবহ রাজনৈতিক অচলাবস্থারও অবসান ঘটল। উল্লেখ্য যে, দু'বছর আগে এক গণজাগরণে সাবেক স্বৈরশাসক বেন আলীর পতন এবং পরে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ইসলামপন্থী আন্নাহাদা পার্টিসরকার গঠন করে। তিউনিসিয়ার ওই গণজাগরণই বহুল আলোচিত আরব বসন্তের সূচনা করেছিল। *[সেক্যুলারদের দেখানো পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয়, মিসর ও তিউনিসিয়ায় ইসলামী সরকারগুলির পতন তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। অতএব ইসলামী নেতারা ইসলামের পথে ফিরে এসো (স.স.)]*

আশ-শাবাবের পিছনে আমেরিকা!

কেনিয়ার ওয়েস্টগেট শপিংমলে হামলা চালানো সোমালিয়া ভিত্তিক চরমপন্থী সংগঠন আশ-শাবাব যুক্তরাষ্ট্র থেকে লাখ লাখ ডলার অর্থ সহায়তা পায়। এছাড়া গত কয়েক বছরে ৪০ জনের বেশী আমেরিকান শাবাবের পক্ষে যুদ্ধ করতে সোমালিয়া গেছে। কিন্তু এদের প্রতি সরকারের কোন লক্ষ্য নেই। পিটার বার্জেন এবং ডেভিড স্টারম্যান নামে যুক্তরাষ্ট্রের দুই রাজনৈতিক বিশ্লেষক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএনে লেখা এক কলামে এ কথা জানিয়েছেন।

[জঙ্গীবাদের ধুঁয়া তুলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে করতলগত করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশগুলি এইসব চরমপন্থী সংগঠনগুলো ব্যবহার করছে। অতএব হে চরমপন্থী! সাবধান হও! অন্যের ক্রীড়নক হয়ে মুসলিম ভাইদের প্রাণ সংহারে লিপ্ত হয়ো না (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বজ্রপাতের সাহায্যে মুঠোফোন চার্জ

যুক্তরাজ্যের একদল বিজ্ঞানী বজ্রপাতের সাহায্যে প্রথমবারের মতো মোবাইলের ব্যাটারী চার্জ করেছেন। সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় ও মুঠোফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নকিয়ার গবেষকেরা যৌথ উদ্যোগে ওই পরীক্ষা চালিয়ে সফল হন। তবে ঘরোয়াভাবে এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে জনসাধারণকে নিষেধ করে দিয়েছে নকিয়া কর্তৃপক্ষ। কারণ, এতে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষক নিল পালমার বলেন, তারা একটি ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে গবেষণাগারে বজ্রের আলোর ঝলকানি তৈরী করেন এবং তা থেকে শূন্যে ৩০ সেন্টিমিটার স্থান জুড়ে দুই লাখ ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনায় সমর্থ হন। এ পরীক্ষায় সাফল্যের ফলে বজ্রের মতো প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার দিকে আরেক ধাপ অগ্রগতি হ'ল।

খোঁজ মিলেছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের!

মানুষের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক। কিন্তু মানুষের আরেকটি ইন্দ্রিয়ও আছে, যাকে গবেষকেরা এতদিন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে আসছেন। যা দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না; শুধু অনুভব করা যায়। এর অবস্থান কোথায় এতদিন তাও ছিল অজানা। এবার মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন গবেষকেরা। নেদারল্যাণ্ডসের ইউট্র্যাক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আটজন ব্যক্তিকে নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। এতে প্রত্যেকের মস্তিষ্কের একটি মানচিত্র পান তারা। গবেষকদের দাবী, তারা মস্তিষ্কের যে মানচিত্রটি পেয়েছেন সে অঞ্চলটিই মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি তৈরী করে।

দুর্ঘটনা ঠেকাবে 'মনোযোগী গাড়ি'

দ্রুতগতিতে ছুটন্ত গাড়িতে চালকের মোবাইলে হঠাৎ কল বেজে উঠলে তার মনোযোগ স্বভাবতই সেদিকে চলে যায়। এরূপ অবস্থাতেই ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। এ রকম পরিস্থিতিতে চালকের অসতর্কতার ব্যাপারটি যদি গাড়িটি বুঝতে পেরে গতি কমিয়ে দিত, তাহ'লে বহু দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক এবার বাস্তবেই এ রকম একটি অভিনব গাড়ী তৈরী করেছেন। এই গাড়িতে থাকবে এমন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা গাড়ি চালনার সময় চালকের মস্তিষ্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে এবং মনোযোগ বিঘ্নিত হ'লেই গতিসীমা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিয়ে দেবে। এছাড়া এ ব্যবস্থা চালকের ঘুম আসা, চোখের নড়াচড়া সহ ১৪ ধরনের গতিবিধি লক্ষ্য করবে।

দেহঘড়ির 'রিসেট বাটন' আবিষ্কার

আকাশপথে দীর্ঘ ভ্রমণ কিংবা রাতের পালায় একটানা কাজ করলে চরম ক্লান্তি বা যন্ত্রণায় ভুগতে হয়। এতে মানবদেহের স্বাভাবিক সময়সূচি বা দেহঘড়ির নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এবার মানুষের দেহঘড়ির 'রিসেট বাটন' উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে অনিয়মিত যাত্রা বা জাগরণের প্রভাবে অনিদ্রা, শারীরিক অবসাদ ও ক্লান্তি ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। সায়েন্স সাময়িকীর প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবমস্তিষ্কেই ওই রিসেট বাটন রয়েছে। কেউ যখন একটি সময়-মণ্ডল থেকে আরেকটিতে (যেমন লণ্ডন থেকে বেইজিং) যাবেন, তখন মাত্র এক দিনেই রিসেট বাটনের সাহায্যে তাঁর দেহঘড়ির সময়ও পাল্টে ফেলবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ৩০ আগষ্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্রের ১৪ (গ ও ঘ) ধারা অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রধান উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে নতুন সেশনের জন্য মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন করেন। মজলিসে আমেলা সদস্যবৃন্দ হ'লেন-

ক্রঃ নং	দায়িত্ব	নাম
১	আমীর	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২	সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)
৩	সাংগঠনিক সম্পাদক	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)
৪	অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)
৫	প্রচার সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা)
৬	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)
৭	গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ (রাজশাহী)
৮	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির (খুলনা)
৯	দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক	অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)

মজলিসে শূরা সদস্যদের তালিকা-

ক্রমিক নং	নাম	যেলা
০১	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সাতক্ষীরা
০২	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
০৩	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
০৪	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর
০৫	মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির	খুলনা
০৬	বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া
০৭	ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	কুমিল্লা
০৮	অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম	রাজশাহী
০৯	ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	গোপালগঞ্জ
১০	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান	সাতক্ষীরা
১১	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা
১২	মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন	ঝিনাইদহ
১৩	মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া	কুষ্টিয়া
১৪	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা
১৫	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	বগুড়া
১৬	অধ্যাপক আব্দুল হামীদ	পিরোজপুর
১৭	ডাঃ মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদ	গাইবান্ধা
১৮	অধ্যাপক জালালুদ্দীন	নরসিংদী
১৯	মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান	মেহেরপুর
২০	অধ্যাপক দুরুল হুদা	রাজশাহী
২১	ডঃ মুহাম্মাদ আলী	নাটোর
২২	অধ্যাপক বযলুর রহমান	জামালপুর

যেলা কমিটি পুনর্গঠন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য গঠনতন্ত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী এক মাসের মধ্যে যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন উপলক্ষে দেশব্যাপী আলোচনা সভা এবং কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিবৃন্দ এ উপলক্ষে বিভিন্ন যেলা সফর করেন এবং সুধী সমাবেশে সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, নেতৃত্ব ও আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য বিভিন্ন যেলা কমিটি পুনর্গঠন করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল, ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জামালপুর-দক্ষিণ, ঝিনাইদহ, নওগাঁ, রাজশাহী-দক্ষিণ, রাজশাহী-উত্তর, সাতক্ষীরা, ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার নীলফামারী, ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজবাড়ী ও লালমণিরহাট, ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ও বগুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কুড়িগ্রাম-উত্তর, কুমিল্লা, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কুষ্টিয়া-পূর্ব, জয়পুরহাট, নরসিংদী, ফরিদপুর, যশোর, সিরাজগঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার খুলনা, গাইবান্ধা-পশ্চিম, গাইবান্ধা-পূর্ব, ঢাকা, রংপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার গাযীপুর, ২ অক্টোবর বুধবার নাটোর, মেহেরপুর এবং ৬ অক্টোবর শুক্রবার পিরোজপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এসব যেলায় সফর করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, গবেষণা প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আলী, অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান প্রমুখ।

নব গঠিত যেলা সমূহের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম :

ক্রঃ নং	যেলা	সভাপতি/ আহ্বায়ক	সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১	কুড়িগ্রাম (দ)	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	মাওঃ আব্দুর রহীম	মাহমূদ

২	কুড়িগ্রাম (উ)	হামীদুল হক	ইউসুফ আলী	সোহরাব হোসাইন
৩	কুমিল্লা	মাওলানা ছফিউল্লাহ	মাওঃ আব্দুল হান্নান	মাওঃ মুছলেহুদ্দীন
৪	কুষ্টিয়া (প)	গোলাম যিল-কিবরিয়া	মুহাম্মাদ নাযির খান	আমীরুল ইসলাম
৫	কুষ্টিয়া (পূর্ব)	হাশীমুদ্দীন সরকার	মোবারক হোসাইন	শেখ আমীনুদ্দীন
৬	খুলনা	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	মুহাম্মাদ আলী	মুয্যাম্মিল হক
৭	গাইবান্ধা (প)	ডা. আওনুল মা'বূদ	হায়দার আলী	আব্দুর রাযযাক
৮	গাইবান্ধা (পূর্ব)	মাওলানা ফযলুর রহমান	মাহবূবুর রহমান	আশরাফুল ইসলাম
৯	গাযীপুর	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	ডা. যবান আলী	জাহাঙ্গীর আলম
১০	জয়পুরহাট	মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান	উলফত মোল্লা	মুয্যাম্মিল হক
১১	জামালপুর (দ)	অধ্যাপক বযলুর রহমান	নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া	কামারুয্যামান
১২	ঝিনাইদহ	মুহাম্মাদ ইয়াকূব হোসাইন	মকবুল হোসাইন	আব্দুল খালেক
১৩	টাঙ্গাইল	আব্দুল ওয়াজেদ	লুৎফর রহমান	আব্দুল্লাহ আল-মামূন
১৪	ঢাকা	আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান	মোশাররফ হোসাইন	তাসলীম সরকার
১৫	নওগাঁ	মাওলানা আব্দুস সাত্তার	আফযাল হোসাইন	শহীদুল আলম
১৬	নরসিংদী	কাযী আমীনুদ্দীন	আমীর হামযা	দেলওয়ার হোসাইন
১৭	নাটোর	ড. মুহাম্মাদ আলী	আব্দুল আযীয	আবূবকর ছিদ্দীক
১৮	নীলফামারী	আলহাজ্জ ওছমান গণী	মুস্তাফীযুর রহমান	সিরাজুল ইসলাম
১৯	পিরোজপুর	অধ্যাপক আব্দুল হামীদ	ডা. আযীযুল হক	অলীউল্লাহ
২০	ফরিদপুর	দেলওয়ার হোসাইন	আব্দুছ ছামাদ	মুহাম্মাদ নো'মান
২১	বগুড়া	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	হা. মুখলেছুর রহমান	নূরুল ইসলাম
২২	বাগেরহাট	সরদার আশরাফ হোসাইন	মাওঃ আহমাদ আলী	জুবায়ের ঢালী
২৩	ময়মনসিংহ	আব্দুল কাদের	আবুল কালাম	হাফেয ছফীরুদ্দীন
২৪	মেহেরপুর	মাওলানা মানছূরুর রহমান	আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ	তারীকুয্যামান
২৫	যশোর	আ.ন.ম.বযলুর রশীদ	আবুল খায়ের	আকবার হোসাইন
২৬	রংপুর	মাস্টার খায়রুল আযাদ	আব্দুল হাদী	আবূবকর ছিদ্দীক
২৭	রাজবাড়ী	মাওলানা মকবুল হোসাইন	আব্দুর রউফ	ইউসুফ আলী খান
২৮	রাজশাহী (উ)	অধ্যাপক দুর্রুল হুদা	তোফায্যল হোসাইন	আমীনুল ইসলাম
২৯	রাজশাহী (দ)	ডা. ইদ্রীস আলী	আইয়ূব আলী সরকার	সিরাজুল ইসলাম
৩০	লালমণিরহাট	মাওলানা শহীদুর রহমান	মাহবূবুর রহমান	মুস্তাযির রহমান
৩১	সাতক্ষীরা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	মাওঃ ফযলুর রহমান	আলতাফ হোসাইন
৩২	সিরাজগঞ্জ	মুহাম্মাদ মুর্তাযা	শফীউল আলম	আলতাফ হোসাইন

বাকীগুলি পুনর্গঠন দ্রুত শেষ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সুধী সমাবেশ

চাঁদপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর পাবনা যেলার সদর থানাধীন খয়েরসূতী মাদরাসা ময়দানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি জনাব মাওলানা আমানুল্লাহ-এর পিতার জানাযা ও দাফন শেষে *(মৃত্যু সংবাদ গত সংখ্যায় দ্রঃ)* মুহতারাম আমীরে জামা'আত পাবনা যেলার দক্ষিণাঞ্চল ও কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চর এলাকা সফরের উদ্দেশ্যে স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে বের হন। অতঃপর বিকাল ৫-টায় কুমারখালী থানাধীন চাঁদপুর মধ্যপাড়া পৌঁছে তিনি স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশে ভাষণ পেশ করেন। দীর্ঘ সময় যাবত অপেক্ষমান মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত যুবকদেরকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও মুরব্বীদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের মাধ্যমে সর্বত্র দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জোর তাকীদ দেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন।

চরপ্রতাপপুর, পাবনা ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার : চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পাবনা যেলার সদর থানাধীন চরপ্রতাপপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর সন্ধা ৭-টায় সেখানে পৌঁছে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, দ্বীনী সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতেও বেশী সুদৃঢ়। দ্বীনী ও সাংগঠনিক মহব্বতের টানেই আজকে আমরা আপনাদের মাঝে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছি। যতদিন সংগঠন থাকবে, যতদিন হক-এর এই দাওয়াত জারী থাকবে ততদিন আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্কও অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি ও চরপ্রতাপপুর শাখার সভাপতি জনাব নায়েব আলী।

মেন্টাল হাসপাতাল পরিদর্শন : চাঁদপুর হ'তে চরপ্রতাপপুর যাওয়ার পথে সন্ধায় যেলা সদরের হেমায়েতপুরে অবস্থিত দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে হাসপাতালের কয়েকটি ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং লৌহ পিঞ্জরে বন্দী মানসিক রোগীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন।

দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শিক্ষক মোফাক্ষার হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সহ-সভাপতি শিরিন বিশ্বাস, 'আন্দোলন'-এর সাবেক শূরা সদস্য পাবনা শালগাড়িয়ার প্রবীণ নেতা জনাব রবীউল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

প্রবাসী সংবাদ

রিয়াদ, সঊদী আরব, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সম্মানিত সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ। দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে রিয়াদের ১০টি শাখার শতাধিক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করে মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)।

পাঠকের মতামত

কর্মী সম্মেলনে এক রাত

আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখের পড়ন্ত বিকেলে গেলাম নওদাপাড়ায়; উদ্দেশ্য 'আহলেহাদীছ আন্দালন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে যোগদান করা। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর শুরু হ'ল কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হল। সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সহ দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্ঞানগর্ভ ও ওজস্বী উদ্বোধনী ভাষণ শ্রবণে হৃদয় জুড়িয়ে গেল। এরপর পর্যায়ক্রমে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ ও বিভিন্ন যেলা থেকে আগত যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ। রাতের খাবার শেষে মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে ঘুমের ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল। দু'পাশ্বের দু'টি মসজিদ এবং বাইরেও অনেক জায়গা পূর্ণ হয়ে গেছে কর্মীদের দ্বারা। গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে পড়েছেন সবাই। দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু চলে আসল। এটাই তো ইসলামী ভাতৃত্ব, একেই বলে শান্তি। ভেবেছিলাম, হয়তো কেউ কোন রুমে গিয়ে ঘুমাবে, হয়তো অনেকের মশার কামড়ে ঘুম হবে না। অথচ বিছানা-পত্র ও বালিশ ব্যতিরেকে অনেকেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন মেঝেতে। তারা একমাত্র আল্লাহকে রাযী-খুশি করার জন্য সব সহ্য করছেন। তাদেরকে কেউ টাকা-পয়সা দেয় না। মসজিদে মসজিদে পিকনিক করার লোভ দেখায় না। উপরন্তু নিজের খরচে এসে সাধ্যমত দান করেন সংগঠনের ফাণ্ডে।

মনে প্রশ্ন জাগল, কে বলেছে এদেশে সঠিক তাওহীদপন্থী মানুষ নেই? কে বলেছে এদেশের মানুষের ঈমান নেই? বরং যারা ইসলামকে মন্দভাবে উপস্থাপন করে তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। তাই কাউকে বানায় জঙ্গি, কাউকে সন্ত্রাসী। ইসলামকে আখ্যায়িত করে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসাবে। আর তাদের ডাকে সাড়া না দিলে বলে এদেশে তাওহীদী জনতা নেই। ধিক ওদের। ওদের বলি, নওদাপাড়ায় এসে দেখে যাও, কত মানুষ সমবেত হয়েছে? যাদের দুনিয়াবী কোন স্বার্থ নেই। কেন তারা আসে? পরকালীন মুক্তির আশায় একমাত্র। তাদের কাছে তাওহীদ শিখে যাও। আজ সবাই যদি এক হয়ে ছহীহ হাদীছের আলোকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাওয়াত দিত; সরকারকে নছীহত করত, তাহ'লে একদিনের আলটিমেটামের কোন দরকার হ'ত না।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একদিনের তাওহীদী জনতার ঘোষণা দেয় না, আর একদিনের জন্য তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণও করে না। এসব ভাবতে ভাবতে তাহাজ্জুদ ছালাতের সময় হয়ে গেল। অনেকে তাহাজ্জুদ পড়ছে, আমিও পড়লাম। প্রশংসা করলাম ঐ আল্লাহ্র, যিনি সকল প্রসংশার একমাত্র মালিক। তাহাজ্জুদ পড়ে ভাবলাম, এই সংগঠন কত কিছুই না দিয়ে যাচ্ছে! দুর্গতদের জন্য ত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ইয়াতীমদের প্রতিপালন ও তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করণ, সমাজ সংস্কারে সঠিক দাওয়াত সহ অনেক কর্মসূচী। অথচ আমরা সংগঠনকে কি দিলাম? পূর্বে ভাবতাম, আমাদের জন্য সংগঠন কি করেছে? আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। যারা আত-তাহরীক পড়েন সকলকে বলছি, অন্তত একবার নওদাপাড়া আসেন। এখানকার কার্যক্রম দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

অতঃপর ফজর ছালাত পড়লাম। আমীরে জামা'আত গুরুত্বপূর্ণ দরস পেশ করলেন। আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তাই দরস শুনে চলে আসি ছাত্রাবাসে। কিন্তু প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল আমীরে জামা'আতের খুৎবা শোনার জন্য। তাই আবার নওদাপাড়ায় চলে আসলাম। প্রাণ জুড়ানো খুৎবা শুনলাম। ঈমান বেড়ে গেল বহুগুণ।

অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, হে আল্লাহ! জামা'আতের উপর তোমার হাত থাকে, তাই তোমার নিজ অনুগ্রহে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'কে কবুল কর। আমরা যারা তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখি, তোমার হুকুম মানার জন্য এক আমীরের নেতৃত্বে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন-যাপন করছি, ক্বিয়ামতের মাঠে আমাদের সবাইকে তোমার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ো। হে আল্লাহ! বিচারের কাঠগড়ায় আমাদের অপমানিত কর না। আমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও, আমাদের জান্নাতবাসী কর-আমীন!!

** কে.এম.যাকারিয়া*
চারুলিয়া, চুয়াডাঙ্গা।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতের সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব হোসাইন
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ ৩/৪৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে বসর (রাঃ) একদা লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাতে গেলেন এবং ইমামের দেরী করে ছালাত আদায় করাকে অপসন্দ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আমরা এ সময়ে ছালাত আদায় শেষ করতাম। আর ছালাত আদায়ের সময় হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর *(ইবনু মাজাহ হা/১৩১৭; আবুদাঊদ হা/১১৩৫, সনদ ছহীহ)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত *(দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা' পৃঃ ২৭)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন' মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এর প্রকৃতি ও স্বরূপ কি?

-আব্দুল জাব্বার, নোয়াখালী।

উত্তর : এর অর্থ হ'ল আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতায় বান্দার সাথে আছেন। কেননা বান্দার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টিত *(তালাক্ব ৬৫/১২)*। মূলতঃ এ মর্মে বর্ণিত আয়াতসমূহ দ্বারা কেউ কেউ 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' প্রমাণ করতে চান। অথচ তাঁর আরশে সমুন্নত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫, রা'দ ২, ইউনুস ৩)*। এরূপ সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা মূলতঃ কুফরী আক্বীদা। কারণ এরূপ বিশ্বাসের মাধ্যমে বহু আয়াত ও হাদীছকে অস্বীকার করা হয়।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : ছালাতের মাঝে পায়ে পা মিলানোর সঠিক পদ্ধতি কি?

-ডা. শামসুল ইসলাম
চিনাডুলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মুছল্লীদের পরস্পরে পায়ে পা মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। আজকের দিনে তোমরা উদভ্রান্ত খচ্চরের ন্যায় ছুটে পালাবে *(বুখারী হা/৭২৫, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ছহীহাহ হা/৩১)*। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৬৬২)*। অন্য হাদীছে পায়ে পা কিংবা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/২৪৭, হা/৬৮৩)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে বহু হাদীছ রয়েছে। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যাতে মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়।

ইবনু হাজার বলেন, নু'মান বিন বাশীরের বর্ণনার শেষাংশে كَعْبَه بِكَعْبِ 'গোড়ালির সাথে গোড়ালী' কথাটি এসেছে। এর দ্বারা পায়ের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে, পায়ের পিছন অংশ নয়, যেমন অনেকে ধারণা করেন' *(ফাৎহুল বারী ২/২৪৭ পৃঃ)*। এখানে মুখ্য বিষয় হ'ল দু'টি: কাতার সোজা করা ও ফাঁক বন্ধ করা। অতএব পায়ের গোড়ালী সমান্তরাল রেখে পাশাপাশি মিলানোই উত্তম।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যে পশুটি প্রেরণ করেছিলেন, সেটি কি ছিল?

-কুতুবুদ্দীন, গাযীপুর।

উত্তর : সেটি ছিল একটি সুন্দর শিংওয়ালা ও চোখওয়ালা সাদা দুম্বা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এজন্য আমরা কুরবানীর সময় অনুরূপ ছাগল-দুম্বা খুঁজে থাকি। তিনি বলেন, ঐ দুম্বাটি ছিল হাবীলের কুরবানী, যা জান্নাতে ছিল, যাকে আল্লাহ ইসমাঈলের ফিদ্ইয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১৭ পৃঃ; ঐ, তাহক্বীক, সনদ ছহীহ ৭/২৮ পৃঃ, তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : ছালাতে সিজদারত অবস্থায় দু'পা কিভাবে রাখতে হবে? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-উযীর আলী
খড়িয়াল, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক রাত্রিতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিছানায় না পেয়ে আমার হাত দিয়ে খুঁজতে থাকলাম। অতঃপর আমার হাত তাঁর দু'পায়ের উপর পতিত হয়। তখন তিনি সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টি খাঁড়া ছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'এ সময় তাঁর গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল এবং পায়ের অঙ্গুলি সমূহ কিবলার দিকে ছিল' *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৫৪, ইবনু হিব্বান হা/১৯৩৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ)

বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। নাকসহ চেহারা, দু'হাত, দু'হাটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)*। এখানে 'দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ'-এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, দু'পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী থাকবে এবং দু'গোড়ালি খাড়া থাকবে' *(মির'আত ৩/২০৪)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, দু'গোড়ালীর মাঝে এক বিঘত ফাঁক থাকবে *(নায়ল ৩/১২১)*। মূলতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় যেমন দু'পা ফাঁক থাকে, সিজদা অবস্থায়ও সেভাবে থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। এক্ষণে ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযায়মা ও হাকেম বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর দু'গোড়ালি মিলানো সম্পর্কে যে বর্ণনাটি এসেছে, সে সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন, 'এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ গোড়ালী মিলানোর কথা বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না *(হাকেম ১/৩৫২)*। তাই ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত দু'গোড়ালি খাড়া রাখার হাদীছই অগ্রাধিকারযোগ্য। সর্বোপরি বিষয়টি মুস্তাহাব। অতএব খাড়া বা মিলানো যেভাবে সহজ হবে সেভাবেই রাখবে। এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : জনৈক ব্যক্তি কাদিয়ানী মতবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর পর কোন নবী আসবেন না বলে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ৫ম বার বলেন 'আমি যদি মিথ্যা বলি তবে আমার উপর গযব নাযিল হৌক'। দাওয়াতী ক্ষেত্রে এভাবে কসম খাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ডা. মুহাম্মাদ পারভেজ, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এভাবে গযব কামনা করা দাওয়াতী কাজের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি নয়। বরং দাওয়াতী ময়দানে সর্বদা সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'তুমি হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*। তবে এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়া যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলতেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন নিহিত' *(বুখারী হা/২৬১৫, আবুদাঊদ হা/১৪৬১)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : কোন্ দলীলের ভিত্তিতে তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়?

-আব্দুল্লাহ নোমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে সহজে বুঝানোর স্বার্থে তাওহীদকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যার কোন একটির প্রতি অবিশ্বাস করলে ঈমানশূন্য হ'তে হবে। যেমন (১) তাওহীদে রুবূবিয়াত বা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বাস করা। দলীল : আ'রাফ ৫৪, ১৫৮, যারিয়াত ৫৬-৫৭, আনকাবূত ৬১, যুমার ৩৮, বাক্বারাহ ২৯, শু'আরা ২১, হূদ ৬। স্বল্পসংখ্যক নাস্তিক ব্যতীত পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ এ প্রকার তাওহীদে বিশ্বাস করে থাকে। (২) তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক না করা। দলীল : যারিয়াত ৫৬, বাক্বারাহ ২১, ফাতিহা ৪। (৩) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত বা আল্লাহ্র গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমাকারী ইত্যাদি হিসাবে বিশ্বাস করা। দলীল : আ'রাফ ১৮০, শু'আরা ১১ প্রভৃতি। নিম্নোক্ত দু'প্রকার তাওহীদে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস রাখে না। মুসলিমগণ উপরোক্ত তিন প্রকার তাওহীদেই বিশ্বাস রাখেন। কেবল প্রথম প্রকার তাওহীদ বিশ্বাসে 'মুসলিম' হওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : জনৈক ছাহাবী শরীরে তীরবিদ্ধ হলেও কুরআন পাঠ বন্ধ করলেন না এবং জনৈক ছাহাবীর পায়ে বর্শা ঢুকে গেলে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন, অতঃপর বর্শা টেনে বের করা হল। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। ঘটনা দু'টির সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
মহিলা কলেজপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তর : ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে রাতে বিশ্রামকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে পাহারারত আনছার ছাহাবী 'আব্বাদ বিন বিশ্র (রাঃ) গভীর মনোযোগে ছালাত আদায়কালে শত্রু কর্তৃক পরপর তিনটি তীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ছালাত পরিত্যাগ না করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি এমন একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলাম, যা পরিত্যাগ করতে আমার মন চাচ্ছিল না *('আওনুল মা'বূদ হা/১৯৫-এর ব্যাখ্যা; আবুদাঊদ হা/১৯৮, সনদ হাসান)*। ছালাতের মাঝে হযরত আলী (রাঃ)-এর পা থেকে তীর টেনে বের করা হয়েছিল বলে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তাঁর পা কেটে ফেলার প্রয়োজন হলে তিনি ছালাতে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর তা কাটা হয়। কিন্তু তিনি কিছুই অনুভব করতে পারেননি *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/১০২)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : শুভলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলতে কি বুঝায়? শরী'আতে এসবের কোন ভিত্তি আছে কি?

-আশরাফ, রাজাবাজার, ঢাকা।

উত্তর : আরবরা কোথাও যাত্রার প্রাক্কালে বা কোন কাজের পূর্বে পাখি উড়িয়ে তার শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করত। পাখি ডান দিকে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বামে গেলে অশুভ মনে করে তা হ'তে বিরত থাকত। একেই 'শুভলক্ষণ' বা 'কুলক্ষণ' বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যখন ফেরাঊন ও তার প্রজাদের কোন কল্যাণ দেখা দিত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের

জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হ'ত, তারা তখন মূসা ও তাঁর সাথীদের 'কুলক্ষণে' বলে গণ্য করত' *(আ'রাফ ১৩১)*।

বর্তমানে মাস, দিন, সংখ্যা, নাম ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন অনেক দেশে হিজরী সনের ছফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা হয়। প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে কুলক্ষণে মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজকাল ১৩ সংখ্যাকে 'অলক্ষুণে তের' বা Unluckey thirteen বলা হয়। অনেক বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার ক্রয় না করাকে অশুভ গণ্য করে। অনেকে কানা, খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। অথচ এ জাতীয় আক্বীদা পোষণ করা হারাম ও শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الطِّيَرَةُ شِرْكٌ 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৮৪)*।

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এর একমাত্র চিকিৎসা হ'ল আল্লাহ্র উপর পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু আল্লাহ্র উপর ভরসা তা দূর করে দেয়' *(আবুদাঊদ হা/৩৯১০; মিশকাত হা/৪৫৮৪)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : উম্মে হারাম বিনতে মিলহান এবং উম্মে সুলাইম-এর সাথে রাসূল (ছাঃ) কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

-আফীফা তাসনীম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উপরোক্ত দু'জন আনছার মহিলা পরস্পরে দু'বোন ছিলেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর 'মাহরাম' ছিলেন *(বুখারী হা/২৭৮৯; মুসলিম হা/২৩৩১)*। ইমাম নববী বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে তাদের উভয়ের মাহরাম ছিলেন, সে ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। কিন্তু কি সম্পর্কের কারণে মাহরাম ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন তারা দু'বোন রাসূল (ছাঃ)-এর দুগ্ধসম্পর্কীয় (রেযা'ঈ) খালা ছিলেন। কেউ বলেছেন, তাঁর পিতা অথবা দাদার খালা ছিলেন। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের মা ছিলেন মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রে' *(নববী, শরহ মুসলিম ১৩/৫৭, ৫৮, ১৯১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সে হিসাবে তারা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর মাতুল গোষ্ঠী। সেকারণ হিজরতের পরে তিনি তাদের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (১১/৫১) : দোকানের কর্মচারী ছালাত আদায় না করলে মালিক দায়ী হবে কি?

-সফীউদ্দীন আহমাদ, নরসিংদী।

উত্তর : কর্মচারীকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করা মালিকের উপর একান্ত যরূরী। তবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার পরও যদি সে ছালাত আদায় না করে তবে মালিক এর জন্য দায়ী হবে না' *(বনী ইসরাঈল ১৫)*। এরূপ কর্মচারীকে অব্যাহতি দেওয়াই কর্তব্য। তবে মালিক কর্মচারীকে ছালাত আদায়ের সুযোগ না দিলে, এমনকি এ ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকলে অবশ্যই তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তার পক্ষ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে, কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না' *(তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কোন জাতির মধ্যে পাপ হ'তে থাকলে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ না করলে সত্বর আল্লাহ তাদের উপরে ব্যাপক প্রতিশোধ নামিয়ে দিবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৩৮; মিশকাত হা/৫১৪২)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক (ইউসুফ ১২/১০৬)। অত্র আয়াতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-সাইফুল ইসলাম, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন এবং মৃত্যুদাতা বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক করে, উক্ত আয়াতে তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; বুখারী, 'তাওহীদ' অধ্যায় ৪০ অনুচ্ছেদ)*। আবু জাহল ও আবু লাহাবের ন্যায় আজকের যুগেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা শিরক করে থাকে। উক্ত আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : অন্যের ভ্রূণ নষ্ট করার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানতে চাইলে জনৈক আলেম এর কাফফারা হিসাবে দু'মাস ছিয়াম পালন এবং তওবা করতে বলেন। উক্ত বক্তব্য কি শরী'আত সম্মত?

-ডা. আরীফ, পৈলানপুর, পাবনা।

উত্তর : কাফফারা সংক্রান্ত উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং এর জন্য অনুতপ্ত হয়ে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : জনৈক মহিলার সন্তান-সন্ততি না থাকায় বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভাইবোনদের অনুমতি নিয়ে পালক পুত্রের নামে সমুদয় সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। এভাবে লিখে দেওয়া বা পালকপুত্রের জন্য তা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?

-ওবায়দুল্লাহ, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পালকপুত্রকে রক্তসম্পর্কীয় পুত্র হিসাবে গণ্য করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(আহযাব ৩৭, ৪০, তাফসীর ইবনে কাছীর)*। অতএব পালকপুত্রের নামে সমুদয় সম্পত্তি লিখে দেওয়া নিষিদ্ধ। বরং মৃত্যুর পরে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ারিছ শরী'আত নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হবেন। তবে কাউকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করলে তার জন্য অছিয়ত করা যাবে। তবে তা এক-তৃতীয়াংশের নয় *(বুখারী হা/৬২৭৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : বিয়ের পরে সকল নফল ইবাদত স্বামীর অনুমতি নিয়ে করতে হয়। কিন্তু বিয়ের আগে নফল ইবাদত করতে হলে পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে করতে হয় কি ?

-সুরাইয়া খাতুন
লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী

উত্তর : বিয়ের পরে নফল ইবাদতের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন স্বামী গৃহে অবস্থান করেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২০৩১)*। বিয়ের পূর্বে পিতা-মাতার নিকট হতে সম্মতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : হিন্দুদের বানানো মিষ্টি মুসলমানদের খেতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল আযীয
সুলাই, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : যথাসম্ভব মুসলিম কারিগরদের নিকট থেকে মিষ্টি ক্রয় করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে অমুসলিমদের বানানো মিষ্টি খেতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের রান্না করা খাবার খেয়েছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। শরী'আতে কেবল অমুসলিমদের যবহকৃত পশুর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবহ করে থাকে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : যাকাত আদায়ের জন্য অধিক নেকীর আশায় রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করা যাবে কি? এছাড়া ব্যবসার সম্পদ একবছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত আদায় রামাযান মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : এরূপ করার কোন দলীল নেই। বরং নেকীর কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। কেননা বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকতা যে কোন সময় আপতিত হতে পারে। তাছাড়া মৃত্যু থেকে কেউ নিরাপদ নয় এবং বিলম্ব কখনোই প্রশংসিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফিৎনাসমূহ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল সম্পাদন কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়)*। বরং আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন *(তিরমিযী হা/৬৭৮)*।

তবে যদি যাকাতের যথাযথ হকদার পাওয়া না যায় বা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তবে তা বছর পূর্তির পর আদায় করে সম্পদ থেকে পৃথক রাখতে হবে এবং সুযোগমত তা বণ্টন করা যাবে।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : জনৈক আলেম বলেন, ওযূ শেষে সূরা ক্বদর একবার পড়লে ছিদ্দীকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে, দু'বার পড়লে শহীদের তালিকায় নাম লেখা হবে, আর তিনবার পড়লে নবীদের সাথে হাশর হবে। শরী'আতে উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

- হাবীবুর রহমান, বোয়ালকান্দি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বর্ণনাটি দায়লামী তার মুসনাদে ফেরদাঊসে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটি মওযূ বা জাল *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯, ১৫২৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : মাযহাবী ইমামের পিছনে ইচ্ছাকৃতভাবে জামা'আতে ছালাত আদায় না করলে গোনাহগার হতে হবে কি?

-ফয়ছাল আহমাদ
কবিরপুর, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : মাযহাবী ইমাম যদি প্রকাশ্যে কোন শিরকী কাজে লিপ্ত না থাকে, তাহ'লে তার পিছনে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। কারণ ইমাম কোন ত্রুটি করলে তার গোনাহ তার উপরই বর্তাবে *(বুখারী হা/৬৯৪, মিশকাত হা/১১৩৩)*। জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর *(বাক্বারাহ ৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী ওযরের কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও? শুনতে পেলে মসজিদে আস' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*। অন্য এক বর্ণনায় জামা'আতে উপস্থিত না হলে তিনি তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*। বিভিন্ন মাযার ও কবরের লাগোয়া মসজিদে সাধারণতঃ কবরপূজারী শিরকপন্থী ইমামগণ ইমামতি করে থাকেন। এগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২০/৬০) : আমার স্বামী প্রচণ্ড রাগী হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রাগান্বিত অবস্থায় আমাকে কয়েকবার ১টি করে তালাক দিয়েছে। তালাকের বিধান সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় এরপরেও আমরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছি। এক্ষণে উক্ত তালাকগুলির কারণে কি বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে?

-আরিফা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ রাগান্বিত অবস্থায় প্রদত্ত তালাকের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। (১) রাগান্বিত অবস্থায় বুঝশক্তি লোপ না পাওয়া, জ্ঞানহারা না হওয়া এবং নিজেকে কিছু বলা ও করা হতে বাধা প্রদান করতে সক্ষম থাকা। অর্থাৎ যদি সে সবকিছু জেনে-বুঝে বলে, এমতাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। (২) ক্রোধের প্রচণ্ডতার কারণে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তালাক দিলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তালাক ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়' *(আবুদাঊদ হা/১৯১৯, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। আবু দাঊদ বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে ব্যুৎপণ্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*।

দ্বিতীয়তঃ তালাকের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু সে এরূপ করে থাকলে উক্ত স্ত্রী হারাম হবে না। বরং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং পুনরায় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ

তা'আলা আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং অনিচ্ছাকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬২৮৪)*।

সুতরাং উক্ত বিবাহ বাতিল হবে না। বরং তওবা করতে হবে এবং আর কখনো এরূপ না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৬১) : ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় না করে মাযহাবী নিয়ম অনুসরণ করলে উক্ত ছালাত কি বাতিল বলে গণ্য হবে?

-মুহাম্মাদ নো'মান
গুহলক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : ছালাতের রুকন, ফরয, ওয়াজিবসমূহ সঠিকভাবে পালন করার পর সুন্নাতসমূহের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে না বরং ত্রুটিপূর্ণ হবে। অর্থাৎ পূর্ণ নেকী অর্জিত হবে না। তবে ছহীহ হাদীছ জানার পরেও মাযহাবের দোহাই দিয়ে এবং বারবার বুঝানো সত্ত্বেও গোঁড়ামী ও অবজ্ঞাবশে তা পালন না করলে, উক্ত ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ *(বুখারী হা/৬০০৮; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সেই-ই জান্নাতে যেতে অসম্মত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, 'কালেমা পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে' এবং কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও মুশরিক ও মুনাফিকরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' উভয় বক্তব্যের বৈপরিত্যের সমাধান কি?

-আবুল কালাম
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : প্রথম হাদীছের অর্থ 'খালেছ অন্তরে কালেমা পাঠকারী' এবং দ্বিতীয় হাদীছের অর্থ 'মুখে পাঠকারী অন্তরে নয়'। কপটতার কারণে এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। অতএব উভয় হাদীছের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কুরবানী করার বিধান কি? ঋণ পরিশোধ না করে কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

-আফসার আলী
হুগলী, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর ফারূক্ব, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯; মির'আত ৫/৭২-৭৩)*। এক্ষণে ঋণ যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করা যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : ফজর ও যোহরের ছালাতের পূর্বে যে সুন্নাত ছালাত রয়েছে তা আযানের পূর্বে পড়া যাবে কি?

-হাফীযুল ইসলাম
দূর্গাপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : প্রত্যেক ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে *(নিসা ৪/১০৩)*। অতএব ওয়াক্তের মধ্যে হ'লে পড়তে পারবে। কারণ ফরয ছালাতের জন্য ওয়াক্ত হওয়া শর্ত, আযান হওয়া শর্ত নয়। অতএব ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত ছালাত পড়তে পারবে। আযান হৌক বা না হৌক।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : যমীনের উপরিভাগের মাটি অপবিত্র হওয়ায় ২০ ফুট নীচ থেকে মাটি উত্তোলন করে তা দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে, একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-শাহরিয়ার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

উত্তর : এটি ভিত্তিহীন ও মনগড়া দাবী মাত্র। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সমস্ত যমীনকে ছালাতের স্থান ও পবিত্র বানিয়েছেন *(বুখারী হা/৪৩৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭)*। অতএব ভূ-পৃষ্ঠের যেকোন পবিত্র মাটি দ্বারাই তায়াম্মুম করা জায়েয। লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে যেন কোন অপবিত্র বস্তু না থাকে।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : সমাজে খাৎনাকে কেন্দ্র করে যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় সেগুলো কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : খাৎনা ইসলামের নিদর্শনমূলক সুন্নাতসমুহের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০)*। অতএব অন্যান্য শারঈ বিধানের মতই এ বিধানটিকে শরী'আত মোতাবেক পালন করা আবশ্যক। নচেৎ সুন্নাত আমলটিও গোনাহে পরিণত হয়ে যাবে। নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে খাৎনার জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : উপরে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' এবং নীচে নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে হবে' বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-হাফিযার রহমান, জজকোর্ট, বগুড়া।

উত্তর : বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/২৯৯৩; মিশকাত হা/২৪৫৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : রাসূল (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় কতবার হজ্জ এবং ওমরাহ পালন করেছিলেন?

-আব্দুল মাজেদ, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় ১ বার হজ্জ এবং ৪ বার ওমরাহ পালন করেন *(তিরমিযী হা/৮১৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৮; দ্রঃ 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১০)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : মসজিদে ছালাতরত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে তার জন্য সালাম প্রদান করা কি শরী'আতসম্মত?

-আখতারুযযামান
উত্তর তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে সালাম প্রদান করা জায়েয। এক্ষেত্রে মুছল্লীগণ ইশারার মাধ্যমে উক্ত সালামের জবাব দিবেন *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৯১, ইবনু মাজাহ হা/১০১৮; আলোচনা দ্রঃ মির'আত ৩/৩৬০-৬১)*। মুখে উত্তর প্রদান করলে ছালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মাসূদ রানা
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : নববী যুগে মহিলাদের জন্য পৃথক কোন মসজিদ ছিল না। তারা পুরুষের পিছনে পৃথক কাতারে ছালাত আদায় করতেন। সুতরাং মহিলাদের জন্য পুরুষদের সাথে একই মসজিদে পর্দার মধ্যে ছালাত আদায় করাই শরী'আতসম্মত। তবে যেখানে কেবল মহিলারাই অবস্থান করেন যেমন মহিলা মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেল প্রভৃতি স্থানে মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয। যেখানে মহিলারাই তাদের ইমামতি করবে। যেমন হযরত আয়েশা, উম্মে সালামাহ, উম্মে আত্বিয়াহ প্রমুখ মহিলাগণ মহিলাদের ইমামতি করতেন *(বায়হাক্বী, ১/৪০৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১, ১৭৭; দারাকুৎনী হা/১০৭১)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : রাতের বেলা সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করার কোন ফযীলত আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে এটা পাঠ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১৮৩, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯)*। তবে 'শেষ রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের নেকী অর্জিত হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭১)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য সারারাত ইবাদতের নেকী লেখা হবে *(দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনের পর আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম পালন করতে হবে কি?

-হোসনে আরা আফরোজ
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : সক্ষম হলে দু'টিই করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : ঈদের তাকবীর হিসাবে যে দো'আগুলি পাঠ করা হয় তার কোন ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল আলীম, মান্দা, নঁওগা।

উত্তর : ঈদের তাকবীরের জন্য একাধিক দো'আ সালাফে ছালেহীন থেকে প্রচলিত রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃঃ)*। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, *'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা' (কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৭ পৃঃ)*। এছাড়া তাকবীর হিসাবে আরো দো'আ বিভিন্ন আছারে বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৩/১২৬, ফৎহুলবারী ২/৪৬২; দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা' পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : সূরা ক্বাছাছ ৮৮ আয়াত এবং রহমান ২৭ আয়াতে 'ওয়াজহু' শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? অনেকে বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অর্থ 'আল্লাহ্র রাজত্ব' করেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুকীত
কুয়েট, খুলনা।

উত্তর : অত্র আয়াতে 'ওয়াজহু' দ্বারা আল্লাহ তা'আলার 'চেহারা' বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর, আয়াতদ্বয়ের তাফসীর দ্রঃ)*। উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'টি কওল উদ্ধৃত করেছেন। একটি হ'ল ملكه 'তাঁর রাজত্ব' যা মা'মার থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা তিনি কেবল একাই উদ্ধৃত করেন নি, বরং অন্যান্য বিদ্বানগণও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, বাগাভী, ইবনু কাছীর, ইবনু আবিল 'ইয ও অন্যান্যগণ। তাঁরা এখানে 'রাজত্ব' বলতে আল্লাহ 'সৃষ্ট রাজত্ব' (الملك المخلوق) বুঝাননি। বরং আল্লাহ্র 'মালিকানা' গুণ (صفة الملك) -কে বুঝিয়েছেন। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র 'সৃষ্ট রাজত্ব' তথা সকল মাখলূক ধ্বংস হবে। কিন্তু তাঁর 'মালিকানা' অক্ষুণ্ণ থাকবে। উক্ত আয়াতের তাফসীরে তিনি দ্বিতীয় কওলটি উল্লেখ করেছেন إِلاَّ وَجْهَهُ অর্থ إِلاَّ هُوَ বা جَلاَلُهُ 'তাঁর সত্তা' বা 'তাঁর পরাক্রম'। যা অব্যহত থাকবে। কেননা আরবরা শ্রেষ্ঠ অংশ দ্বারা সমস্তকে বুঝায়। তেমনি এখানে আল্লাহ্র 'চেহারা' দ্বারা আল্লাহ্র সত্তা'-কে বুঝানো হয়েছে। বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায় 'তাওহীদ' অধ্যায়ে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আনা জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা *(বুখারী হা/৭৪০৬ 'তাওহীদ' অধ্যায়, ১৬ অনুচ্ছেদ ১৩/৪০০ পৃঃ)*। যেখানে বলা হয়েছে যে, সূরা আন'আম ৬৫ আয়াত নাযিল হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ 'আমি তোমার সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করি' *(২ বার)*। এখানে وَجْهٌ বা 'চেহারা' দ্বারা 'আল্লাহ্র সত্তা' অর্থ নেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়, كَرَّمَ اللهُ

وَجْهَهُ ‘আল্লাহ তাঁর চেহারাকে সম্মানিত করুন!’। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ‘আর সেদিন কেবল তোমার প্রভুর চেহারা বাকী থাকবে, যিনি মহিয়ান ও গরিয়ান’ *(রহমান ৫৫/২৭)*। সূরা ক্বাছাছ ৮৮ আয়াতেও একই অর্থ বুঝানো হয়েছে। অতএব এখানে ‘ওয়াজহু’ দ্বারা আল্লাহ্র চেহারা বা সত্তা বুঝানো হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট রাজত্ব নয়। কেননা এরূপ অর্থ করলে ক্বিয়ামতের দিন ধ্বংস হওয়ার মত কোন বস্তুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ সেদিন সবকিছুই ধ্বংস হবে, আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : ছালাতরত অবস্থায় ফোটায় ফোটায় পেশাব নির্গত হলে ছালাত বিনষ্ট হবে কি? এর জন্য করণীয় কি?

-আমানুল্লাহ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এটা এক প্রকার রোগ। এর চিকিৎসা করতে হবে। তবে এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। একদা এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি মযী (বীর্য বের হওয়ার পূর্বে তরল পদার্থ)-এর সিক্ততা অনুভব করি। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করতে হবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : ঈদের দিনকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আউয়াল
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : যেকোন দিন কবর যিয়ারত করা জায়েয *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। কোন নির্দিষ্ট দিনে কবর যিয়ারতের কোন বিশেষ ফযীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব ঈদের দিন বা অন্য কোন একটি বিশেষ দিনকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা বা এর বিশেষ নেকী রয়েছে বলে মনে করা বিদ‘আত মাত্র *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৬১৬৭)*। এছাড়া জুম‘আর দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ‘ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ ‘কবর যিয়ারত’ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : মক্কা থেকে ওমরা করার ক্ষেত্রে কি মসজিদে আয়েশায় যেতে হবে, না নিজ গৃহ থেকে বের হলেই যথেষ্ট হবে?

-ইউসুফ
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : মক্কায় অবস্থানকারীগণ হজ্জের ইহরাম স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাঁধবেন। কিন্তু ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার জন্য তাঁরা হারাম এলাকার বাইরে যাবেন ও সেখান থেকে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে আসবেন। এজন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হ’ল ৬ কিঃমিঃ উত্তরে ‘তান‘ঈম’ এলাকা। বিদায় হজ্জের সময় ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে এখানে পাঠিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭)*। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এখানে ‘মসজিদে আয়েশা’ অবস্থিত। এছাড়া যদি অন্য উদ্দেশ্যে কেউ মক্কায় এসে থাকেন, অতঃপর হজ্জ বা ওমরাহ করতে চান, তাহ’লে হারামের বাইরে তান‘ঈম বা জি‘ইর্রানাহ প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে তিনি ইহরাম বেঁধে আসবেন *(দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ, ৪র্থ সংস্করণ ৪২, ৪৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : চোরাইপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-সফীউদ্দীন আহমাদ, নরসিংদী।

উত্তর : চোরাইপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ। কেননা শরী‘আতবিরোধী না হলে যে কোন রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুসরণ করা জনগণের উপর অবশ্য কর্তব্য *(নিসা ৫৯)*। অতএব রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ভঙ্গ করে ব্যবসা-বানিজ্য করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : দাইয়ূছ কাদেরকে বলা হয়? এদের পরিণতি কি?

-সাইফুল ইসলাম, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যার স্ত্রীর নিকট পরপুরুষ প্রবেশ করে, অথচ সে কিছুই মনে করে না বরং চুপ থাকে, সে ব্যক্তিকে দাইয়ূছ বলা হয়। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, ‘দাইয়ূছ’ সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর ফাহেশা কাজ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসার কারণে উক্ত ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। অথবা তার উপর তার স্ত্রীর বৃহৎ ঋণ বা মোহরানার ভয়ে কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের কারণে সে স্ত্রীকে কিছুই বলে না এবং যার আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই’ *(যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/৫০ পৃঃ)*। ঐ ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দাইয়ূছ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(নাসাঈ হা/২৫৬২, আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৫২)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : বিবাহের পর স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে না নিয়ে জোরপূর্বক শ্বশুরবাড়ীতে দীর্ঘদিন রাখা শরী‘আতসম্মত কি?

-মুরসালিনা খানম
নড়াইল-বাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : এটা শরী‘আতসম্মত নয়। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীতেই থাকবে এবং স্বামী স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে স্বামীকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যা খাও এবং পরিধান কর, তাদেরকে তা খাওয়াও এবং পরিধান করাও। তাদেরকে প্রহার করো না এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না’ *(আবুদাঊদ হা/২১৪৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) পরিবারের জন্য কৃত ব্যয়কে সর্বোত্তম ব্যয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন *(মুসলিম হা/৯৯৪, মিশকাত হা/১৯৩২)*। অতএব স্ত্রীকে জোরপূর্বক শ্বশুরবাড়ীতে বা অন্যত্র ফেলে রাখা কঠিন গোনাহের কাজ। এ থেকে এখুনি তওবা করা কর্তব্য।